possession of your views and of the measures which you have adopted in regard to the examination of Uncovenanted Servants of your Government, and of candidates for employment in the Judicial and Revenue Departments of the Public Service. The subject derives additional importance from the circumstances that an Act (No. VII. of 1857,) has recently been passed by the Legislative Council of India, providing for the more extensive employment of Uncovenanted Agency in those Departments in the Presidency of Madras.

2. You have made it a fundamental rule that no person above the rank of peon, shall be admitted into the Service, and no member of the service shall be promoted, without undergoing the prescribed examination. Adverting to the number of examinations that must follow a strict observance of the rule, and the great demand that must consequently be made upon the time and labor of District Officers, the Presidency Board of Examiners have suggested that the examination of the lowest division of Public Officers, or, as we presume the entrance examination, shall be abandoned and the certificates of the heads of Educational Establishments testifying that the candidates have creditably passed the test required by Government shall be accepted in lieu of the examination. You have very properly negatived this suggestion, for the reasons stated in the 9th paragraph of your Resolution of the 30th January last.

3. The Uncovenanted Service is to be formed into three divisions. The first is to comprise all appointments the salary of which may amount to, or exceed Rupees 250, the second all appointments from Rupees 75 to 250, and the third all appointments below Rupees 75 per mensem. The second division is sub-divided into two classes, comprising respectively appointments from 75 to 150 and from 150 to 250, and the third into three classes as follows :—

1st, all below 25 Rupees.

2nd, from 25 to 50 „

3rd, from 50 to 75 „

4. The candidates are to be placed in the different classes according to the number of marks assigned to them respectively.

5. The examinations are to be held half-yearly, and are to be open to all candidates whose age may exceed 18 years. Every candidate for examination must produce, *first*, a Medical Certificate of physical fitness; *secondly*, testimonials as to character, general respectability, and (if he has already been employed in the Public Service) as to his efficiency as a public servant; and *thirdly*, an authentic statement of age, parentage, profession, birth-place, residence and certain other particulars.

6. The test is to be of three kinds, *first* as to the knowledge possessed by the candidate of certain subjects which are to be designated as "essential" subjects; *secondly*, the same as to certain subjects

যাহে তাহাতে, তোমার গবর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের, ও সরকারী কর্ম্মের বিচারকর্ত্তা, ও রাজস্বসম্পর্কীয় ডিপার্টমেণ্টে যাঁহারা পদাকাঙ্খী হন তাঁহারদের পরীক্ষার বিষয়ে তোমার যে অভিপ্রায়, ও পরীক্ষা লইবার যে নিয়ম করিয়াছ তাহা আমরা অবগত হইয়াছি। আরো মান্দ্রাজ রাজধানীর মধ্যে এই ডিপার্টমেণ্টে অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে আরো বিস্তারিতরূপে নিযুক্ত করিবার বিধানের এক আইন(অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের ৭ আইন)সম্প্রতি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে জারী হইয়াছে, ইহাতে সেই পরীক্ষার কথা পূর্ব্বাপেক্ষা অতিগুরুতর হয়।

২। তুমি এই মূল বিধান করিয়াছ। নির্দ্দিষ্টমতের পরীক্ষা না দিলে কোন লোক সরকারী কর্ম্মেতে পেয়াদাহইতে উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবেন না, ও বর্ত্তমান পদহইতে উচ্চ পদে ভর্ত্তি হইবেন না। এই বিধান দৃঢ়রূপে মানিলে অবশ্য অনেক পরীক্ষা লইতে হইবেক, ও তাহাতে জিলার কার্য্যকারক সাহেবেরদের অনেক সময় হরণ ও পরিশ্রম বৃদ্ধি হইবেক ইহা বিবেচনা করিয়া, রাজধানীর পরীক্ষক বোর্ডের সাহেবেরদের এই পরামর্শ হইয়াছে যে, অধঃশ্রেণীর কর্ম্মকারকেরদের পরীক্ষা ত্যাগ করা যায় (ইহাতে বোধ হয় প্রথম স্থলের পরীক্ষার কথার উল্লেখ করেন) ও ঐ২ পদাকাঙ্খিরা গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন, বিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারকেরদের এই মর্ম্মের সর্টিফিকট ঐ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে গ্রাহ্য হয়। পরন্তু তোমার গত জানুআরি মাসের ৩০ তারিখের নির্দ্ধারণের ৯ দফায় যে২ কারণ প্রকাশ করিয়াছ, সেই২ কারণে তাঁহারদের ঐ পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছ, ইহা উচিত করিলা।

৩। অচিহ্নিত কর্ম্মকারকেরদের পদের তিন শ্রেণী হইবেক। অর্থাৎ যে২ পদের ২৫০৲ টাকা কি তাহার অধিক বেতন হয় তাহা প্রধান শ্রেণী। যে২ পদের ৭৫৲ টাকাঅবধি ২৫০৲ টাকাপর্য্যন্ত বেতন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণী, ও যে২ পদের ৭৫৲ টাকার কম বেতন তাহা তৃতীয় শ্রেণী। ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই ভাগ। যে২ পদের ৭৫৲ টাকাঅবধি ১৫০৲ টাকাপর্য্যন্ত বেতন তাহা প্রথম ভাগ। ও যে২ পদের ১৫০৲ টাকাঅবধি ২৫০৲ টাকাপর্য্যন্ত বেতন তাহা দ্বিতীয় ভাগ। তৃতীয় শ্রেণীর এই তিন ভাগ হইল,

প্রথম, যে২ পদের ২৫৲ টাকার কম বেতন।

দ্বিতীয়, যে২ পদের ২৫৲ টাকাঅবধি ৫০৲ টাকাপর্য্যন্ত বেতন।

তৃতীয়, ৫০৲ ঐ ৭৫৲ ঐ।

৪। পরীক্ষার কালে পদাকাঙ্খিরদের নামে যত অঙ্ক পড়ে তাহা বুঝিয়া তাঁহারা প্রথমপ্রভৃতি শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবেন।

৫। পরীক্ষা ছয়২ মাসান্তর হইবেক। ও ১৮ বৎসরের অধিক বয়সের কোন লোক পরীক্ষা দিতে পারিবেন। পরীক্ষা দেইনাকাঙ্খি প্রত্যেক জনের এই২ পত্রাদি দিতে হইবেক। প্রথম, কায়িক স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিকিৎসকের এক সর্টিফিকট। দ্বিতীয়, সুচরিত্রের ও সাধারণমতে মর্য্যাদার প্রমাণপত্র, ও পূর্ব্বে যদি সরকারী কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে সরকারী কার্য্যকারকস্বরূপে তাঁহার উপযোগিতার প্রমাণপত্র। তৃতীয়, তাঁহার বয়স্ ও বংশ ও ব্যবসায় ও জন্মস্থান ও বাসস্থানপ্রভৃতি বিশেষ কএক কথার এক যথার্থ লিপি।

৬। পরীক্ষা তিন বিষয় লইয়া হয়। নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া কোন২ বিদ্যাদিতে পদাকাঙ্খির যেপর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহা প্রথম। নিতান্ত আবশ্যক নহে বলিয়া কোন২ বিদ্যাদিতে পদাকাঙ্খির যেপর্য্যন্ত

which are to be designated as "non-essential;" and *thirdly*, as to the moral character of the candidate and in the event of his being already employed in the Public Service as to his experience and proved capacity for business.

7. The examination is to be decided by marks, of which a fixed maximum number is to be allotted for the whole examination. Of this number one portion is assigned to the "essential subjects," one to the "non-essential," and one to character and official experience and capacity. A fixed minimum of the whole must be attained to qualify for admission or promotion, as the case may be, and again one-half of the prescribed minimum number of marks must be for "essential" subjects, and the rest for the other two branches of the test, that is for the "non-essential" subjects, or for character and official experience and capacity, or partly for the one and partly for the other.

8. The essential subjects of examination for all candidates but those to be employed in the English departments of Service, are the Vernacular language of the District in which the candidate seeks employment. English in all but the two lower classes of the third division, Arithmetic, Principles of Law, the Regulations and Acts of the Government and the Judicial and Revenue administration of the Presidency according as the candidate seeks admission into one or other of those branches of the Public Service. In the English Departments a sound knowledge of English and Arithmetic is required. The "non-essential" subjects of examination are History, Geography, Algebra, Political Economy, certain branches of Science, and a higher knowledge than is prescribed as "essential" of Arithmetic and Mathematics and of Civil and Criminal Law. The standard of examination, of course, varies ascending in the scale of acquirement from the lowest to the highest class.

9. It is further provided that ordinarily an Officer must serve five years in the third division, before he can be promoted to the second. Exceptions are made in favor of persons reported by Heads of Offices to have extraordinary claims or qualifications, and of those who have attained high academical distinctions, in which latter case the term of service in the third division may be reduced to two years. In like manner except in very special cases an Officer must serve for five years in the second before he can be eligible for promotion to the first division.

10. There are to be four divisional committees of examination, *viz.*, at Bellary, Trichinopoly, Mangalore, and Rajahmundry, and the examination of candidates resident in the Districts in the neigh-

জ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়। ও নীতিপক্ষে পদাকাঙ্ক্ষীর যে চরিত্র, ও পূর্ব্বে যদি সরকারী কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে সেই কর্ম্মেতে তাঁহার যে অনুশীলন ও যে ক্ষমতার প্রমাণ হইল তাহা তৃতীয়।

৭। পরীক্ষার ফল অঙ্কদ্বারা নির্ণয় হইবেক। অর্থাৎ যে২ বিষয় লইয়া পরীক্ষা হয় তাহা সমুদয়ে যে জন উত্তীর্ণ হন তাঁহার নামে নির্দ্ধারিত কোন উচ্চ অঙ্ক পড়িবেক। ঐ নির্দ্ধারিত অঙ্কের তিন ভাগ করিয়া, নিতান্ত আবশ্যক বিষয়ের এক ভাগ। নিতান্ত আবশ্যক নয়, এমত বিষয়ের অন্য ভাগ। ও সুচরিত্রের ও সরকারী কর্ম্মেতে অনুশীলনের ও ক্ষমতার তৃতীয় ভাগ হইবেক। আর ইহার মধ্যে যত অঙ্ক না পাইলে কোন লোক সরকারী কর্ম্মে গ্রাহ্য হইতে পারিবেন না, কিম্বা বিষয়বিশেষে উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবেন না, অতি ন্যূন এমত কোন অঙ্কও নির্দ্ধার্য্য হইবেক। ঐ নির্দ্ধারিত অতি ন্যূন অঙ্কের অর্দ্ধেক নিতান্ত আবশ্যক বিদ্যাদির নিমিত্তে, ও পরীক্ষার অন্য বিষয়ের নিমিত্তে অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যক নয় এমত বিদ্যাদির নিমিত্তে, অথবা সুচরিত্রের ও সরকারী কর্ম্মেতে অনুশীলনের ও ক্ষমতার নিমিত্তে অন্য অর্দ্ধেক হইবেক, কিম্বা ইহার দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ এক বিষয়ের ও অন্য ভাগ অন্য বিষয়ের নিমিত্তে হইবেক।

৮। "নিতান্ত আবশ্যক" যে২ বিষয়ের পরীক্ষা সকল পদাকাঙ্ক্ষীর দিতে হইবেক তাহা এই২। যাঁহারদের কেবল ইঙ্গরেজী ভাষা লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবেক তাঁহারা ছাড়া, অন্য পদাকাঙ্ক্ষীরা যে২ জিলাতে কর্ম্ম পাইতে চাহেন সেই২ জিলার চলন ভাষা, ও তৃতীয় শ্রেণীর অধো দুই ভাগ ভিন্ন অন্য সকল ভাগে ও শ্রেণীতে ইঙ্গরেজী ভাষা, ও অঙ্কবিদ্যা, ও ব্যবস্থার মূল বিধান, ও গবর্ণমেণ্টের আইন ও আকট, ও পদাকাঙ্ক্ষী সরকারের আদালতসম্পর্কীয় কি রাজস্বসম্পর্কীয় যে পদে ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাহা বুঝিয়া, রাজধানীর মধ্যে আদালতের কিম্বা রাজস্বসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহের বিধান। ইঙ্গরেজী ভাষাতে, ঐ ভাষার ও অঙ্কবিদ্যার উত্তম জ্ঞানপ্রাপ্তির আবশ্যক। "নিতান্ত আবশ্যক নহে" এমত যে২ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবেক তাহা এই২। পুরাবৃত্ত বিবরণ, ও ভূগোলবিদ্যা, ও বীজগণিত বিদ্যা, ও রাজনীতি, ও অন্য কএক বিদ্যা, ও আবশ্যক বলিয়া অঙ্কবিদ্যার ও মাথিমাটিক বিদ্যার ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের যত জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রয়োজন তাহার অধিক জ্ঞান। শ্রেণী বুঝিয়া সুতরাং পরীক্ষারও বিশেষ হয়।

৯। আরো সাধারণমতের এই নিয়ম হইয়াছে, কোন কার্য্যকারক পাঁচ বৎসর তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম্ম না করিলে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন না। কিন্তু লোকবিশেষের অসাধারণ যোগ্যতা কি গুণাদি থাকে কোন দফ্তরের প্রধান কার্য্যকারক সাহেব যাঁহারদের নামের এমত রিপোর্ট করেন তাঁহারদিগকে লইয়া, ও যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষিত বিদ্যাদিতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগকে লইয়া ঐ নিয়ম ছাড়া কার্য্য হইতে পারিবেক, ও শেষোক্ত প্রকারের লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীতে দুই বৎসর কর্ম্ম করিলে পর উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে বিশেষ স্থলছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঁচ বৎসর কর্ম্ম না করিলে কোন কার্য্যকারক প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন না।

১০। চারি এলাকায় অর্থাৎ বেলারিতে ও ত্রিচিঙ্গপল্লিতে ও মাঙ্গালুরে ও রাজামন্দিরীতে পরীক্ষা লইবার কমিটি থাকিবেক, ও রাজধানীর নিকটং জিলাতে

bourhood of the Presidency, is to be conducted at Madras by the Court of Sudder Adawlut.

11. The above is a summary of the rules which you have adopted in regard to this important subject. We have noticed with much satisfaction the deep interest you have taken in it, and the ability with which you have treated it.

12. With one material exception we approve of the standard of qualification in "essential" subjects, which you have laid down as a test of the practical knowledge and ability necessary for the proper discharge of public duties. We do not think, however, that the time has arrived when with due regard to the efficiency of the Public Officers, and the satisfactory despatch of the business of the many millions of native subjects in India, you can require a knowledge of English from every person in your employ drawing a salary of more than 50 Rupees a month. A rule of this kind would have the effect of throwing appointments into the hands of individuals educated at English schools to the exclusion of a large number of persons to be found throughout the Presidency, who notwithstanding their ignorance of English, may prove very valuable public Servants. It may be well to encourage lads of superior abilities to learn English, and we could have no objection to your giving a knowledge of English a high place in the list of "non-essential" subjects for all candidates but those to be employed in offices in which such knowledge is indispensable; but we feel satisfied of the impropriety of a rule which requires from every Moonsiff and Tehsildar a high proficiency in English, as an indispensable qualification for office. We may further remark that the inevitable tendency of surrounding our Covenanted Officers with men conversant with English, will be a neglect on the part of the former of the languages of the Country, a result which for the sake of our native subjects in general we should deeply deplore. We consider it of far greater importance that our European Officers should be able to converse in the native languages with the people of the Country, and to read with ease, and to scrutinize all documents so written than that the Native Officers should be acquainted with the language of their European superiors. We think that this part of your scheme requires further consideration.

13. The limitation of the subjects of examination to such as bear directly upon the future employment of the candidates, would operate injuriously upon the general education of those seeking admission into the public service, by holding out inducements to them to qualify themselves as mere official machines, to the neglect of those branches of knowledge, the study of which is calculated to invigorate the intellect, to nature the judgment, and to render a public servant generally useful and efficient. You have acted judiciously in prescribing that the examination shall embrace the leading features of a

যে পদাকাঙ্ক্ষিরা বাস করেন তাঁহারদের পরীক্ষা মান্দ্রাজের সদর আদালতে হইবেক।

১১। তুমি উক্ত অতিগুরুতর বিষয়ের যে বিধি করিয়াছ তাহার এই সারসংগ্রহ লিখিলাম। আর ইহাতে তোমার যে আনুকূল্য ও তৎসম্পর্কে তুমি যে ক্ষমতা প্রকাশপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছ তাহা দেখিয়া আমারদের অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছে।

১২। সরকারী কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করিবার যত জ্ঞান ও ক্ষমতার আবশ্যক হয় তাহার পরীক্ষা করিবার জন্যে, আবশ্যক বিষয়েতে পদাকাঙ্ক্ষিরদের গুণ নিরূপণের যে নিয়ম করিয়াছ তাহাতে গুরুতর এক বিষয়ছাড়া আমরা সম্মত আছি। সরকারী কার্য্যকারকেরদের উপযোগিতা, ও ভারতবর্ষীয় প্রজারদের কোটি২ লোকের মোকদ্দমাপ্রভৃতি সুবোধমতে নির্ব্বাহ হওয়া, এই দুইয়ের উচিতমতে বিবেচনা করিলে বোধ হয় ৫০৲ টাকার অধিক বেতন যাঁহারা পান তাঁহারদের প্রত্যেক জনের ইঙ্গরেজী ভাষা জানিতে হইবেক, এমত হুকুম করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সেই বিধান থাকিলে, যাঁহারা ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহারাই সরকারী সকল কর্ম্ম পাইবেন, ও ইঙ্গরেজী ভাষা না জানিলেও যাঁহারা সরকারী কর্ম্মের অতি উপযুক্ত কার্য্যকারক হইতে পারিবেন, মান্দ্রাজ দেশনিবাসি এমত বহুতর লোক সেই কর্ম্ম পাইতে পারিবেন না। গুণশালি যুবারদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষা করিবার উৎসাহ দেওয়া ভাল হইতে পারে, ও যে২ পদে ইঙ্গরেজী জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক এমত পদে যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদেরছাড়া অন্য সকল পদাকাঙ্ক্ষিরদের "নিতান্ত আবশ্যক নহে" এমত যে২ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবেক তাহার মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষার জ্ঞান অতিগুরুতর বলিয়া গণ্য করিলে আমারদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইঙ্গরেজী ভাষা উত্তমরূপে না জানিলে কোন কেহ মুনসেফী পদ কি তহসীলদারী পদ পাইতে পারেন না এমত বিধি আমরা অনুচিত জ্ঞান করি। আরো আমারদের এই বক্তব্য, আমারদের চিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের চতুর্দ্দিগে ইঙ্গরেজী ভাষা বিদিত লোকেরা থাকিলে, তাঁহারদের অবশ্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে শৈথিল্য হইবেক। তদ্রূপ শৈথিল্য হইলে দেশীয় সর্ব্ব সাধারণ প্রজারদের পক্ষে আমারদের অত্যন্ত খেদ জন্মিবেক। ইউরোপীয় উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের ভাষা দেশীয় কর্ম্মকারকেরদের জানাঅপেক্ষা, ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরা দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে তাঁহারদের স্বদেশীয় ভাষাতে কথাবার্ত্তা করিতে পারেন, ও সেই দেশের অক্ষরে লেখা সকল কাগজপত্র অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন ও তাহার মর্ম্মের সন্ধান লইতে পারেন ইহা আমরা গুরুতর জ্ঞান করি। আমরা বোধ করি তোমার নিয়মের এ অংশের অধিক বিবেচনার প্রয়োজন।

১৩। পদাকাঙ্ক্ষিরা উত্তর কালে যে কর্ম্ম পাইতে পারেন তাহা বিশেষমতে লক্ষ করিয়া, তাঁহারদের পরীক্ষার জন্যে কেবল তৎসম্পর্কীয় বিষয় মনোনীত হইলে, যাঁহারা সরকারী কর্ম্মে ভর্ত্তি হইতে বাঞ্ছা রাখেন তাঁহারদের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার অমনোযোগ হইতে পারে, কেননা ইহাতে কেবল কলযন্ত্ররূপে সরকারী কর্ম্ম করণার্থে উপযুক্ত হইবার একটা প্রবৃত্তি জন্মে, ও যে২ বিদ্যাতে বুদ্ধির তেজবৃদ্ধি হয় ও বিবেক পরিপক্ক হয় ও সরকারী কার্য্যকারক সাধারণমতে উপযোগী ও কর্ম্মঠ হন, এমত নানা বিদ্যানুশীলনের শৈথিল্য জন্মে। যে২ বিদ্যাদি শিক্ষা করিলে লোককে বিদ্বান বলা যায় এমত প্রধান২ সকল বিদ্যা ঐ পরীক্ষার মধ্যে

liberal education, which as tests of acquirements and of intellect will doubtless prove exceedingly useful in determining both the positive and relative merits of candidates.

14. The rule which prescribes a minimum number of marks in "essential" subjects as the condition of success is manifestly proper, but we think that the provision for allowing the remainder of the full number of marks required for admission or promotion in the public service, to be made up of marks for the "non-essential" subjects, or for character and official experience and capacity, or partly for the one, and partly for the other, may require some modification. The object in view is not so much to obtain men possessing high scholastic attainments as intelligent and well educated, practical and useful men, competent for the discharge of the highly important duties which will devolve upon them. It is provided indeed that candidates shall produce testimonials of character and capacity, but so long as the option is given to a candidate to complete the total number of his marks, under both or either of the second and third branches of the test, we apprehend that the prescribed testimonials may in some instances be of a very inferior kind. We think that it would be better to declare that no candidate shall be admitted to examination without *approved* testimonials, and to retain only the first and second branches of the test, (in which case your system of marks must undergo alteration), or, if the three branches be retained that a given proportion of the marks should be fixed absolutely for the third as well as for the first branch.

15. The rule which prescribes that ordinarily a public servant shall serve for a fixed period of time in a lower before he is promoted to a higher grade of service, is no doubt a sound one, but is not altogether free from objection, when rigidly enforced as one of universal or almost universal application, a rule for instance, which prevents the appointment of a person to the office of Moonsiff, until he has served for five years in some subordinate ministerial office, may have the effect of excluding from our service men of family and standing, competent to discharge the duties of the Judicial office, and desirous of undertaking it as one of dignity and honour, but who would not willingly enter the lower grades of official employment. We cannot expect that our administration should be either respectable or popular if we repel such men, whose services might be secured by a system such as that in force in the Presidency of Bengal, where candidates for the Judicial office receive their diplomas of qualification on passing an examination prescribed for that particular department of the Public Service.

16. Under the rules which you have recently

ধার্য্য করাতে তোমার বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য হইয়াছে বটে, কেননা তাহা জ্ঞানপ্রাপ্তির ও বুদ্ধির প্রমাণ হইয়া ঐ পদাকাঙ্ক্ষিরদের মধ্যে প্রত্যেক জনের নিজগুণ, ও অন্য পদাকাঙ্ক্ষিরদের সঙ্গে তুলনাক্রমেও তাঁহার গুণ নির্ণয় করণ কার্য্যেতে, তাহাতে অবশ্য অধিক ফল দর্শিবেক।

১৪। অতি ন্যূন কোন অঙ্ক নির্দ্ধার্য্য করিয়া, নিতান্ত আবশ্যক বিষয়ের পরীক্ষাতে তত অঙ্ক যাঁহার নামে না পড়ে তিনি সরকারী কর্ম্মে গ্রাহ্য হইবেন না, এই বিধি স্পষ্টই উপযুক্ত বটে। পরন্তু সরকারী কর্ম্মে ভর্ত্তি হইবার কিম্বা উচ্চ পদ পাইবার জন্যে অবশিষ্ট যত অঙ্ক পাওয়া প্রয়োজন তাহা, নিতান্ত আবশ্যক নয় পরীক্ষার এমত বিষয়ের, অথবা সুচরিত্রের ও কর্ম্মানুশীলনের ও কর্ম্মক্ষম হওয়ার নিমিত্তে, কিম্বা তাহার এক অংশ এক বিষয়ের, অন্য অংশ অন্য বিষয়ের নিমিত্তে পাওয়া যাইতে পারে, এই বিধি কিঞ্চিৎ মতান্তর হইবার প্রয়োজন জ্ঞান করি। যাঁহারা ইস্কুলের শিক্ষিত বিদ্যাদিতে নিপুণ এমন লোকদিগকে নিযুক্ত করা তাদৃশ অভিপ্রায় নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত ও কর্ম্মঠ ও উপযোগি লোকদিগকে, অর্থাৎ অতিগুরুতর যে কর্ম্ম তাঁহারদের করিতে হইবেক সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত লোকদিগকে পাওয়া অভিপ্রায়। পদাকাঙ্ক্ষিরা সুচরিত্রের ও কর্ম্মক্ষম হওয়ার প্রমাণপত্র দেখাইবেন এমত বিধান আছে বটে। কিন্তু অবশিষ্ট অঙ্ক পরীক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়েতে, অথবা ইহার মধ্যে এক বিষয়েতে, স্বেচ্ছামতে পূর্ণ করিতে পারিবেন, এমত বিধি যত কাল থাকে, তত কাল কোন২ স্থলে ঐ নির্দ্দিষ্ট প্রমাণপত্র বোধ হয় অতি অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে। যে প্রমাণপত্র সুগ্রাহ্য বোধ হয়, এমত প্রমাণপত্র না দিলে কোন পদাকাঙ্ক্ষী পরীক্ষা দিবার জন্যে গ্রাহ্য হইবেন না, ও পরীক্ষার কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় নির্দ্ধার্য্য থাকিবেক, এমত বিধি হইলে আমারদের বিবেচনায় ভাল হয়। তাহা হইলে তোমার অঙ্কের নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক। কিম্বা যদি পরীক্ষার তিন বিষয়ই রাখা যায়, তবে প্রথম বিষয়ের নিমিত্তে যেমন অঙ্কের এক ভাগ নির্দ্ধারিত করা গেল, তেমনি তৃতীয় বিষয়ের নিমিত্তেও কোন অঙ্ক দৃঢ়মতে নির্দ্ধার্য্য করা উচিত।

১৫। সাধারণমতে সরকারী কোন কর্ম্মকারক নিরূপিত কালপর্য্যন্ত অধঃশ্রেণীতে কর্ম্ম না করিলে, উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন না, এই বিধি উত্তম বটে। কিন্তু তাহা সর্ব্ব স্থলে কি প্রায় সর্ব্ব স্থলে খাটে বলিয়া অতি দৃঢ়রূপে প্রবল করাইলে তদ্বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে। যথা, কোন লোক অধীন কোন আমলার পদে পাঁচ বৎসর কর্ম্ম না করিলে মুনসেফী পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এমত বিধি থাকিতে, সদ্বংশের ও সম্ভ্রান্ত যে লোকেরা বিচারপতির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে উপযুক্ত হন, ও মর্য্যাদার ও সম্ভ্রমের পদ বলিয়া তাহা গ্রাহ্য করিতে চাহেন, কিন্তু সরকারী কোন অধঃশ্রেণীর পদে ইচ্ছা করিয়া ভর্ত্তি হইতেন না, এমত লোকেরা সরকারী কর্ম্মের বহির্ভূত হইবেন। এমত লোকদিগকে ত্যাগ করিলে আমারদের কর্ত্তৃত্ব মর্য্যাদাজনক কি সর্ব্বলোকের সন্তোষজনক যে হইবেক, তাহার কিরূপে অপেক্ষা হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে যে নিয়ম চলন হইতেছে সেই নিয়মমতে হইলে তদ্রূপ লোকেরা সরকারী কর্ম্মে ভর্ত্তি হইতে চেষ্টা করিতে পারিবেন। সেই দেশে যাঁহারা বিচারপতিপদাকাঙ্ক্ষী হন তাঁহারা সেই বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে যোগ্যতার পত্র পান।

১৬। তুমি সম্প্রতি যে বিধির অনুমতি করিয়াছ

sanctioned it will be open to any one residing in the Presidency of Madras to compete for admission into the service of Government, and for any member of the Service in the lower grades to compete for promotion to the higher rank. So far the system is to be one of competition ; but we think that you have acted wisely in putting some restriction upon the operation of the purely competitive plan, by allowing Heads of Offices, to select from among the passed candidates, instead of compelling them to take the first on the Examiner's List. In order to assist Officers in making a selection, we suggest the expediency of your directing the insertion in the List of the passed candidates intended for circulation to the controlling District Authorities, the number of marks gained by each candidate under the several branches of the examination test.

সেই বিধিমতে মান্দ্রাজ দেশনিবাসি যাঁহারা চাহেন, তাঁহারা সরকারী কর্ম্মে ভর্ত্তি হইবার জন্যে প্রতিযোগী হইয়া যত্ন করিতে পারেন, ও অধঃস্থ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারক উর্দ্ধ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্যে তদ্রূপে যত্ন করিতে পারিবেন। এপর্য্যন্ত তোমার নিয়মমতে প্রতিযোগিতাক্রমে পদপ্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। পরন্তু পরীক্ষোত্তীর্ণ লোকেরদের নামের যে ফর্দ্দ পরীক্ষক সাহেবেরা প্রস্তুত করেন তাহা দেখিয়া, যাঁহার নাম প্রথমে থাকে তাঁহাকেই দফ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিযুক্ত করিতে হইবেক এমত বিধি না করিয়া, তাঁহারদের মধ্যে যাঁহাকে মনোনীত করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এমত অনুমতি দেওয়াতে, তুমি কেবল প্রতিযোগিতাক্রমে পদপ্রাপণের নিয়মের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা করিয়াছ, ইহা বোধ হয় সদ্বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। মনোনীত করণেতে প্রধান কার্য্যকারকেরদের সাহায্য হয় এই নিমিত্তে আমারদের এই পরামর্শ। পরীক্ষোত্তীর্ণ লোকেরদের নামের যে ফর্দ্দ জিলার তত্ত্বাবধারক সাহেবেরদের মধ্যে বিলি করিবার নিমিত্তে হয়, সেই ফর্দ্দেতে, পরীক্ষার এক২ বিষয়ে পদাকাঙ্ক্ষি এক২ জনের নামে যত অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লিখিবার আজ্ঞা করা উচিত।

17. It only remains for us to express a hope that you may find means of reducing your scheme to proportions less complicated and cumbersome, in order to preserve the public business from those delays and impediments that seem to us likely to ensue from striving to adhere to all the rules you may have devised. According to these, in addition to the large number of candidates who may be expected to seek admission into the Service, every member of the Service must be examined, and that not once or twice but at every step of his rise not only from division to division, but from class to class. Feeling the difficulty which must arise from the demand created by periodical examinations of large numbers of persons, upon the time and labor of our Civil Servants, who, if they do their duty to the people with the zeal which generally animates them, have no leisure whatever, you propose to call in the aid of the Senior Members of the Uncovenanted Service of Assistant Surgeons, Chaplains, Military Officers, and persons not in the employ of Government ; you may probably derive material assistance from these quarters, but we are nevertheless disposed to concur with the Board of Examiners, that considerable difficulty will be experienced " in providing committees who can devote the requisite time to the periodical examinations."

১৭। এখন আমারদের লিখিবার বাকী কেবল এই। তুমি যে সকল বিধির কল্পনা করিয়াছ তদনুসারে অতিদৃঢ়মতে কার্য্য হইলে, বোধ হয় সরকারী কর্ম্মের অনেক বাধা ও বিলম্ব হইতে পারে, তাহা না হয় এই কারণে তোমার সেই নিয়ম আরো সহজ ও অনায়াসসাধ্য করিবার উপায় হইতে পারিবেক আমারদের এই আশা। সেই নিয়মানুসারে, বহু লোক সরকারী কর্ম্মে ভর্ত্তি হইতে চেষ্টা করিবেন তদ্ভিন্ন সরকারী কর্ম্মের প্রত্যেক জনের পরীক্ষা দিতে হইবেক, তাহাও একবার কি দুইবার নয়, কিন্তু এক ভাগ হইতে অন্য ভাগে ও এক শ্রেণীহইতে অন্য শ্রেণীতে উঠিতে চাহিলে পদে২ পরীক্ষা দিতে হইবেক। বহু লোকেরদের পরীক্ষা নিরূপিত সময়ান্তরে করিতে হইলে, আমারদের চিহ্নিত কার্য্যকারক সাহেবেরদের অনেক সময় হরণ ও পরিশ্রম বৃদ্ধি হয়, অথচ তাঁহারা সাধারণমতে যে উদ্যোগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, সেই উদ্যোগক্রমে লোকেরদের নিকটে আপনারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকিলে তাঁহারদের কিছুমাত্র অবকাশ হইবেক না। ইহাতে যে ক্লেশ হয় তাহা বুঝিয়া তোমার এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, অচিহ্নিত প্রধান২ কার্য্যকারকেরদের ও আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকেরদের ও ধর্ম্মোপদেশকেরদের ও সেনাপতি সাহেবেরদের ও যাঁহারা সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত নহেন এমত লোকেরদের সাহায্য লওয়া যায়। তাঁহারদের স্থানে তোমার অনেক গুরুতর সাহায্য হইতে পারে বটে, তথাপি পরীক্ষক বোর্ডের সাহেবেরদের ন্যায় আমারদেরও এই বিবেচনা হইতেছে, "নিরূপিত সময়ের পরীক্ষা লইবার জন্যে যাঁহারা উপযুক্ত সময় দিতে পারেন এমত লোকেরদের কমিটি নিরূপণ করা" বড় কঠিন হইবেক।

18. We have already stated that we do not approve of the remedy for this difficulty proposed by the Board of Examiners of dispensing with the initiatory examination. It would be a preferable plan in our judgment to dispense with some of the subsequent examinations. By means of ordinary discernment and strict supervision assisted by the register of the official career of every member of the Uncovenanted Service, which you propose to adopt, no

১৮। এই কঠিন কার্য্য এড়াইবার জন্যে পরীক্ষক বোর্ডের সাহেবেরদের এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, প্রথম স্কুলের পরীক্ষা ত্যাগ করা যাউক। কিন্তু ইহাতে আমরা সম্মত নহি, এই কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। বরং তৎপরের কোন২ পরীক্ষা ত্যাগ করা আমারদের বিবেচনায় ভাল হয়। অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের প্রত্যেক জন যে প্রকারে সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহার এক রেজিষ্টর রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছ। সেই রেজিষ্টরের সহযোগে, সাধারণ বিবেচনা ও দৃঢ়-

Heads of Offices should experience any difficulty in ascertaining the character and qualifications of individuals in the public employ, and in confidently deciding upon their claims to promotion. We may further observe that, as was to be expected, we have occasionally noticed in the reports which have come before us, complaints on the part of Officers of experience and judgment, that examinations to qualify for promotion have operated prejudicially for the Public Service, by inducing expectant examinees to neglect their official duties, in order that they might attend the more closely to their preparation for examination.

19. We entirely concur in the views expressed in the following extracts from the Minutes of the Hon'ble W. Elliot, dated the 21st of March 1856:—"If candidates are preferred strictly according to "the scheme laid down in paragraph 16,* the basis "of selection will be greatly narrowed. Few of "the Mofussil servants have had an opportunity "of becoming acquainted with the subjects con"tained in the 'non-essential' list even under the "head of 'essential,' although many possess a prac"tical knowledge of English, they do not speak or "write it with purity or grammatical accuracy: "again although excellent Accountants and Book"keepers, they have not been instructed according "to European Rules; under such circumstances, "the number who will be able to appear at the first "examination will be small and the limitation of "age being only 22 years, it is easy to foresee that "the successful candidates must be young men pos"sessing attainments which can only be acquired "at the Presidency.

"I admit the advantage, nay the obligation for "obtaining the best men for the new appointments, "and I allow that a competitive examination af"fords the best means available for appreciating "the merits of untried men. But we have already "an extensive Native Service, estimated by the "Board of Revenue to contain 35,000 individuals not "a thousandth part of whom have had an opportuni"ty of qualifying themselves for the proposed tests. "It is not expecting too much to look for examples of "energy, ability and probity among so large a body "of men. There are many such. The Right Hon'"ble the President recommends that marks shall "be allowed for good conduct and for experience in "the transaction of business. But they will count "for little against the sum of those attainable un-

* Of letter from the Secretary to the Board of Examiners to the Secretary to Government, dated November 25th, 1855.

[*Government Gazette*, 12*th April*, 1859.]

মতের তফাবধারণ থাকিলে, সরকারী কর্ম্মকারক প্রত্যেক জনের চরিত্র ও গুণাগুণ নির্ণয় করিতে, ও তাঁহারদের উর্দ্ধ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতার কথা সাহসপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করিতে, নানা দফ্তরের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবেরদের প্রায় ক্লেশ হইতে পারিবেক না। আরো আমারদের এই বক্তব্য, আমারদের নিকটে যে২ রিপোর্ট পঁহুছিয়াছে তাহাতে বহু কালের বিচক্ষণ কর্ম্মকারক সাহেবেরদের এই আদ্দাস সময়ে২ দৃষ্ট হইয়াছে যে, উচ্চ পদ পাইবার জন্যে যে পরীক্ষা দিতে হয় তাহাতে সরকারী কার্য্যের কিছু হানি হইতেছে, কেননা যাঁহারা পরীক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা পরীক্ষার নানা বিদ্যাদি অধিক মনোযোগপূর্ব্বক অনুশীলন করিতে পারেন, এই নিমিত্তে আপনারদের সরকারী কর্ম্মেতে শৈথিল্য প্রকাশ করেন। বস্তুত এমন ফল সম্ভাবনা বটে।

১৯। শ্রীযুত অনরবিল ডবলিউ এলিয়ট সাহেবের ১৮৫৬ সালের ২১ মার্চ তারিখের মন্তব্য কথাহইতে গৃহীত নীচের লিখিত কথার মধ্যে তাঁহার যে অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে আমারদের সম্পূর্ণরূপে সম্মতি আছে। বিশেষতঃ "১৬ দফাতে * যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে দৃঢ়মতে কার্য্য করিয়া যদি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদিগকে গ্রাহ্য করিতে হয়, তবে যে২ গুণাদি বুঝিয়া তাঁহারদিগকে মনোনীত করা যায় তাহা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইবেক। নিতান্ত আবশ্যক নয় বলিয়া যে২ বিদ্যাদির ফর্দ্দ করা গিয়াছে তাহা অবগত হইবার সুযোগ মফঃসলে কতিপয় জন কার্য্যকারকের হইয়াছে। ও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যেও ইঙ্গরেজী ভাষা, যাহাতে কার্য্য চলিতে পারে এইপর্য্যন্ত অনেক লোক জানিয়া থাকিবেন, কিন্তু পরিষ্কাররূপে কিম্বা ব্যাকরণের সূত্রক্রমে শুদ্ধরূপে তাহা লেখাপড়া করিতে পারেন না। আরো খাতাবহী রাখিতে ও হিসাব করিতে যদিও নিপুণ বটেন, তথাপি তাহা ইঙ্গরেজী বিধিমতে শিক্ষা করেন নাই। এমত হওয়াতে, প্রথম পরীক্ষা হইবার কালে কএক জনমাত্র উপস্থিত হইতে পারিবেন, অথচ ২২ বৎসরের অধিক বয়সের লোকের উপস্থিত হইবার অনুমতি না হওয়াতে, কেবল রাজধানীতে যে বিদ্যাপ্রাপ্ত হওয়া যায় এমত বিদ্যা শিক্ষিত যুবা লোক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, ইহা বলা কঠিন নয়।

কোন পদে নূতন লোককে নিযুক্ত করিলে, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম লোককে মনোনীত করা ভাল বরং আবশ্যক, ইহা স্বীকার করি। ও যাঁহারদের কর্ম্ম না দেখা গিয়াছে তাঁহারদের গুণাগুণ নির্ণয় করিবার জন্যে পরীক্ষা লওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায় তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু এখনও সরকারী কর্ম্মে এদেশীয় অনেক লোক আছেন। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাঁহারদের সংখ্যা ৩৫০০০ ধরিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারদের মধ্যে যাঁহারা প্রস্তাবিত পরীক্ষা দিবার জন্যে উপযুক্ত হইতে পারিয়াছেন ১০০০ জনের মধ্যে এমত এক জনকেও প্রায় পাওয়া যাইবেক না। এত লোকের মধ্যে উদ্যোগশালি ও কর্ম্মক্ষম ও সত্যবাদি কএক জনকে অবশ্য পাওয়া যাইবেক এমত অপেক্ষা করা অতিরিক্ত নহে। এমত অনেক লোক আছেন। সদাচারের ও বহু কাল কার্য্য করিবার অনুশীলনের নিমিত্তেও অঙ্ক দেওয়া যায় শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট

* অর্থাৎ গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নামে পরীক্ষক বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার ১৬ দফাতে।

der the greater number of heads enumerated in "paragraph 16. Such persons will be for the most "part excluded.

"In the present state of native society the choice "must lie between the few possessed of scholastic "acquirements without experience, and the many of "proved capacity for business without an academic "education.

"I believe the balance of usefulness will be found "to be in favor of the latter.

"Men are required to relieve the Heads of Of-"fices from work of detail which they are now com-"pelled to perform themselves. They want persons "ready to undertake business, not to learn how to "do it first."

20. We desire that you will take into your early consideration the bearing of the foregoing remarks upon certain features of your scheme of examination, especially upon such portions of them as refer to the rule prescribing a knowledge of English as an indispensable qualification for appointment to offices of all kinds, paid at a higher rate than 50 Rupees a month, and that which permits an alternative of qualification under either the second or third branch of the test, and that as the question of the examination of Uncovenanted Servants throughout India has been for some time under the consideration of the Governor General in Council, you will report your proceedings on the subject to the Supreme Government, to whom a copy of this Despatch will be transmitted.

DRAFT OF ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 2ND APRIL 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 26th March 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 6th of June next:—

A Bill to regulate the appointment, employment, and dismissal of Village Watchmen in the Territories under the Government of the Lieutenant-Governor of Bengal.

[Preamble.]

Whereas it is expedient to regulate by enactment the administration of the rural police; It is enacted as follows:—

[Number of village watchmen.]

I. In default of any special rule or custom, the requisite number of village watchmen shall be held to be one watchman for every hundred houses. Where villages are small and scattered so that one

সাহেব এমত পরামর্শ দিয়াছেন বটে, কিন্তু ১৬ দফাতে যে অনেক বিদ্যাদি গণ্য হইয়াছে তাহাতে যত অল্প পাওয়া যাইতে পারিবেক, তাহার কাছে ঐ সদাচার-প্রভৃতির অল্প অল্পই জ্ঞান হইবেক। তদ্রূপ অধিকাংশ লোককে ত্যাগ করা যাইবেক।

এদেশীয় লোকেরদের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া, যাঁহারা কখন কর্ম্ম না করিয়া ইস্কুলের শিক্ষিত বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এমত কতিপয় জন, ও যাঁহারা ইস্কুলের শিক্ষিত বিদ্যাপ্রাপ্ত না হইয়া কর্ম্মের ক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছেন এমত বহু জন, এই দুই প্রকারের লোকহইতে লোককে মনোনীত করিতে হইবেক।

ঐ দুই প্রকারের লোককে তুলনা করিলে, বোধ হয় শেষোক্ত প্রকারের লোকেরা কর্ম্মোপযোগী প্রকাশ হইবেন।

নানা দফ্তরের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবেরদের যে সকল বিস্তারিত কর্ম্ম এইক্ষণে স্বহস্তে করিতে হয় তাহার কিছু কর্ম্ম যাঁহারা করিয়া তাঁহারদের সাহায্য করিতে পারেন এমত লোকের প্রয়োজন আছে। যাঁহারা কর্ম্ম হাতে লইয়া নির্ব্বাহ করিতে পারেন এমত লোকের প্রয়োজন, যাঁহারদের সেই কর্ম্ম করিবার নিয়ম প্রথমে শিক্ষা করিতে হয়, এমত লোকের নয়।"

২০। তোমার পরীক্ষা লইবার নিয়মের কোন২কথার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য কথার যেপর্য্যন্ত সম্পর্ক থাকে তাহা তুমি ত্বরায় বিবেচনা কর আমারদের এই বাসনা। বিশেষতঃ যে২ পদের ৫০৲ টাকার অধিক বেতন হয় এমত কোনপ্রকারের পদে কোন লোক ইঙ্গরেজী ভাষা না জানিলে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না, এই কথা, ও পরীক্ষার হয় দ্বিতীয় বিষয়ে, না হয় তৃতীয় বিষয়ে যোগ্য হইবার অনুমতি ঐ বিধির যে২ অংশে আছে তাহা পুনর্ব্বিবেচনা কর। ভারতবর্ষের সকল স্থানে অচ্ছিত কার্য্যকারকেরদের পরীক্ষার কথা হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর বহু কাল বিবেচনা করিয়াছেন, অতএব এই বিষয়ে তুমি যে সকল কার্য্য কর তাহার রিপোর্ট সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের নিকটে কর। এই পত্রের এক কেতা নকল তাঁহার নিকটে পাঠান যাইতেছে।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২ আপ্রিল।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা আগামি জুন মাসের ৬ তারিখের পর তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের অধীন দেশে গ্রামের চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত করিবার ও তাহারদের কর্ম্মের ও তাহারদিগকে তগীর করিবার বিধি করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

মফঃসল দেশের পোলীসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার বিধানের আইন করা বিহিত, এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[গ্রামে২ যত জন চৌকীদার থাকিবেক তাহার কথা।]

১ ধারা। কোন বিশেষ বিধি কি দাঁড়া যে স্থলে না থাকে সেই স্থলে গ্রামের চৌকীদারের সংখ্যা এই হিসাবে ধরিতে হইবেক, অর্থাৎ এক২ শত ঘরের এক২ জন চৌকীদার। ক্ষুদ্র২ গ্রামেতে ঘরসকল অধিক

man cannot watch one hundred houses, the number of watchmen relatively with the number of houses may be increased by the Magistrate with the approval of the Commissioner; provided always that a watchman shall not be appointed to fewer than sixty houses.

[Nomination of village watchmen.]

II. The nomination of village watchmen shall rest with those who have heretofore nominated them, whether Zemindars, Gomastahs, or village headmen, or villagers. If they fail to nominate on the requisition of the Magistrate, or if their nomination shall be disapproved by the Magistrate, and shall not be cancelled on requisition by the Magistrate, the Magistrate shall nominate, and his nomination shall be final.

[Responsibility of appointing or paying watchmen, if disputed, by whom to be determined.]

III. If it be disputed with whom the responsibility of appointing, or of paying a village watchman lies, the Magistrate, after hearing all the parties concerned, shall determine. The decision of the Magistrate shall be open to appeal within thirty days to the Commissioner, whose decision shall be final.

[Remuneration of watchmen.]

IV. The proper pay of a village watchman shall be held to be not more than five, and not less than three Rupees per mensem. Whatever has been the nature of the remuneration of a watchman, whether by land, or money, or clothes, or grain, the nature of such remuneration shall not be changed without the consent of the payers, but the Magistrate shall encourage payment in money, and whatever the nature of the remuneration, the total value of the same shall not be less than three Rupees per mensem for each watchman.

[If remuneration falls short of three Rupees per mensem.]

V. If the sum hitherto paid by the inhabitants of a watchman's beat does not amount to three Rupees per mensem, the Magistrate may cause the parties responsible to make good that sum, or may amalgamate such watchman's beat with the beat of another watchman or other watchmen, and make the pay of the watchman dispensed with payable to such other watchman or to such other watchmen in such portions as may appear proper. The decisions of a Magistrate under this Section shall not be appealable by right to the Commissioner, but the Commissioner shall have authority to call for the Magistrate's proceedings in any such cases in which he may see cause to interfere, and to pass such orders as he may deem proper.

ফাক২ থাকাতে যদি এক জন এক শত ঘরের চৌকী দিতে না পারে, তবে যত ঘর থাকে তাহার [illegible]কা মাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিশনর সাহেবের অনুমতি লইয়া অধিক চৌকীদারকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু ষাইট ঘরের কমে এক জন চৌকীদার নিযুক্ত না হয় ইতি।

[গ্রামের চৌকীদারদিগকে মনোনীত করিবার কথা।]

২ ধারা। গ্রামের চৌকীদারদিগকে যাঁহারা মনোনীত করিয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ জমীদার হউন কি গোমাশ্তা কি মোড়ল কিম্বা গ্রামের লোকেরাই হউক, তাঁহারদের উপর ঐ মনোনীত করিবার ভার থাকিবেক। তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম পাইয়া যদি চৌকীদারকে মনোনীত না করেন, কিম্বা যাহাকে মনোনীত করেন তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি অগ্রাহ্য করেন, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম পাইয়া যদি তাঁহারা সেই লোককে ত্যাগ না করেন, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক জনকে মনোনীত করিবেন, ও তিনি যাহাকে মনোনীত করেন সে বহাল থাকিবেক ইতি।

[চৌকীদারকে নিযুক্ত করিবার কি তাহার বেতন দিবার ভার যাঁহার উপর থাকে এই কথা লইয়া বিবাদ হইলে যাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক তাহার কথা।]

৩ ধারা। গ্রামের চৌকীদারকে নিযুক্ত করিবার কিম্বা তাহার বেতন দিবার ভার কাহার উপর থাকে, এই কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ের সম্পর্কীয় সকল লোকের কথা শুনিয়া সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর ত্রিশ দিনের মধ্যে কমিশনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক। কমিশনর সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[চৌকীদারদিগের মেহনতানা।]

৪ ধারা। গ্রামের চৌকিদারের উপযুক্ত বেতন মাসে পাঁচ টাকার অধিক নয় ও তিন টাকার কম নয়, এমন হিসাবে ধরিতে হইবেক। চৌকীদার যে কোন প্রকারে মেহনতানা পাইয়া থাকে, অর্থাৎ জমীতে কি টাকাতে কি বস্ত্রেতে কি শস্যেতে হউক, সেই প্রকারে পাইতে থাকিবেক ও যাঁহারা সেই মেহনতানা দেন তাঁহারদের অনুমতিবিনা ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবেক না। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগদ দিতে প্রবৃত্তি দিবেন। মেহনতানা যে প্রকারে দেওয়া যাউক এক২ জন চৌকীদার যাহা পায় তাহার মূল্য মাসে তিন টাকার কম হইবেক না ইতি।

[মেহনতানা মাসে তিন টাকার কম হইলে তাহার বিধি।]

৫ ধারা। কোন চৌকীদারের পাড়ানিবাসি লোকেরা যত দিয়া আসিতেছে তাহা যদি মাসে তিন টাকা না হয়, তবে তাহার মেহনতানা দিবার ভার যাঁহারদের উপর থাকে তাঁহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ পূরা বেতন দিতে আজ্ঞা করিবেন। অথবা তাহার পাড়া অন্য এক কি অধিক জন চৌকীদারের পাড়ার শামিল করিয়া দিবেন। ও যে চৌকীদারকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় তাহার বেতন সেই অন্য চৌকীদারকে দেওয়াইবেন, কিম্বা অধিক চৌকীদার হইলে তাহারদের মধ্যে ঐ বেতন যত উচিত বোধ করেন তত করিয়া বাঁটিয়া দিবেন। এই ধারামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করেন তাহার উপর হক বলিয়া কমিশনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক না, কিন্তু কমিশনর সাহেব যদি সেই প্রকারের কোন স্থলে হস্তক্ষেপ করিবার কারণ বুঝেন, তবে তিনি সেই স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে সকল রুবকারী হইয়াছে তাহা তলব করিয়া যাহা উচিত বোধ করেন এমত হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[Punchayet.]

VI. In places where the village watchmen are paid by the inhabitants, circles of villages shall be formed comprising about one thousand houses, and in every circle there shall be a Punchayet of five respectable persons, to be elected every third year by the inhabitants. If any member of a Punchayet shall die, or resign, or become disqualified, his place shall be filled up by the election of another person by the inhabitants.

[Assessment of cess.]

VII. The Punchayet shall determine the cess necessary for the payment of the village watchmen, and shall cause a statement of the sum payable by each inhabitant to be prepared and forwarded to the Thannah where it shall be hung up in a conspicuous place for fifteen days. Any party dissatisfied with the assessment imposed on him may appeal to the Magistrate whose order shall be final.

[Collection of tax.]

VIII. *Clause* 1. The Punchayet shall collect the tax monthly, and pay it to the watchmen, and forward their receipts to the Darogah. If any party fail to pay the tax assessed on him for the period of two months, the Punchayet shall, through the Darogah, report the defaulter to the Magistrate. The Magistrate shall issue a summons to the defaulter to appear in person before him, and show cause why attachment should not issue. Should the party fail to appear, or appearing, fail to show good cause for not paying the arrear, the Magistrate shall, by warrant to the Darogah of Police to whom such watchman may be subordinate, cause the amount due, with costs, to be recovered by distress and sale of any goods and chattels belonging to or found on the premises of the defaulter.

[If defaulter be an absentee land-holder.]

Clause 2. Or if, by reason of the defaulter being an absentee land-holder, the realization of the arrear by means of summons and attachment is impracticable, it shall be competent to the Magistrate to call on the Collector to levy the arrear, and the Collector shall levy the sum called for by the Magistrate as he would levy an arrear of revenue due by such absentee land-holder. There shall be no appeal of right from the orders of a Magistrate under this Section, but they shall be subject to the review of the Commissioner as provided for in Section V.

[Appointment of one or more watchmen may in certain cases be dispensed with.]

IX. It shall be lawful for a Magistrate, when he may consider it conducive to the efficiency of the Police, to dispense with the appointment of one or more watchmen, and to cause the money leviable as the pay of the watchman or watchmen dispensed with to be paid to another watchman with a view to

[পঞ্চায়তের কথা।]

৬ ধারা। যে২ স্থলে গ্রামনিবাসি লোকেরা চৌকীদারের বেতন দিয়া থাকেন সেই২ স্থলে যাহাতে সর্ব্বসুদ্ধ কম বেশ এক হাজার ঘর হইতে পারে এমত কএক গ্রাম জুটিয়া এক২ ডিহি হইবেক ও প্রত্যেক ডিহিতে ভদ্র পাঁচ জনকে লইয়া পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইবেন। গ্রামের লোকেরা তিন২ বৎসরান্তর নূতন পঞ্চায়ত মনোনীত করিবেন। ইহার মধ্যে যদি পঞ্চায়তের কোন লোক মরেন কিম্বা কর্ম্ম ত্যাগ করেন কি কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন তবে গ্রামের লোকেরা তাঁহার স্থানে অন্য লোককে মনোনীত করিয়া ভর্ত্তি করিবেন ইতি।

[টাক্স বসাইবার কথা।]

৭ ধারা। চৌকীদারেরদের বেতনের জন্যে যত টাক্স ধরিতে হইবেক তাহা পঞ্চায়ত নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও গ্রামনিবাসি লোকেরদের যাহার যত দিতে হইবেক তাহার এক ফর্দ্দ করিয়া থানাতে পাঠাইবেন। ও সেই ফর্দ্দ পনের দিনপর্য্যন্ত থানার কোন প্রকাশ স্থানে লট্‌কান থাকিবেক। কোন লোকের উপর যত টাক্স বসান গেল তাহাতে সেই লোক সন্তুষ্ট না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আপীল করিতে পারিবেক তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[টাক্স আদায়ের কথা।]

৮ ধারা।—১ প্রকরণ। পঞ্চায়ত মাসে২ টাক্স আদায় করিয়া চৌকীদারদিগকে দিবেন ও তাহারদের রসীদ দারোগার নিকটে পাঠাইবেন। যাহার উপর যে টাক্স বসান যায় সে যদি দুই মাসপর্য্যন্ত ঐ টাক্স না দেয় তবে পঞ্চায়ত দারোগার দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সেই বাকীদারের নামের রিপোর্ট করিবেন। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ বাকীদারের হাজির হইবার জন্যে ও ক্রোকের পরওয়ানা জারী না হয় ইহার কারণ দেখাইবার জন্যে তাহার নামে সমন জারী করাইবেন। যদি সেই লোক হাজির না হয়, কিম্বা হাজির হইয়া ঐ বাকী পাওনা না দিবার উপযুক্ত কারণ না জানায়, তবে ঐ চৌকীদার পোলীসের যে দারোগার তাবে থাকে তাহার নামে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দিয়া ঐ বাকীদারের যে কোন দ্রব্য ও জিনিস পাওয়া যায় কিম্বা তাহার বাড়ীতে যাহা পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ বাকী পাওনা খরচাসমেত আদায় করিতে হুকুম করিবেন।

[বাকীদার বিদেশগত জমীদার হইলে তাহার কথা।]

২ প্রকরণ।—অথবা সেই বাকীদার যদি ভূম্যধিকারী হন ও উপস্থিত না থাকাতে যদি সমন দিয়া ও ক্রোক করিয়া বাকী আদায় হইতে না পারে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টর সাহেবকে সেই বাকী আদায় করিতে আদেশ করিবেন তাহাতে কালেক্টর সাহেব সেই অনুপস্থিত ভূম্যধিকারির বাকী মালগুজারী যে প্রকারে আদায় করিতেন সেই প্রকারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যত পাওনা তলব করেন তাহা আদায় করিবেন। এই ধারামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করেন তাহার উপর হক বলিয়া কোন আপীল হইবেক না। কিন্তু ৫ ধারাতে যেমন হুকুম হইয়াছে তেমনি কমিস্যনর সাহেব ঐ হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে পারিবেন ইতি।

[কোন২ স্থলে এক কি অধিক জন চৌকীদারকে ছাড়াইয়া দিবার কথা।]

৯ ধারা। পোলীসের কর্ম্ম আরো সফলরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহা বোধ করিলে, এক কি অধিক জন চৌকীদারের নিযুক্ত করা নিবৃত্ত করিতে পারিবেন, ও তাহার কি তাহারদের বেতনের নিমিত্তে যত টাকা আদায় হইত, তাহা লইয়া অন্য চৌকীদারের বেতন বৃদ্ধির জন্যে ও তাহাকে সর-

the increase of the pay of such watchman, and to his appointment as a head watchman.

[Magistrate may collect watchmen of several villages to form a watch-post.]

X. It shall be lawful for a Magistrate, whenever he may consider it needful to collect the watchmen of several contiguous villages or beats in order to the establishment of a watch-post, and to make one of the watchmen so collected head of the watch-post, and to place several contiguous villages or beats under such head watchman, and to make such head watchman and the watchmen placed under him, answerable for the peace of all the villages or beats included in the tract of country under such watch-post.

[Removal of watchmen.]

XI. Should the parties responsible for the appointment of a watchman desire the removal of an incumbent, and the appointment of another watchman in his place, they shall apply to the Magistrate, either through the Darogah of Police, or direct, and the Magistrate shall comply with their request, or reject the application, as he may think proper, and his order shall be final. It shall be competent to a Magistrate, whenever he may think it necessary, to dismiss a village watchman from employment, and to direct the parties responsible, to appoint another watchman in the room of the watchman dismissed, and his order shall be final.

[Punishment for watchmen guilty of neglect or misconduct.

XII. Any village watchman who may be convicted before a Magistrate of any wilful neglect or misconduct in the discharge of his duty as a Police Officer, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees, or to imprisonment with or without hard labor for a period not exceeding one month, or to both, provided that he shall not be so liable if he shall have been punished for the same act as a criminal offence. Provided further that punishment for neglect shall not bar prosecution for a criminal offence should it be found that a village watchman, besides neglecting his duty as a watchman, has committed a criminal offence.

[Remuneration of collecting Officers.]

XIII. It shall be lawful for a Magistrate to cause such a percentage from the aggregate sum collected for the pay of watchmen as shall suffice to pay the Officers necessary to make the collections, conduct the disbursements, and keep the accounts to be set apart for that purpose.

[Magistrate may assign any of his duties under this Act to a Joint, Deputy, or Assistant Magistrate.]

XIV. It shall be lawful for the Magistrate to

দার চৌকীদার করিবার জন্যে তাহাকে দেওয়াইবেন ইতি।

[অনেক গ্রামের চৌকীদারদিগকে একত্র করিয়া চৌকীঘর করিবার কথা।]

১০ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন প্রয়োজন জ্ঞান করেন তখন নিকট২ অনেক গ্রামের কি পাড়ার চৌকীদারদিগকে একত্র করিয়া চৌকীঘর করিতে পারিবেন ও সেই প্রকারের একত্র করা চৌকীদারেরদের এক জনকে সরদার করিতে পারিবেন ও ঐ চৌকীঘরের তাবের মহল্লার মধ্যে যত গ্রাম কি পাড়া থাকে সেই সকলের শান্তি রক্ষার জন্যে ঐ সরদারকে ও তাহার তাবের চৌকীদারদিগকে দায়ী করিবেন ইতি।

[চৌকীদারদিগকে তগীর করিবার কথা।]

১১ ধারা। চৌকীদারকে নিযুক্ত করিবার ভার যাহারদের প্রতি থাকে তাঁহারা যদি কোন চৌকীদারকে তগীর করিয়া তাহার স্থানে অন্য চৌকীদারকে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা হয় পোলীসের দারোগার দ্বারা, না হয়, একেবারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহারদের প্রার্থনামতে করিবেন কিম্বা উচিত বোধ করিলে তাঁহারদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন, ও তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন আবশ্যক জ্ঞান করেন তখন গ্রামের কোন চৌকীদারকে তগীর করিতে পারিবেন, ও চৌকীদারকে নিযুক্ত করিবার ভার যাঁহারদের প্রতি থাকে তাঁহারদিগকে ঐ চৌকীদারের স্থানে অন্য জনকে নিযুক্ত করিতে হুকুম করিতে পারিবেন ও তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[চৌকীদারেরা শৈথিল্য কি অসদাচার করিলে তাহারদের দণ্ডের কথা।]

১২ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক হইয়া তাহার যে কর্ম্ম করা উচিত এমত কোন কর্ম্মেতে সে জানিয়াশুনিয়া কসুর করিয়াছে কিম্বা অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যদি গ্রামের কোন চৌকীদারের এমত দোষ সাব্যস্ত হয় তবে সে চৌকীদারের বিশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক, কিম্বা কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা এক মাসপর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিবেক, কিম্বা তাহার উভয় দণ্ড হইতে পারিবেক। পরন্তু যদি ফৌজদারী দোষ বলিয়া সেই অপরাধের জন্যে তাহার দণ্ড হইয়া থাকে, তবে তাহার ঐ জরীমানা কি কয়েদ হইবেক না। আরো সেই লোক যদি আপন চৌকীদারী কর্ম্মেতে কসুর করিয়া তদ্ভিন্ন ফৌজদারী অপরাধও করিয়াছে, তবে সেই কসুরের নিমিত্তে তাহার দণ্ড হইয়াছে বলিয়া, সেই ফৌজদারী অপরাধের কারণে তাহার নামে নালিশ হইবার বাধা হইবেক না ইতি।

[যাহারা বেতন আদায় করে তাহারদের মেহনতানা।]

১৩ ধারা। চৌকীদারেরদের বেতনের টাকা আদায় ও খরচ করিতে ও তাহার হিসাব রাখিতে যে কর্ম্মকারকদিগকে রাখিতে হয় তাহারদের বেতন যত কুলায় তত টাকা, মাজিষ্ট্রেট সাহেব চৌকীদারেরদের বেতনের জন্যে আদায়করা সকল টাকার উপর শতকরা হিসাবে ধরিয়া আলাহিদা রাখিতে হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই আইনমতের কর্ম্মের ভার জাইন্ট কি ডেপুটী কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে দিবার কথা।]

১৪ ধারা। এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

assign any of his duties under this Act to a Joint, or Deputy, or Assistant Magistrate.

[Appointment of Commissioners.]

XV. It shall be lawful for the Government of Bengal, to appoint a Commissioner or Commissioners for settling the liabilities of land-owners, headmen, villagers, &c., in respect to the appointment of village watchmen under this Act, and to vest such Commissioner or Commissioners with the powers of a Magistrate in that behalf.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

যে২ কর্ম্ম করিতে হয় তাহার মধ্যে কোন কর্ম্ম তিনি কোন জাইণ্ট কি ডেপুটী কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

[কমিস্যানরদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।]

১৫ ধারা। এই আইনমতে গ্রামের চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত করিবার কার্য্যসম্পর্কে গ্রামের মালিকের কি মণ্ডলের কি গ্রামের লোকপ্রভৃতির যে দায় আছে তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবার জন্যে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট এক কি অধিক জন কমিস্যানরকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মের নিমিত্তে সেই কমিস্যানরকে কি কমিস্যানরদিগকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিতে পারিবেন ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. — গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

LAND ADVERTISEMENTS. — ভূমিবিষয়ক ইশ্‌তিহার।

জিলা পূরণিয়া।

ইহাতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা পূরণিয়ার নীচের লিখিত মহাল মালগুজারীর বাকীর জন্যে ১৮৫৯ সালের আপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৬ সালের ১৪ বৈশাখ মঙ্গলবারে ঐ জিলার কালেক্টরী কাছারীতে বিনা ওজরে নীলাম হইবেক।

বাঙ্গলা সন যে স্থানে চলে।

প্রথম শ্রেণী। ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

৪২৮ নম্বর। মৌজা বঙ্গানওয়ান ও হাঁসখোয়াড় পরগনে ফতেপুর সিংহিয়া। লিখিত মালিক বিশ্বনাথ ঝা ও আলমচাঁদ ওগয়রহ। সদর জমা ১৮৪ ।/৮ টাকা।

ফসলী সন যে স্থানে চলে।

প্রথম শ্রেণী। ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

৯ নম্বর। মিলিক বাজেয়াপ্তী আনন্দবিলাস পরগনে ধর্ম্মপুর লিখিত মালিক ছলাস মাঝী নীলামের খরীদার। সদর জমা ৭৯ ।৵৭ টাকা।

২৬ নম্বর। মৌজা ধূমদহ জিলা বীরনগর পরগনে ঐ লিখিত মালিক হেমনারায়ণ সিংহ। সদর জমা ৫৯ ।১ টাকা

৫৩ নম্বর। চকলা ফকরাণা মৌজা মাকনাহা। জিলা ঐ। পরগনে ঐ। লিখিত মালিক মসম্মৎ আমিরুন্নিসা বেগম। সদর জমা ৭৮॥৵৭ টাকা।

১০৩ নম্বর। মৌজা ধূমদহ। জিলা ঐ। পরগনে ঐ। লিখিত মালিক জওয়াহির সিংহ ওগয়রহ। সদর জমা ৭৪৸৶৩ টাকা।

T. WATSON, *Asstt. Collector in Charge.*

জিলা চব্বিশপরগনা।

সন ১৮৪৫ সালের প্রথম আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা চব্বিশপরগনার নীচের লিখিত মহালাত মালগুজারির বাকী বাবত ইংরেজী সন ১৮৫৯ সালের ৩০ আপ্রিল মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৬ সাল ১৮ বৈশাখ রোজ শনিবার ঐ জেলার কালেক্টরী কাছারীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরেজী সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ৮ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৬৫ সাল তারিখ ২৭ চৈত্র।

প্রথম শ্রেণী এস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

৮১ নং তৌং পঃ মাগুরা মৌজে ভবানীপুর লিখিত মালিক কালীধন বন্দ্যোপাধ্যায় সদর জমা কোং ৩৭১৶২

চতুর্থ শ্রেণী অন্য২ হালের বাকী মালগুজারীর বাবত যে২ মহাল নীলাম হইবেক।

১০২ নং পঃ মানপুরা কিং কাকুড়া ওং লিখিত মালিক সৌদামিনী দাসী সদর জমা কোং ৩৭২ ।৵০

২৮১ নং পঃ মেদনমল্ল কিং কন্দর্পপুর ওং লিখিত মালিক ঐ সদর জমা কোং ৫৯৭৸৶১

দ্বিতীয় শ্রেণী গএর বন্দোবস্তীহওয়া মহাল।

১৩৬৭ নং বিল দাঁতভাঙ্গা লিখিত মালিক হরিনারায়ণ ঘোষ ওং সদর জমা কোং ১১০০৶০

প্রথম শ্রেণী এস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

১৩৬৮। ৩ নং পঃ বুড়ন মৌজে বৈকুণ্ঠকারী লিখিত মালিক রায় প্রিয়নাথ চৌং ওং সদর জমা কোং৭৮৫ ।১০

দ্বিতীয় শ্রেণী গএর বন্দোবস্তীহওয়া মহাল।

১৪৬৭ নং ৬৭ নং লাট গাঁকদহ লিখিত মালিক সেখ মহামুদ গোলাম হোসেন হাজী ওং সদর জমা বিঃ রুসদী কোং ২০৬।

G. BRIGHT, *Offg. Collector.*

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১২ আপ্রিল।]

জিলা ঢাকা।

ইহাতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার নীচের লিখিত মহাল বাকী জমার নিমিত্তে ইংরেজী ১৮৫৯ সনের ২৫ এপ্রেল মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬৬ সনের ১৩ বৈশাখ তারিখে সোমবারে ঐ জেলার কালেক্টরী কাছারীতে বিনা ওজরে নীলাম হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ ইংরেজী তারিখ ১ আপরেল।

প্রথম শ্রেণী চিরকালের বন্দোবস্তহওয়া মহাল।

৮৯১৪ নং। চরজালনা কামতা। মালিক জালান বুহেমান। ও খোদেজা বিবি। মাদুরে মফীজদী খনকার। সদর জমা ১৮৪৸৬

C. F. Carnac, *Offg. Collector.*

জিলা মেদিনীপুর।

ইহাতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা মেদিনীপুরের নীচের লিখিত বক্ত বাকীর নিমিত্তে ইঙ্গরেজী সন ১৮৫৯ সালের ২৮ আপরেল মোতাবক বাঙ্গলা সন ১২৬০ সালের ১৬ বৈশাখ মওয়াফকে আমলি সন ১২৬৬ সালের ১৭ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতিবার এই জেলার কালেক্টরী কাছারীতে বিনা ওজর নীলাম হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ আপরেল।

চতুর্থ শ্রেণী অন্য মহালের বাকীর নিমিত্তে যে নীলাম।

গোলোকনাথ দাসের জায়দাদ পং খান্দার মৌজে কলস্কই গ্রামে বাস্তু বাটী সায় পুষ্করিণী লাখেরাজ আন্দাজী জমিন ১/ এক বিঘা সায় মর্ত্ত হকহকুক নীলাম হইবেক।

ঐ ব্যক্তির জায়দাদ উক্ত মৌজার বৈষ্ণবপাড়ায় রাধু দাসের যোত দরুন কালাজমিন মোওয়াজী ।৩ আট কাঠা হকহকুক নীলাম হইবেক।

ঐ ব্যক্তির জায়দাদ উক্ত মৌজার জল জমীন ১/ এক বিঘা হকহকুক নীলাম হইবেক।

ঐ ব্যক্তির জায়দাদ ঐ পরগনার মৌজে ধোয়া পলাস্যা গ্রামে আন্দাজী জমিন ১।০ এক বিঘা দশ কাঠা হকহকুক নীলাম হইবেক।

A. Elliot, *Offg. Collector.*

জিলা নদীয়া।

সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারাক্রমে ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা নদীয়ার নীচের লিখিত মহাল সন ১৮৫৯ সালের ২৮ মার্চপর্য্যন্ত বাকী মালগুজারির নিমিত্তে এবং চলিত আইন ও আক্টের দ্বারা অন্যান্য যে দাওয়া বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় হইবার হুকুম আছে তাহার নিমিত্তে সন ১৮৫৯ সালের ২৫ আপ্রিল তারিখ মোতাবক সন ১২৬৬ সালের ১৩ বৈশাখ তারিখে এ জেলার কালেক্টরী কাছারিতে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিনা বাধাতে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ৪ আপ্রিল।

মোং সন ১২৬৫ সাল তাং ২৩ চৈত্র।

প্রথম শ্রেণী।

২৮৭০ নং মৌং শ্রীনগর চাকলে শ্রীনগর মালিক নীলাম খরিদদার রঘুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সদর জমা ৭৪৸/৮৸ টাকা

C. E. Belli, *Offg. Collector.*

জিলা রাজশাহী।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা রাজশাহির মোতালক নীচের লিখিত মহালের সরকারী রাজস্ব আদায় জন্যে ইংরেজী ১৮৫৯ সালের ২ মেই মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬৬ সালের ২০ বৈশাখ সোমবার এই জেলার কালেক্টরী কাছারীতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ও নিতান্তই বিক্রয় হইবেক সন ১৮৫৯ ইং তাং।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

নং ১১৩৫

কিসামত গণশেড় পরগনা শুজানগর জমীদার কাশীনাথ চৌধুরী ও তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী সদর জমা ৫৬/২

F. S. Lushington, *Collector.*

জিলা পশ্চিম বৰ্দ্ধমান।

জেলা পশ্চিমাংশ বৰ্দ্ধমান মোকাম বাকুড়া।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা বৰ্দ্ধমান মোকাম বাকুড়ার নীচের লিখিত মহাল মালগুজারির বাকীর বাবৎ ইংরাজী সন ১৮৫৯ সালের ১৯ আপ্রিল মোতাবক সন ১২৬৬ সালের ৭ বৈশাখ মঙ্গলবার দিবসে এই জেলার কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল ১৪৫ নং হুজুরি মহল পুরুষোত্তমপুর ১ মৌজা মালিক নেহালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় সাকীম তেলিবেড়িয়া জমা ১৬৩৸০

দ্বিতীয় শ্রেণীর এস্তমরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল ৪৫৭ নং হুজুরি মহল পলাশডাঙ্গার আরাজি মালিক নীলমণি মুখোপাধ্যায় সাকীম পলাশডাঙ্গা জমা ৫॥৶১

J. S. Spankie, *Deputy Collector.*

জিলা ভুলুয়া।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ভুলুয়ার নীচের লিখিত মহাল বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তক সন ১৮৫৯ সনের ২৫ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৬৬ সনের ১৩ বৈশাখ রোজ সোমবার এ জিলার কালেক্টরী কাছারীতে বিনাওজর নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৯ তাং ৩০ মার্চ।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

২০০ নং হুজুরী মহাল চর লক্ষ্মী আবজল ফকিরামধ্যে লাখেরাজ জিং গিদ্ধেশ্বরী হাল তালুক পার্ব্বতী-সুমিত্রা গোলামমহিয়দ্দিন ওরফে গোলাম মাহামুদ ও সীতারাম বুদ্ধিমন্ত মালিক পার্ব্বতী সুমিত্রা গোলাম মহিয়-দ্দিন ওরফে গোলাম মাহামুদ ও সীতারাম বুদ্ধিমন্ত সদর জমা ১৩০৸৴৪

C. E. Lance, *Offg. Deputy Collector.*

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহাল মুরশিদাবাদ জেলার ঐ জেলার কালেক্টরীর কাছারীতে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে সন ১৮৫৯ সালের ২ মেই মোতাবক্ সন ১২৬৬ সালের ২০ বৈশাখ সোম-বার নীলামে উপস্থিত হইবেক।

শ্রেণী ১ কায়েমি বন্দোবস্তী মহাল।

৬০৫ নং কিশমত মৌজে কালিকাপুর পরগনে মুরারিপুর তালুক ৺ লক্ষ্মীগোবিন্দ দেব ঠাকুর ও লক্ষ্মী-জনার্দ্দন দেব ঠাকুর ও শ্রীধর দেবঠাকুর ও গুপ্ত গদাধর দেবঠাকুর সেবাইত দয়াময়ী দাস্যা সদর জমা ১৯৬৸/ ১১

W. Morris Beaufort, *Offg. Collector.*

জিলা বাকরগঞ্জ।

সন ১৪৫ সনের ১ প্রথম আইনের ৬ ধারাক্রমে ইহার দ্বারায় সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা বাকর-গঞ্জের নীচের লিখিত মহাল ১২৬৫ সনের লাং কিস্তী ফাল্গুণের বাকীর নিমিত্তে এবং চলিত আইন ও আক-টের দ্বারায় অন্য যেং দাওয়া বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় হইবার হুকুম আছে তাহার নিমিত্তে ইংরেজী ১৮৫৯ সনের ২৫ আপ্রিল মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬৬ সনের ১৩ বৈশাখ রোজ সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছা-রিতে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিনাবাধাতে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮২৯। ১ আপ্রিল মোং ১২৬৫ সন ২০ চৈত্র।

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

সাবেক নং ১৫৲৪ হাল নং ১৫৫৬ খারিজা পরগনে বোজরোগওমেদপুর কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য তালুক লিখিত মালিক মির মাহামুদ ছমী সদর জমা ৩৮৩।৶৭॥ কোম্পানি।

C. Limond, *Offg. Collector.*

জিলা ত্রিপুরা।

ইহাতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার এইং মহাল বাকী জমার নিমিত্তে ইংরেজী সন ১৮৫৯ সালের ২৬ আপ্রিল মোতাবকে সন ১২৬৬ সন বাঙ্গলার ১৪ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার ঐ জিলার কালেক্টরী কা-ছারীতে বিনা ওজরে নীলাম হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ ইং ২৯ মার্চ মোং ১২৬৫ তাং ১৭ চৈত্র।

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

১০৭১ নং পং মহবতপুর তাং লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মুং বৈদ্যনাথ রায় মালিক সূর্য্যমণি শাহা চন্দ্রমণি শাহা গোসাইদাস শাহা নাবালগ লক্ষ্মীকান্ত শাহা নাবালগ কমলাকান্ত শাহা নাবালগ সদর জমা ২১৪।৶৫

L. Barber, *Deputy Collector in Charge.*

জিলা দিনাজপুর।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরিভুক্ত নীচের লিখিত মহাল সদর মালগুজারির বাকীর দায়ে ইংরেজী ১৮৫৯ সালের ২৬ আপ্রিল মোতাবেক ১২৬৬ সালের ১৪ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার উক্ত কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজর নীলামে ধরা যাইবেক ইতি।

প্রথম শ্রেণী এস্তমরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

১৫১ নম্বর মৌজে কড়ই পরগনে করদহ মিলকিয়ত মজহরদ্দিন চৌধুরী সদর জমা ১২০৩৸৶৭

তারিখ ৪ আপ্রিল সন ১৮৫৯ ইংরেজী।

Fras. A. Elphinstone Dalrymple, *Collector.*

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্তিহার।

সুপ্রিম কোর্ট।

রিসিবর আফিস।

ইজারা।

রাজেন্দ্র দত্ত — বাদী।

চণ্ডীচরণ দত্তদিগর — প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ২৭ আপরেল বুধবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত জেমেশ ওএলচ সাহেব তাঁহার আফিসে ৺ কালীপ্রসাদ দত্তের ইষ্টেটের বস্তু জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি পরগনে চৌমহার মহালক লাট মহাদেব বাটী দুই গ্রাম নিজ মহাদেব বাটী ও দেবীপুরের ইজারার ডাক লইবেন যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হএন ঐ সময়ে রিসিবর আফিসে উপস্থিত হই-বেন ইতি।

আরং বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কোর্ট হৌউস।

রিসিবর আফিস তারিখ ৭ আপরেল ১৮৫৯ সাল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১২ আপ্রিল।]

SALT. নিমক।

মামকাবাড়ী হিসাব মৌজুদ নেমক মায় ৪ পরসেন্ট গোলাশুক্তি বাবৎ লাগাদ ৩১ মার্চ সন ১৮৫৯ সাল প্রত্যেক এজেন্সীর ও শালিখার গোলাজাতের।

এজেন্সীর নাম।		সন ১২৬০ সাল মোতাবক ইংরাজী ১৮৫৩।৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের	সন ১২৬১ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৪।৫৫ সাল	সন ১২৬২ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৫।৫৬ সাল	সন ১২৬৩ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৬।৫৭ সাল	সন ১২৬৪ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৭।৫৮ সাল	সন ১২৬৫ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৮।৫৯ সাল	মৌজুদ নেমকের একুন।
হিজলী।								
পাক্কা নেমক ঘাট রসুলপুর		০	০	০	১৫/	৯৪২/৩৸	০	৯৫৭/৩৸
ঐ কৃষ্ণনগর।		০	০	০	১,৯৩২/	৯৩,২২৮৸২	০	৯৫,১৬০৸২
ঐ রামনগর।		০	০	০	১,২৩,০৪৮৸০	১,৮২,৫৫৩৸৯	০	৩,০৫,৬০২॥৯
ঐ উত্তর কালীনগর।		০	০	০	০	১০,১৮৯॥৫॥	০	১০,১৮৯॥৫॥
ঐ পুরীঘাট।		০	০	০	০	৩৩,০০৪/	০	৩৩,০০৪/
	একুন।	০	০	০	১,২৪,৯৯৫৸০	৩,১৯,৯১৮॥০।	০	৪,৪৪,৯১৪।০।
তমলুক।								
পাক্কা নেমক ঘাট নারায়ণপুর।		০	০	০	০	৬,৫৬১।৮॥/	০	৬,৫৬১।৮॥/
	একুন।	০	০	০	০	৬,৫৬১।৮॥/	০	৫,৬৬১।৮॥/
২৪ পরগনা।								
পাক্কা নেমক ঘাট্ তোনা।		০	০	০	৭৪৩৸২॥	০	০	৭৪৩৸২॥
ঐ বাগুণ্ডি।		০	০	৩১/৯	৮,১১১॥৮॥	০	০	৮,১৪২৸৭॥
	একুন।	০	০	৩১/৯	৮,৮৫৫।১	০	০	৮,৮৮৬৸০

এজেন্সীর নাম।	সন১২৬০ সাল মোতাবেক ইংরাজী ১৮৫৩।৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের	সন ১২৬১ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৪। ৫৫ সাল	সন ১২৬২ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৫। ৫৬ সাল	সন ১২৬৩ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৬। ৫৭ সাল	সন ১২৬৪ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৭। ৫৮ সাল	সন ১২৬৫ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৮। ৫৯ সাল	মৌজুদ নেমকের একুন
চট্টগ্রাম।							
পাঙ্গা নেমক বাগখালী ঘাট।	•	•	•	•	১৮,২৭৩॥৫	•	১৮,২৭৩॥৫
পাঙ্গা নেমক সদর ঘাট এজেন্সী।	•	•	•	•	১,২৪,৭৮৯ ।৯৸৶	•	১,২৪,৭৮৯ ।৯৸৶
ঐ আরাকিন।	•	•	•	•	•	•	•
করকচ মান্দ্রাজ।	•	•	•	৩১,৪৪৪/	২,৬৪ ৭৪৮/ ।৶	•	২,৯৬,১৯২/ ।৶
একুন।	•	•	•	৩১,৪৪৪/	৪,০৭,৮১১/৫ ।/	•	৪,৩৯,২৫৫/৫ ।/
শালিখা।							
পাঙ্গা নেমক কটক।	•	•	•	২১,১৩৫/	৮৫,৫৯৭/	•	১,০৬,৭৩২/
ঐ বালেশ্বর।	•	•	•	•	•	•	•
ঐ খোরদা।	•	•	•	৪৪২/	৫২০/	•	৯৬২/
ঐ চিলকা।	•	•	•	•	৬১,০৭০/	•	৬১,০৭০/
ঐ ২৪ পরগনা।	•	•	৪,৩২০/	১৩,৬৩১/	•	•	১৭,৯৫১/
ঐ ঐ নারায়ণপুর।	২,০০,৫৯৭॥০	•	•	•	•	•	২,০০,৫৯৭॥০
ঐ ঐ বাগুণ্ডী।	•	•	১,৮৪৬/	১,৩৮,১৬৮॥০	•	•	১,৪০,০১৪॥০
ঐ ঐ ধোলা।	•	•	১,৭৬০/	৭১,০৫৮/	•	•	৭২,৬১৮/
করকচ মান্দ্রাজ পরমিট।	•	২,৫৯,২৩২৸০	৬,৯১,৮৮৬/	•	•	•	৯,৫১,১১৮৸০
ঐ চিলকা।	•	•	৩২,৭৫৯/	৩,৯৯,২০০॥০	১,৫৭,১০০/	•	৪,৮৯,০৫৯॥০
ঐ সিন্দ।	•	•		•	•	২২,৮৫৭/	২২,৮৫৭/
মিশ্রিত করকচ।	•	•	•	•	•	২,২২৬/	২,২২৬/
পাঙ্গা নেমক পুরী ঘাট।	•	•	•	•	৬১,৯০৫/	•	৬১,৯০৫/
ঐ রামনগর।	•	•	•	২৮,৮৫৭/	•	•	২৮,৮৫৭/
মিশ্রিত পাঙ্গা।	•	•	•	•	•	৫৬২/	৫৬২/
একুন।	২,০০,৫৯৭॥০	২,৫৯,২৩২৸০	৭,৩২,৩৭১/	৬,৭২,৪৯২/	৩,৬৬,১৯৭/	২১,৬৪৫/	২২,৫৬,৫৩০।০
আরাকিন।							
পাঙ্গা নেমক ঘাট কৈকফু।	•	•	•	•	৯,৫৭৪/	•	৯,৫৭৪/
একুন।	•	•	•	•	৯,৫৭৪/	•	৯,৫৭৪/
মোট একুন।	২,০০,৫৯৭॥০	২,৫৯,২৩২৸০	৭,৩২,৪০২/৯	৮,০৪,৭৮৭ ।১	১১,১০,০৫৭/ ৪৶	২৫,৬৬৫/	৩১,৬৪,৭২১৬৪৶

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১২ আপ্রিল।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত জে সি মরে সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।

গবর্নমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 19, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ১৯ আপ্রিল।

PUBLIC LIBRARY · CALCUTTA

ACT.

HOME DEPARTMENT.

No. 707.

FORT WILLIAM,

THE 4TH APRIL 1859.

Notifications.

The following Ordinance No. 30 of 1858, enacted by the Legislature of the Colony of Mauritius on the 20th October last, and the Regulations made by the Governor of the said Colony in Council, in pursuance of the aforesaid Ordinance, are published for general information :—

ORDINANCE No. 30 OF 1858.

ENACTED *by the Governor of Mauritius,* W. STEVENSON, *with the advice and consent of the Council of Government thereof.*

AN ORDINANCE to legalize Contracts of Service made in India, and authorize Government to allot Newly Arrived Immigrants.

(20th October 1858.)

WHEREAS it is expedient to legalize Contracts of Service to be entered into in India with Immigrants to Mauritius;

And whereas it is also expedient to enable the Government of Mauritius to allot to employers Indian Immigrants newly arrived in Mauritius who shall not have entered into such Contracts ; Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

[Contracts of Service in India legalized.]

I.—From and after the date when this Ordinance shall come into operation, Contracts of Service to be performed in Mauritius for periods not exceed-

আইন।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

৭০৭ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়ম।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৪ আপ্রিল।

বিজ্ঞাপন।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৮ সালের ৩০ নম্বরের এই আইন গত অক্‌টোবর মাসের ২০ তারিখের মরিচ উপদ্বীপের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে জারী হয়। ও সেই আইনঅনুযায়ি ঐ উপদ্বীপের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলে যে বিধান করেন তাহা সর্ব্ব সাধারণের জানিবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৮ সাল ৩০ আইন।

মরিচ উপদ্বীপের গবর্নমেণ্টের কৌন্সেলের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে শ্রীযুত গবর্নর সাহেব জারী করেন।

ডবলিউ ষ্টিবন্‌সন।

মরিচ উপদ্বীপে চাকরী করিবার যে করার ভারতবর্ষেতে করা যায় তাহা আইনসিদ্ধ করিবার, ও যে লোকেরা নূতন পঁহুছে তাহারদিগকে কর্ম্মে ভর্ত্তি করিয়া দিতে গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা হইবার আইন।

১৮৫৮ সাল ২০ অক্‌টোবর।

মরিচ উপদ্বীপে গিয়া চাকরী করিবার যে করার ভারতবর্ষেতে কোন লোকের সঙ্গে করা যায় তাহা আইনসিদ্ধ করা বিহিত।

ও সেই প্রকারের কোন করার না করিয়া যে মজুরপ্রভৃতি ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে নূতন পঁহুছে তাহারদিগকে নানা মুনিবের নিকটে কর্ম্মে ভর্ত্তি করিতে মরিচ উপদ্বীপের গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা থাকা বিহিত। এই কারণে গবর্নমেণ্টের কৌন্সেলের সাহেবেরদের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর সাহেব এই আইন করুন।

[চাকরী করিবার যে করার ভারতবর্ষে করা যায় তাহা আইনসিদ্ধ করিবার কথা।]

১ ধারা। এই আইন যে তারিখে চলন হইতে লাগে সেই তারিখঅবধি, যাহারা ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে যাইতে চাহে তাহারা ঐ উপদ্বীপনিবাসি

ing three years may be lawfully entered into in India between Immigrants from India to Mauritius and persons residing or having landed property in the Colony, provided that such Contracts shall be entered into in the manner prescribed by this Ordinance, and by any Regulations to be made and published as hereinafter provided.

[Such Contracts valid if made according to law.]

II. Every such Contract of Service entered into in terms of this Ordinance and of the said Regulations, shall be equally valid and effectual (except as hereinafter provided) as if it had been entered into in Mauritius, according to the law and practice existing there at the date of such Contract.

[Employer to pay passage money, &c.]

III.—In every case in which a passage to Mauritius shall have been taken for any Immigrant, who shall have entered into a Contract as hereinaforesaid, the party whom such Immigrant shall have engaged to serve, shall pay to the Government of Mauritius the passage money and all other expenses which may be incurred on account of such Immigrant, together with the proportional expense chargeable upon him on account of females accompanying Immigrants, under Regulations existing at the time.

[Arrival of engaged Immigrants to be published.]

IV.—The arrival at the Immigration Depôt in Mauritius of every Immigrant who shall have entered into a Cantract in India, as aforesaid, shall, as soon as possible, be published or notified to the intended employer under such Contract, in terms of the Regulations to be framed under this Ordinance.

[Immigrant engaged in India to be free from stamp-duty for Contract with first employer.]

V.—Every Immigrant who shall have made a Contract in India, as aforesaid, and who shall enter on service with the original or substituted employer under the same, shall be free from stamp duty or other impost on account of the same or any subsequent Contract of Service which he may make with such employer or those in his right.

[Employer may release Immigrant from Contract.]

It shall also be in the power of such employer or those in his right so long as the Immigrant shall remain in his or their service, with the consent of such Immigrant to release him from all obligation to serve under the said Contract made in India; and every such Immigrant if released in the form to be prescribed by regulation, shall be free from the said Contract, and from all obligation of industrial residence or otherwise under the same.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১৯ আপ্রিল।]

কিম্বা ঐ উপদ্বীপের মধ্যে ভূম্যধিকারি কোন লোকের নিকটে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত ঐ উপদ্বীপে চাকরী করিবার করার ভারতবর্ষে করিতে পারিবেক। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে ও যে কোন বিধান এই আইনের লিখিতমতে করা যায় ও প্রকাশ হয় সেই বিধানমতে ঐ করার করা যায় ইতি।

[সেই প্রকারের করার আইনমতে করা গেলে সিদ্ধ হইবার কথা।]

২ ধারা। চাকরী করিবার যে সকল করার এই আইনের ও উক্ত বিধানের নিয়মমতে করা যায় তাহা, ঐ করার করিবার তারিখে যে আইন ও দাঁড়া মরিচ উপদ্বীপে চলন থাকে তদনুসারে ঐ উপদ্বীপে করা গেলে যেমন সিদ্ধ ও সফল হইত তেমনি ইহার পরের বর্জ্জিত স্থল ছাড়া সিদ্ধ ও সফল হইবেক ইতি।

[যাইবার খরচপ্রভৃতি মুনিবের দিবার কথা।]

৩ ধারা। উক্তমতে কোন লোকের সঙ্গে করার হইলে পর মরিচ উপদ্বীপে তাহার যাইবার জাহাজ প্রভৃতি স্থির হইলে, ঐ লোক যাঁহার নিকটে চাকরী করিতে করার করিয়াছে, তিনি ঐ লোকের যাইবার জাহাজের কেরায়া ও তাহার নিমিত্তে অন্য যে খরচ লাগে তাহা, ও মজুরপ্রভৃতি লোকেরা বিদেশে গেলে তাহারদের সঙ্গে২ যে মেয়া লোকেরদিগকে পাঠান যায় তাহারদের খরচ তৎকালের চলিত আইনমতে পুরুষপ্রতি যত করিয়া ধরা যায় তাহার হিসাব করিয়া ঐ লোকের নিমিত্তে যত দেনা হয় তাহা মরিচ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টে দিবেন ইতি।

[করারবদ্ধ যে লোকেরা যায় তাহারা পঁহুছিলে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।]

৪ ধারা। যে কোন লোক ভারতবর্ষে থাকিয়া সেই প্রকারের করার করে, সে যখন মরিচ উপদ্বীপে বিদেশগত লোকেরদের বারিক ঘরে পঁহুছে, তখন তাহার পঁহুছিবার কথা, এই আইনমতের করা বিধানের নিয়মমতে সাধ্যমতে শীঘ্র করিয়া প্রকাশ করা যাইবেক, কিম্বা সেই করারমতে যিনি মুনিব হন তাঁহাকে সম্বাদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

[ভারতবর্ষে যে লোক করার করিয়া থাকে তাহার প্রথম মুনিবের সঙ্গে করারনামার ইষ্টাম্পের মাসুল না লাগিবার কথা।]

৫ ধারা। ভারতবর্ষেতে যখন কেহ করার করিয়া মরিচ উপদ্বীপে যায় ও সেই করারনামায় যে মুনিবের নাম লেখা আছে তাঁহার নিকটে কিম্বা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য মুনিবের নিকটে চাকরী করিতে লাগে, তখন সেই মুনিবের সঙ্গে কিম্বা তাঁহার যথাক্রমে অন্য লোকেরদের সঙ্গে ঐ যে করার করিয়াছে কিম্বা তাহার পর অন্য যে করার করে তাহার উপর ইষ্টাম্পের কি অন্য কোন মাসুল লাগিবেক না।

[সেই করারহইতে ঐ লোককে মুক্ত করিতে মুনিবের ক্ষমতার কথা।]

আরো ঐ লোক যত কাল সেই মুনিবের কি তাঁহার যথাক্রমে অন্য সাহেব লোকের নিকটে চাকরী করিয়া থাকে, তত কাল ঐ লোকের অনুমতিমতে ঐ মুনিব কি তাঁহার যথাক্রমে অন্য সাহেব ঐ লোককে ভারতবর্ষেতে করা ঐ করারমতে চাকরী করিবার সকল দায়হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। ও বিধানের নির্দ্দিষ্ট পাঠের লিখনমতে সেই লোককে যদি মুক্ত করা যায় তবে সে ঐ করারহইতে মুক্ত হইবেক, ও সেই করারমতে সেই দেশে থাকিয়া কর্ম্ম করিবার কি অন্য প্রকারের সকল দায়হইতে মুক্ত হইবেক ইতি।

[If not re-engaging to be subject to stamp duty, or to buy up industrial residence.]

VI.—If such Immigrant shall at the termination of his said Contract of Service, refuse to re-engage with the employer under the same, he shall either enter into a Contract of Service with another employer or other employers successively, subject to a stamp duty of £1-12-0 per annum, to be paid by such new employer or employers for the time required to complete the Immigrant's full term of five years industrial residence in the Colony: Or if he shall desire to redeem the residue of his industrial residence, he shall pay to the Colonial Treasury a sum at the said rate of £1-12-0 per annum for every year or part thereof remaining unexpired of his said term of industrial residence.

[Such amount to be paid to first employer.]

VII.—Any sums which may be recovered by Government under the preceding Article shall in each case be paid on demand to the employer under the said first mentioned Contract, or to those in his right, upon sufficient evidence to be by them produced of the right to receive the same.

[Magistrate may cancel Contracts made in India.]

VIII.—Nothing contained in the preceding articles shall be held to prevent or restrict the power of the Magistrate having jurisdiction therein, upon lawful grounds from ordering the cancellation of any Contract of Service hereinaforesaid. But when such cancellation shall have been ordered on account of any fault or wrong on the part of the employer, or those for whom he is responsible, he shall have no right to any sum which may be received by Government for the Immigrant by way of stamp duty on engagement, or for redemption of industrial residence.

[Immigrant not claimed within seven days may elect to be free from Contract.]

IX.—In case the services of any Immigrant who shall have entered in India into a Contract, as aforesaid, shall not be claimed by the intended employer under the same, within seven days after the Immigrant's arrival at the Depôt in Mauritius; (such arrival being duly published or notified in terms of Regulations) such Immigrant may elect either to enforce the Contract by proceeding before the proper Stipendiary Magistrate against the intended employer under the same, or to be entirely free from the obligations of the said Contract, subject to claim of damages for any loss which may arise to him in consequence of non-fulfilment of the Contract, which damages may be recovered before the proper Stipendiary Magistrate.

Every such election shall be intimated to the Protector of Immigrants, and shall by him be re-

[নূতন করার না করিলে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবার কথা কিম্বা সেই দেশে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে না হয় ইহার নিমিত্তে কিছু টাকা দিয়া মুক্ত হইবার কথা।]

৬ ধারা। চাকরী করিবার ঐ করারের মিয়াদ ফুরাইলে পর, যদি সেই লোক ঐ করারের লিখিত মুনিবের সঙ্গে নূতন করার করিতে স্বীকার না করে, তবে সে অন্য মুনিবের কিম্বা ক্রমশঃ অন্য২ মুনিবের নিকটে চাকরী করিবার করার করিবেক। সেই করারের উপর বৎসরে ১ পৌণ্ড ১২ শিলিং (অর্থাৎ ১৬৲ টাকার) ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক, অর্থাৎ ঐ উপদ্বীপে বাস করিয়া কর্ম্ম করিবার পাঁচ বৎসর মিয়াদ ফুরাইবার যত বৎসর থাকে তত বৎসরের নিমিত্তে ঐ নূতন মুনিব কি মুনিবেরা ঐ মাসুল দিবেন। অথবা সে যদি ঐ দেশে কর্ম্ম করিবার অবশিষ্ট কালের নিমিত্তে টাকা দিয়া মুক্ত হইতে চাহে, তবে তাহার সেই অবশিষ্ট কাল ফুরাইবার যত বৎসর কি যত কাল থাকে তাহার নিমিত্তে বৎসরপ্রতি ১ পৌণ্ড ১২ শিলিঙ্গের হিসাবে উপযুক্ত টাকা কলোনিয়ল ট্রেজুরীতে দাখিল করিবেক ইতি।

[সেই টাকা প্রথম মুনিবকে দেওয়া যাইবার কথা।]

৭ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে গবর্ণমেণ্টে যত টাকা আদায় হয় তাহা পাইবার অধিকারের উপযুক্ত প্রমাণ যদি ঐ প্রথম করারমতের মুনিব কি তাঁহার স্বত্বক্রমে অন্য সাহেবেরা দেখাইতে পারেন, তবে সেই টাকা তাঁহারদের দাওয়ামতে তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

[ভারতবর্ষে যে করার করা যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাতিল করিতে পারিবার কথা।]

৮ ধারা। ইহার পূর্ব্বের লিখিত চাকরী করিবার কোন করার বাতিল করিবার যদি উপযুক্ত কারণ থাকে, তবে তাহাতে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা থাকে তাঁহার ঐ করার বাতিল করিতে হুকুম করিবার ক্ষমতা রহিত হইয়াছে কি খর্ব্ব হইয়াছে ইহার পূর্ব্বের কোন ধারার কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না। কিন্তু যদি মুনিবের, কিম্বা ঐ মুনিব যাঁহারদের সদাচারের নিমিত্তে দায়ী হন তাঁহারদের কোন দোষ কি অন্যায় কর্ম্মপ্রযুক্ত ঐ করার বাতিল হইবার হুকুম হয়, তবে অন্য করার হওয়াতে যে ইষ্টাম্পের মাসুল, কিম্বা ঐ উপদ্বীপে থাকিয়া কর্ম্ম না করিবার নিমিত্তে যে টাকা ঐ বিদেশগত ব্যক্তির নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টে আদায় হয়, তাহা পাইতে ঐ মুনিবের কোন অধিকার হইবেক না ইতি।

[কোন লোক ঐ উপদ্বীপে পঁহুছিলে সাত দিনের মধ্যে যদি তাহার চাকরীর উপর কোন দাওয়া না হয় তবে ঐ করারহইতে মুক্ত হইবার তাহার ক্ষমতার কথা।]

৯ ধারা। কোন লোক ভারতবর্ষে উক্ত প্রকারের করার করিয়া মরিচ উপদ্বীপের বারিক ঘরে পঁহুছিলে পর ও তাহার পঁহুছিবার কথা আইনের বিধানমতে উপযুক্তরূপে প্রকাশ হইলে কিম্বা তাহার সম্বাদ দেওয়া গেলে পর, যে জন তাহাকে কর্ম্ম দিতে চাহিয়াছিলেন তিনি যদি সাত দিনের মধ্যে তাহাকে চাকর বলিয়া দাওয়া না করেন, তবে সেই লোক চাহিলে, ষ্টিপেণ্ডিয়রি উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে ঐ মুনিবের নামে নালিশ করিয়া ঐ করার বলবৎ করিতে পারিবেক, কিম্বা সেই করারের নিয়মহইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবার, ও সেই করারমতে কার্য্য না হওয়াতে তাহার যে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবেক সেই ক্ষতির শোধ পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেক, সেই ক্ষতির পরিশোধ ষ্টিপেণ্ডিয়রি উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হইতে পারিবেক।

ইহার মধ্যে সে যাহা পসন্দ করে তাহার কথা বিদেশগমনশীল লোকেরদের রক্ষক সাহেবকে জ্ঞাত করা

corded in terms of Regulations to be framed under this Ordinance.

[In such case intended employer to pay half expense of introduction.]

X.—In case the Immigrant shall elect to be free from his Contract, the party on behalf of whom he shall have been introduced, shall forfeit and pay to the Government one-half of the passage money and other expenses applicable to such Immigrant, and of the proportional expense chargeable on him on account of the introduction of females; and every such Immigrant shall be in the same position in all respects as if he had been introduced into the Colony without having made any Contract in India with an individual employed.

[Contract made in India may be transferred.]

XI.—It shall moreover be lawful to any Immigrant and intended employer under a Contract made in India to transfer the same with all its rights and obligations to a substitute employer; and every such transfer shall assign and transfer to the substituted employer the whole rights and interest under such Contract and all the obligations incumbent upon the intended employer therein.

Such transfer shall only be valid if made with the full consent of the original and substituted employer and of the Immigrant, and with the approval and concurrence of the Government upon satisfactory reasons being assigned therefore.

Every such transfer shall be in the form and be executed in the manner prescribed by Regulations under this Ordinance.

Such transfer may be made either on the Immigrant's arrival in Mauritius or at any time during the currency of his engagement.

[Engaged Immigrant to be maintained at Depôt.]

XII.—During the interval between the arrival at the "Depôt" in Mauritius of any Immigrant who shall have entered into a Contract in India, and his entering the service of his original or substituted employer under the Contract or of any employer to whom he may be allotted, he shall be maintained by the Government; and the expense of such maintenance shall be recovered from the intended employer under the Contract or those in his right.

[Governor authorized to allot Immigrants not engaged in India.]

XIII.—When any Immigrant shall arrive at Mauritius without having contracted in India, as hereinaforesaid, it shall be lawful to the Governor, by such Officer as may be entrusted with the duty, to allot such Immigrant to any person applying for

যাইবেক, ও তিনি এই আইনের মত করা বিধানের লিখিত নিয়মমতে সেই কথা রিকার্ড করিবেন ইতি।

[এমত স্থলে ঐ লোকের সেই দেশে যাইবার খরচ যে সাহেব তাহাকে চাকরী দিতে চাহিয়াছিলেন সেই সাহেবের দিবার কথা।]

১০ ধারা। সেই লোক যদি করারহইতে মুক্তহওয়া পসন্দ করে, তবে যাঁহার নিমিত্তে তাহার সেই দেশে যাওয়া হইয়াছিল, সেই সাহেব ঐ লোকের জাহাজের কেরায়া ও অন্য যে সকল খরচ হয় তাহার অর্দ্ধেক ও মেয়া লোকদিগকে ঐ দেশে লইয়া যাইবার খরচের হিসাব করিয়া যত খরচ ঐ লোকের উপর পড়ে তাহার অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিবেন। ও ভারতবর্ষেতে নিযুক্ত কোন বিশেষ লোকের সঙ্গে করার না করিয়া কোন লোক সেই উপদ্বীপে পঁহুছিলে তাহার যে দশা হয়, ঐ লোকেরও সর্ব্বতোভাবে সেই দশা হইবেক ইতি।

[ভারতবর্ষে যে করার করা যায় তাহা হস্তান্তর হইতে পারিবার কথা।]

১১ ধারা। ভারতবর্ষেতে করা কোন করারমতে যে লোক চাকরী করিতে করার করে ও যে সাহেব তাহাকে চাকরী দিতে চাহিয়াছেন তাঁহারা সেই করার ও তৎক্রমে যে অধিকার ও দায় হয় তাহাসমেত অন্য মুনিবের হাতে হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন। ও সেই প্রকারে হস্তান্তর করা গেলে, ঐ করারমতের সকল অধিকার ও সম্পর্ক, ও তদনুসারে যে সাহেব চাকরী দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার উপর যে সকল দায় হইত তাহা ঐ নূতন মুনিবকে দেওয়া যাইবেক ও তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবেক।

যে সাহেব প্রথমে চাকরী দিতে চাহিয়াছিলেন ও যে সাহেব নূতন মুনিব হন ও যে জন চাকরী করিবেক এই তিন জনের সম্পূর্ণ সম্মতি না হইলে, ও সেই হস্তান্তর করিবার উপযুক্ত কারণ প্রকাশ হইয়া গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ও অনুমতি না হইলে, ঐ হস্তান্তর কার্য্য সিদ্ধ হইবেক না।

সেইরূপ হস্তান্তর করণের প্রত্যেক পত্র, এই আইনমতে করা বিধানের নির্দ্দিষ্ট পাঠের লিখনমতে লিখিতে হইবেক ও দস্তখৎ করিতে হইবেক।

যে জন চাকরী করিবার করার করে তাহার মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছিবার সময়ে কিম্বা তাহার করার চলন হইবার কোন সময়ে ঐ হস্তান্তর কার্য্য হইতে পারিবেক ইতি।

[কোন লোক করার করিয়া গেলে বারিক ঘরে তাহার খোরাকপোশাক দিবার কথা।]

১২ ধারা। কোন লোক ভারতবর্ষে করার করিয়া যখন মরিচ উপদ্বীপে যায়, তখন তাহার সেই উপদ্বীপের বারিক ঘরে যাইবার কালঅবধি যত দিন সেই করারমতে আসল মুনিবের কি তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য মুনিবের নিকটে, কিম্বা যে কোন মুনিবের কর্ম্মে ভর্ত্তি হয় তাঁহার নিকটে চাকরী করিতে না লাগে, তত দিন তাহার খোরাকপোশাক গবর্ণমেণ্টহইতে দেওয়া যাইবেক। ও সেই করারমতে যে সাহেব তাহাকে চাকরী দিতে চাহিয়াছিলেন সেই সাহেবের কিম্বা তাহার স্বত্বক্রমে অন্য সাহেবের স্থানে ঐ লোকের খোরাকপোশাকের খরচ আদায় হইবেক ইতি।

[যে লোকেরা ভারতবর্ষে করার না করে তাহারদিগকে চাকরীতে ভর্ত্তি করিয়া দিতে গবর্ণর সাহেবের ক্ষমতার কথা।]

১৩ ধারা। যদি কোন লোক ইহার পূর্ব্বের লিখনমতে ভারতবর্ষেতে করার না করিয়া মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছে, তবে যে কোন সাহেব তাহাকে চাকরী দিতে চাহেন তিনি উপযুক্তমতের লোক হইলে, ও সেই চাকরের উপযুক্ত বেতন ও উপরি খরচ দিতে পারিলে ও

his services who may be selected therefore, and who shall be able and willing, and shall oblige himself to pay and provide a fair rate of wages and allowances for such Immigrant.

All such allotments shall be made in terms of Regulations to be proclaimed from time to time under this Ordinance.

[Immigrant allotted to be in same position as if engaged.]

XIV.—Every Immigrant who shall thus be allotted to an employer shall be subject to the law existing in the Colony at the time as to his industrial residence, and his allotment to or engagement with such employer shall be subject to the stamp duty now payable on Contracts with new Immigrants introduced entirely at the expense of the Colonial Treasury, except such allotment shall be made in excess of the number to which the employer would be entitled by Regulation.

[Governor in Executive Council to make Regulations.]

XV.—It shall be lawful to the Governor in Executive Council from time to time to make Regulations, for carrying out the purposes of this Ordinance, and from time to time to alter the same; and all such Regulations, on being published in the *Government Gazette*, shall have the same effect as if they had been contained *verbatim* herein; provided that they are not inconsistent with the spirit and meaning of any of the provisions hereof.

[Ordinance No. 12 of 1855 repealed.]

XVI.—Ordinance No. 12 of 1855, entitled "An Ordinance to enable persons to procure at their own expense Immigrants from India," is hereby repealed, except in so far as it relates to any Immigrants already introduced, or who may be introduced, or embarked under its provision before the present Ordinance shall have been known at the agency in India whence they shall have been transmitted, and all powers and remedies thereunder in such respects.

[Promulgation.]

XVII. This Ordinance shall take effect from the twenty-third day of October, one thousand eight hundred and fifty-eight.

PASSED in Council at Port Louis, Island of Mauritius, this twentieth day of September, one thousand eight hundred and fifty-eight.

R. Y. CUMMINS,
Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor,

HUMPHRY SANDWITH,
Colonial Secretary.

(To be continued.)

[*Government Gazette*, 19th *April*, 1859.]

চাহিলে ও দিবার করার করিলে. শ্রীযুত গবরনর সাহেব অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের হস্তে এ কর্ম্ম অর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা, এ লোককে ঐ সাহেবের চাকরীতে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিবেন।

সেই প্রকারের ভর্ত্তি করিবার সকল কার্য্য এই আইনমতে যে সকল বিধান সময়ে২ প্রকাশ হয় সেই বিধানের নিয়মমতে করিতে হইবেক ইতি।

[সেই প্রকারে যে লোককে চাকরীতে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া যায় তাহার দশা করারমতে নিযুক্ত লোকের দশার ন্যায় হইবার কথা।]

১৪ ধারা। উক্ত প্রকারে যে সকল লোককে কোন মুনিবের চাকরীতে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া যায়, সেই লোকের উপর ঐ উপদ্বীপে থাকিয়া কর্ম্ম করিবার নিয়মের যে আইন তৎকালে ঐ উপদ্বীপে চলন থাকে সেই আইন খাটিবেক। ও নূতন কোন লোক কেবল কলোনিয়ল ত্রেজুরীর খরচে সেই উপদ্বীপে পঁহুছান গেলে তাহার সঙ্গে কেহ চাকরীর নিমিত্তে করার করিলে সেই করারনামার উপর মামুলের মত ইষ্টাম্প লাগে, এ মুনিবের চাকরীতে এ লোককে ভর্ত্তি করিলে যে লেখাপড়া হয় কি যে করারনামা হয় তাহার উপরও মামুলের মত ইষ্টাম্প লাগিবেক, কিন্তু এ মুনিব বিধানমতে যত মজুর পাইতে পারেন, ঐ লোককে ভর্ত্তি করিলে যদি তত লোকের অধিক হয় তবে সেই মামুল লাগিবেক না ইতি।

[এক্সেকিটিব কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের বিধান করিবার কথা।]

১৫ ধারা। এই আইনের অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে শ্রীযুত গবরনর সাহেব এক্সেকিটিব কৌন্সেলে সময়ে২ বিধান করিতে পারিবেন ও সময়ে২ সেই বিধান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ও তদ্রূপ সকল বিধান গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইলে, এই আইনেতে কথার২ লেখা গেলে যেমন বলবৎ হইত, তেমনি বলবৎ হইবেক। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ বিধান এই আইনের কোন বিধির মর্ম্মের কি অর্থের সঙ্গে অসঙ্গত না হয় ইতি।

[১৮৫৫ সালের ১২ নম্বরের আইন রদ হইবার কথা।]

১৬ ধারা। "কোন লোককে ভারতবর্ষহইতে আপনার খরচে মজুরদিগকে আনাইবার ক্ষমতা দিবার আইন" নামে ১৮৫৫ সালের ১২ আইন ইহাতে রদ হইল। কিন্তু যে মজুরদিগকে ইহারপূর্ব্বে আনা গিয়াছে, ও ভারতবর্ষের যে এজেণ্টীহইতে মজুরদিগকে পাঠান যায় সেই এজেণ্টীতে এই আইনের বিধান জ্ঞাতহওয়া যাইবার পূর্ব্বে, ঐ পূর্ব্বের আইনের বিধানমতে যে সকল মজুরকে ঐ উপদ্বীপে পাঠান গিয়াছে কি তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে তাহারদের সম্পর্কে, ও সেই আইনানুসারে তাহারদের সম্পর্কীয় সকল ক্ষমতার ও উপায়ের বিষয়ে, ঐ আইন বহাল থাকিবেক ইতি।

(চলন হইবার সময়ের কথা।)

১৭ ধারা। এই আইন ১৮৫৮ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখঅবধি চলন হইবেক ইতি।

মরিচ উপদ্বীপের পোর্ট লুইতে ১৮৫৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে হজুর কৌন্সেলে জারী হইল।

আর ওয়াই কমিন্স।
কৌন্সেলের সেক্রেটারী।

শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর সাহেবের আজ্ঞামতে প্রকাশ করা গেল।

হমফ্রিসাণ্ডুইথ।
কলোনিয়ল সেক্রেটারী।

(ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ হইবেক।)

DRAFT OF ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 9TH APRIL 1859.

The following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 9th April 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 13th of July next :—

A Bill to amend Act XIII. of 1856 *(for regulating the Police of the Towns of Calcutta, Madras, and Bombay, and the several stations of the Settlement of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca.)*

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to amend certain provisions of Act XIII. of 1856 : It is enacted as follows :—

[Sections repealed.]

I. Sections XIII., L., LIX., LXXVI., LXXVIII., and Clause 13 of Section LXXXI. of Act XIII. of 1856 (for regulating the Police of the Towns of Calcutta, Madras, and Bombay, and the several stations of the Settlement of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca) are repealed, and the following Sections are substituted in lieu thereof.

[Police Officers taking bribes.]

II. Whoever, being a member of the Police Force or being employed in any Police Office, asks for or takes any bribe or unauthorized reward, shall be dismissed by order of the Commissioner, and upon conviction before a Magistrate, shall be liable to fine not exceeding five hundred Rupees, or to imprisonment, with or without hard labor, for any term not exceeding six months.

[CALCUTTA, MADRAS, AND THE STRAITS' SETTLEMENT. Penalty for keeping taverns and places of public entertainment without a license from the Commissioner of Police. (BOMBAY.) Penalty for keeping such house and for retailing spirits in any place without a license.]

III. Whoever in the Towns of Calcutta and Madras, or in any Station of the Settlement of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca, has or keeps any hotel, tavern, punch-house, ale-house, arrack or toddy-shop, or place for smoking chandoo or other preparation of opium ; or any eating-house, coffee-house, boarding-house, lodging-house, or other place of public resort and entertainment, wherein provisions, liquors, or refreshments of any kind are sold or consumed (whether the same be kept or retailed therein or procured elsewhere), without a license from the Commissioner of Police ; and whoever, in the Town of Bombay has or keeps any such hotel, tavern house, shop, or place, or who sells by retail in any place any spirituous or fer-

আইনের মুসাবিদা

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৯ আপ্রিল।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা আগামি জুলাই মাসের ১৩ তারিখের পর সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের ও পুলুপিলাঙ্গ ও সিংহপুর ও মলাকা বসতির নানা সদর মোকামের পোলীসের বিধান করিবার আইন নামে ১৮৫৬ সালের ১৩ আইন সংশোধন করিবার আইনের মুসাবিদা।

(হেতুবাদ।)

১৮৫৬ সালের ১৩ আইনের কোন২ বিধান সংশোধন করা বিহিত। এই কারণে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

[যে২ ধারা রদ হইল তাহার কথা।]

১ ধারা। "কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের ও পুলুপিলাঙ্গ ও সিংহপুর ও মলাকা বসতির নানা মোকামের পোলীসের বিধান করিবার আইন" নামে ১৮৫৬ সালের ১৩ আইনের ১৩ ও ৫০ ও ৫২ ও ৭৬ ও ৭৮ ধারা ও ৮১ ধারার ১৩ প্রকরণ ইহাতে রদ করা গেল। ও তাহার পরিবর্ত্তে এই২ ধারা দেওয়া গেল ইতি।

[পোলীসের কর্ম্মকারকেরদের ঘুস লইবার কথা।]

২ ধারা। পোলীসের আমলা হইয়া, কিম্বা কোন পোলীস আফিসে কোন কর্ম্মে ভর্ত্তি হইয়া, কোন লোক যদি কিছু ঘুষ চাহে কি লয়, কিম্বা যাহা লইবার অনুমতি নাই এমত কিছু বক্‌শীশ চাহে কি লয়, তবে সেই লোক কমিস্যনর সাহেবের হুকুমমতে তগীর হইবেক। ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক, কিম্বা সে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা, ছয় মাসের অনধিক কোন কালপর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিবেক ইতি।

[কলিকাতায় ও মান্দ্রাজে ও মোহনার বসতি স্থানে পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের পাট্টা না পাইয়া পঞ্চ ঘর ও সাধারণ লোকেরদের আহারাদি করিবার ঘর রাখিবার দণ্ড। ও বোম্বাইয়ে পাট্টা না পাইয়া সেই প্রকারের ঘর রাখিবার ও কোন স্থানে শরাব খুঞ্জরা বিক্রয় করিবার দণ্ড।]

৩ ধারা। কলিকাতা কি মান্দ্রাজ নগরের মধ্যে কিম্বা পুলুপিলাঙ্গ কি সিংহপুর কি মলাকা বসতি স্থানের কোন মোকামে, কোন হোটেল, কি টাবর্ণ, কি পঞ্চ ঘর, কি এলঘর, কিম্বা আড়ক কি তাড়ির দোকান, কিম্বা চণ্ডু কি আফীনে প্রস্তুত অন্য দ্রব্য তামাকুর মতে খাইবার স্থান, অথবা আহার করিবার কোন ঘর, কি কাফী হৌস' কি আহার শয়নাদির ঘর, কি বাসার ঘর, অথবা সাধারণ লোকেরদের গমনাগমন ও আহারাদি করিবার অন্য যে স্থানে আহারীয় মাংস কি শরাব কিম্বা মিষ্টান্নপ্রভৃতি আহারীয় কোন প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় হয় কি খাওয়া যায়, সেই শরাবাদি সেই ঘরে রাখা যাউক কি তাহাতে খুঞ্জরা বিক্রয় হউক কি অন্য কোন স্থানহইতে ক্রয় করিয়া আনা যাউক, এমত ঘর পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের স্থানে পাট্টা না পাইয়া, যে কোন ব্যক্তির থাকে কিম্বা যে কেহ রাখে সেই ব্যক্তি, ও বোম্বাই নগরের মধ্যে সেই প্রকারের পাট্টা না পাইয়া যে কোন ব্যক্তির সেই প্রকারের কোন হোটেল, কি টাবর্ণ ঘর, কি দোকান, কি স্থান থাকে, কিম্বা যে কেহ তাহা রাখে,

mented liquors without such license, shall be liable to a fine not exceeding fifty Rupees for every day that such unlicensed house or place is kept open or that such unlicensed sale by retail is continued.

কিম্বা যে কেহ সেই প্রকারের পাট্টা না পাইয়া কোন স্থানে কিছু উগ্রশরাব কি গাঁজাধরা শরাব খুজরা বিক্রয় করে, সেই ব্যক্তি পাট্টাবিনা ঐ ঘর কি স্থান যত দিন খোলা রাখে, কিম্বা বিনানুমতিতে সেই খুজরা বিক্রয় যত দিন করিতে থাকে, তাহার দিনপ্রতি, সেই ব্যক্তির পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[Common gaming-houses.]

IV. When any cards, dice, gaming-table or cloth, board, or other instruments of gaming, which are found in any house, room, or place, of which information has been given on oath to the Commissioner of Police that it is suspected of being used as a common gaming-house, or about the person of any of those who are found therein, it shall be evidence, until the contrary is made to appear, that such house, room, or place is used as a common gaming-house, and that the persons found therein were there present for the purpose of gaming, although no play was actually seen by the Police Officer, or any of his assistants.

[সামান্য জুয়া খেলার ঘরের কথা।]

৪ ধারা। কোন ঘর কি কুঠরি কি স্থান সামান্য জুয়া-খেলার ঘরের মতে ব্যবহার হইতেছে এমত শোবে হয়, এই কথা যদি কোন ঘরাদির বিষয়ে পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে জ্ঞাত করা যায়, ও যদি সেই ঘরের মধ্যে, কিম্বা তাহাতে যে কোন লোককে পাওয়া যায় তাহার বস্ত্রাদিতে, কিছু তাস, কি পাশা, কি জুয়া খেলার মেজ, কি ছক, কি তক্তা, কি জুয়া খেলার অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা তাহার সহায় কোন লোক কোন খেলা হইতে না দেখিলেও যাবৎ অন্যরূপ প্রমাণ না হয় তাবৎ ঐ তাস-প্রভৃতি সেই স্থানে পাওয়া গেল বলিয়া ঐ ঘর কি কুঠরি কি স্থান সামান্য জুয়া খেলার ঘরের মতে ব্যবহার হইতেছে ও যে লোকেরদিগকে ঐ স্থানে পাওয়া গেল তাহারা জুয়া খেলার নিমিত্তে সেই স্থানে ছিল ইহার প্রমাণ হইবেক ইতি।

[Powers of Inspector, &c., to enter shops to seize false weights and measures.]

V. Any Inspector or superior Officer of Police may enter any shop or premises for the purpose of inspecting the weights and measures and instruments for weighing, kept or used therein, and may seize any weight, measure, or instrument for weighing which he may have reason to believe is false.

[অনুপযুক্ত বাটখারা ও গজপ্রতি মাপিবার দ্রব্য ক্রোক করিবার জন্যে দোকানে প্রবেশ করিতে ইন্‌স্পেক্টর-প্রভৃতির ক্ষমতার কথা।]

৫ ধারা। পোলীসের কোন ইন্‌স্পেক্টর কিম্বা উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারক কোন দোকানে কি বাড়িতে রাখা কি ব্যবহারকরা বাটখারা ও মাপিবার গজপ্রভৃতি ও ওজন করিবার যন্ত্র দেখিয়া লইবার জন্যে সেই দোকানে কি বাড়িতে প্রবেশ করিতে পারিবেন, ও যে কোন বাটখারা কি গজপ্রভৃতি কি ওজন করিবার যন্ত্র অনুপযুক্ত বোধ করিবার কারণ জানেন তাহা তিনি ক্রোক করিতে পারিবেন ইতি।

[In Calcutta and the Ports of the Straits' Settlement, passenger boats to be registered.]

VI. No boat shall ply for passengers in the Port of Calcutta, or in any of the Ports of the said Settlement, unless duly registered at the Police Office. The following particulars shall be entered in the Register.

First.—Number of the boat.

Second.—Name and residence of the owner, and of the manjee.

Third.—Number of the crew.

Fourth.—Number of persons the boat is permitted to carry.

[কলিকাতায় ও সমুদ্রের মোহনার বসতি স্থানের বন্দরে চড়নদার লইবার নৌকা রেজিষ্টর হইবার কথা।]

৬ ধারা। পোলীসের দপ্তরখানায় উপযুক্তমতে রেজিষ্টরী না হইলে, কোন নৌকা কলিকাতার বন্দরে কিম্বা উক্ত বসতিস্থানের কোন বন্দরে, চড়নদারদিগকে লইবার জন্যে যাওয়া আসা করিবেক না। রেজিষ্টরী বহীতে এই২ কথা লিখিতে হইবেক।

প্রথম। নৌকার নম্বর।

দ্বিতীয়। স্বামির ও মাঝির নাম ও বাসস্থান।

তৃতীয়। দাঁড়িমাঝি যত জন থাকে।

চতুর্থ। নৌকাতে যত লোককে লইয়া যাইবার অনুমতি হয়।

[Registration.]

The registration shall be in force for one year; and every change of the owner or manjee within that time shall be therein noted. A fee of one Rupee shall be paid on registration.

[রেজিষ্টরী করণের কথা।]

ঐ রেজিষ্টরী এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক। ইতিমধ্যে স্বামির কি মাঝির যতবার পরিবর্ত্তন হয় তাহার কথা তাহাতে লেখা যাইবেক। রেজিষ্টরী করিবার সময়ে এক টাকা রসুম দিতে হইবেক।

[Name of owner or manjee, number, &c. to be painted.]

The owner or manjee of every such registered boat shall cause to be painted on a conspicuous part of it, in the English and Vernacular languages, the registered number thereof, the number of the crew, and the number of passengers permitted to be carried.

[স্বামির কি মাঝির নাম, ও নম্বরপ্রভৃতি রঙ্গ দিয়া লেখা যাইবার কথা।]

ঐ নৌকার রেজিষ্টরীকরা নম্বর, ও দাঁড়িমাঝি যত জন থাকে ও যত জন চড়নদারকে তাহাতে লইবার অনুমতি হয় এই সকল কথা সেই প্রকারের রেজিষ্টরীকরা প্রত্যেক নৌকার স্বামী কি মাঝি ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষাতে ঐ নৌকার কোন প্রকাশ স্থানে রঙ্গ দিয়া লেখাইবেক।

[*Government Gazette*, 19*th April*, 1859.]

[Penalty.]

The owner or manjee of a boat plying for passengers without being duly registered, or carrying more passengers, or with a less crew, than is stated in the register, or not having the prescribed particulars painted on it, shall be liable to a fine not exceeding fifty Rupees.

[Discharging fire-arms, fire-works, &c.]

VII. Whoever sets fire to, or burns any straw or other matter, or lights any bon-fire, or wantonly discharges any fire-arm, or air-gun, or lets off or throws any fire work, or sends up any fire-balloon, in or near any public street, road, or thoroughfare, except at such times and places as shall be from time to time allowed by the Commissioner of Police, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees.

[Construction.]

VIII. This Act shall be read with and taken as part of the said Act XIII. of 1856.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

[দণ্ডের কথা।]

যদি কোন নৌকা উপযুক্তমতে রেজিষ্টরী না হইয়া চড়নদারেরদের নিমিত্তে আসাযাওয়া করে, কিম্বা রেজিষ্টরী বহীতে যত জন চড়নদারকে লইতে পারিবার কথা লেখা আছে তাহার অধিক লয়, কিম্বা যত জন দাঁড়িমাজি লেখা আছে তাহার কম লোক লয়, কিম্বা যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট কথা রঙ্গ দিয়া লেখা না যায়, তবে সেই নৌকার স্বামির কি মাজির পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[বন্দুকপ্রভৃতি ও আতশবাজীপ্রভৃতি ছুড়িবার কথা।]

৭ ধারা। পোলীসের কমিস্যনর সাহেব সময়ে২ যে স্থানের কি সময়ের অনুমতি করেন, সেই২ স্থান কি সময় ছাড়া, অন্য কোন স্থানে কি সময়ে, যদি কোন লোক কোন সরকারী রাস্তায় কি পথে কি দুই রাস্তার মধ্যস্থ সকল লোকের যাইবার পথে, কি তাহার নিকটে, কিছু খড় কি অন্য দ্রব্য জ্বালায় কি পোড়ায়, কি বড় আগুন করে, কিম্বা কৌতুকে কোন বন্দুকপ্রভৃতি কি বাযুতে পূরা কোন বন্দুক ছুড়ে কি আতসবাজী ছুড়ে কি ফেলে, কিম্বা কোন আগুনের বেলুন উড়ায়, তবে তাহার বিশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[অর্থ করিবার কথা।]

৮ ধারা। এই আইন ১৮৫৬ সালের ১৩ আইনের সঙ্গে ও তাহার এক অংশ বলিয়া পড়িতে হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE ACCOUNTANT GENERAL.

No. 993.

To the Collector of Land Revenue, Lower Provinces.

Under orders of the Government of India in the Financial Department I have the honor to request in modification of the Circular Instructions of this Office of the 4th ultimo No. 9 57 that in future you will withhold advances of money to Officers of the Telegraph Department except upon sanctioned Estimates or applications duly countersigned by the Superintendent of Electric Telegraph in India.

(Signed) R. P. HARRISON,
Offg. Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William,
Office of the Acctt., to the Govt. of Bengal,
The 14th March 1859.

No. 994.

To the Collector of Land Revenue, Lower Provinces.

The Accountant in the North Western Provinces having intimated to this Office that there is no Civil Treasury at Nowgong in those Provinces, I have the honor to advise you of the fact for your information and guidance.

(Signed) R. P. HARRISON,
Offg. Acct. to the Govt. of Bengal.

Fort William,
Office of Acctt., Govt. of Bengal,
The 16th March, 1859.

আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের সরকুলর অর্ডর।

৯৯৩ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে আমার এই আদেশ হইতেছে। এই দপ্তরখানার গত মাসের ৪ তারিখের ৯৮৭ নম্বরের সরকুলর অর্ডর মতান্তর করিয়া, তুমি মঞ্জুর করা ইষ্টিমেট না পাইলে কিম্বা ভারতবর্ষের ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিয়মিতরূপে আড়সহী করা দরখাস্ত না পাইলে, টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যকারকদিগকে কিছু টাকা ইহার পরে আগাম না দেও।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আক্কৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ১৪ মার্চ।

৯৯৪ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

উত্তরপশ্চিম দেশের নওগাঁয়ে দেওয়ানী কোন খাজানাখানা নাই এই কথা উত্তরপশ্চিম দেশের আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেব এই দপ্তরখানায় জানাইয়াছেন। অতএব তোমার জ্ঞাত হইবার জন্যে ও তোমার উপদেশের নিমিত্তে তোমাকে সেই কথা জানাই।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আক্কৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ১৬ মার্চ।

No. 1574.

EXTRACT from the Proceedings of the Government of India, in the Financial Department, under date the 8th March 1859.

No. 826.

BOMBAY CASTLE, ACCOUNTANT GENERAL'S OFFICE, LOAN BRANCH, THE 14TH FEBRUARY 1859.

MEMORANDUM.

RECEIPTS can only be obtained from the Indian Post Offices for letters on which a registry fee is paid. The packets containing Government securities from the Head Loan Office in Calcutta do not appear to be registered; but in the absence of a permanent ordinary clerk in the Loan Office at Bombay who can make, and testify to, a clear unmistakable entry in the Office Post Book of the packets which are made up under the eye of the Chief clerk or assistant, and also be spared from other duties to deliver the said packets at the Post Office, all packets containing securities, and any particular letters which require replies, will be registered from this date. If the registry fees exceed what the Office contingent allowance will bear, a bill can be submitted to Government from time to time for sanction. The Post Office receipts will be kept on a file in the tin-box in which the Chief clerk keeps papers for disposal, and as the packets or letters are acknowledged, the receipts will be taken off the file, and pasted on the letters to which they refer.

EXTRACT from a letter from the Secretary to the Government of India, in the Financial Department, to the Acting Secretary to the Government of Bombay, No. 1572, dated the 8th March 1859.

Para. 6. THE Governor General in Council approves of the orders contained in the memorandum of the Accountant General at Bombay, dated the 14th ultimo, introducing the practice of registering letters enclosing Government Promissory Notes and Loan Acknowledgments, forwarded from his Office through the Post Office, and he has been pleased to direct that the same practice shall be observed by all public officers in India whose duty it is to forward Government Promissory Notes and Loan Acknowledgments through the Post Office.

COPY of the above forwarded to for information and guidance.

(Signed) E. DRUMMOND,
Accountant General.

Fort William;

Loan Office, the 23rd March 1859.

[*Government Gazette, 19th April, 1859.*]

১৫৭৪ নম্বর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৫৯ সালের ৮ মার্চ তারিখের কার্য্য বিবরণহইতে গৃহীত কথা।

---

৮২৬ নম্বর।

বোম্বাইয়ের গড়। আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দপ্তরখানার লোন ডিপার্টমেণ্ট। ১৮৫৯ সাল ১৪ ফেব্রুআরি।

মন্তব্য কথা।

যে২ পত্রের উপর রেজিষ্টরী করিবার মাসুল দেওয়া গিয়াছে তাহার রসীদ কেবল ভারতবর্ষের ডাক ঘরে পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতার প্রধান লোন আফিসহইতে গবর্ণমেণ্টের নিদর্শন পত্রের যে পুলিন্দা চালান হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় রেজীষ্টরী হয় নাই। কিন্তু বোম্বাইয়ে প্রধান ক্লার্কের কি আসিষ্টাণ্টের নিজ তত্ত্বাবধারণক্রমে যে পুলিন্দা বাঁধা যায় তাহা সপষ্টরূপে ও বিনাভুলে দপ্তরখানার ডাক বহীতে লিখিতে পারেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিতে পারেন ও অন্য কর্ম্মহইতে অবকাশ পাইয়া সেই সকল পুলিন্দা ডাকঘরে দিতে পারেন এমত কোন সাধারণ কেরাণী বোম্বাইয়ের লোন আফিসে চিরকালীনরূপে নিযুক্ত না থাকাতে, যাহাতে নিদর্শনপত্র থাকে এমত সকল পুলিন্দা ও বিশেষ যে সকল পত্রের উত্তর পাওয়া প্রয়োজন তাহা অদ্যকার তারিখঅবধি রেজিষ্টরী করা যাইবেক। দপ্তরখানার উপরি খরচের টাকাতে যদি ঐ রেজিষ্টরী করিবার মাসুল না কুলায়, তবে গবর্ণমেণ্টহইতে মঞ্জুর হইবার নিমিত্তে একং খান বিল সময়েং দেওয়া যাইতে পারিবেক। প্রধান ক্লার্ক সাহেব বিলি করিবার কাগজপত্র যে টিনের বাক্সে রাখেন, তাহাতে ঐ ডাকঘরের সকল রসীদ নথী করিয়া রাখা যাইবেক, ও উক্ত প্রকারের পুলিন্দা কি পত্র পঁহুছিয়াছে এই মর্ম্মের পত্র যখন পাওয়া যায়, তখন ঐ রসীদ নথীহইতে বাহির করিয়া সেই পত্রেতে লেই দিয়া লাগান যাইবেক।

বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেবের নামে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব ১৮৫৯ সালের ৮ মার্চ তারিখের ১৫৭২ নম্বরের যে পত্র পাঠান্ তাহাহইতে গৃহীত কথা।

৬ দফা। বোম্বাইয়ের আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের গত মাসের ১৪ তারিখের মন্তব্য কথাতে, গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট ও লোনের রসীদ তাঁহার দপ্তরখানাহইতে পত্রেতে দিয়া চালান হইলে সেই সকল পত্র রেজিষ্টরী করা যাইবেক, এমত নিয়ম করিয়াছেন। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহার সেই নিয়মে সম্মত হইয়া এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট ও লোনের রসীদ ভারতবর্ষের সরকারী যে সকল কার্য্যকারক সাহেবের ডাকযোগে চালান করিতে হয়, তাঁহারাও সেই নিয়মমতে কার্য্য করেন।

উক্ত হুকুমের এক কেতা নকল অমুকের অবগত হইবার জন্যে ও তাঁহার উপদেশের নিমিত্তে পাঠান যাইতেছে।

ই ড্রমণ্ড।
আকৌণ্টেণ্ট জেনরল।

ফোর্ট উলিয়ম।
লোন আফিস।
১৮৫৯ সাল ২৩ মার্চ।

No. 995.

Forwarded to the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

(Signed) R. P. HARRISON,
Offg. Acctt. Govt. of Bengal.

The Bengal Accountant's Office,
The 28th March 1859.

১১৫ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের সকল কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান গেল।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আকৌণ্টেণ্ট।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।

১৮৫৯ সাল ২৮ মার্চ।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 6.

To the Civil Authorities in the Extra-Regulation Provinces.

I am directed by the Court to forward to you for future observance the accompanying Copy of a rule, fixing, with the sanction of Government, 30 days as the uniform limit within which appeals are to be admitted in the local Appellate Civil Courts in all the Non-Regulation Provinces.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 26th February 1859.

(COPY.)

Resolution of the Presidency Court of Sudder Dewanny Adawlut, under date the 26th February, 1859.

PRESENT:

H. T. RAIKES, B. J. COLVIN, J. H. PATTON, and A. SCONCE, *Esqrs., Judges,* and C. B. TREVOR, *Esq., Offg. Judge.*

The Court, with the approval of the Government, fix 30 days as the uniform limit within which appeals are to be admitted in the local Appellate Civil Courts in all the Non-Regulation Provinces, the term being calculated from the date on which an attested copy of the decision appealed from is delivered to, or certified to be ready for delivery to the parties or their pleaders, and the petition of appeal so made being complete in itself, provided always that an appeal may be received after the period specified, if the appellant can shew that circumstances beyond his control prevented an earlier application.

ORDERED:

That a copy of this Resolution be forwarded to each Judge of the Court, and that it be translated and hung up in the Court-house, for general information, and that copies be also communicated to the Deputy Register and Serishtadar, and that copies be also transmitted to the authorities in the Extra-Regulation Provinces for their information and guidance.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

(True Copy,)
R. STUART,
Assistant Register.

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

৬ নম্বর।

আইনবহির্ভূত প্রদেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

আইনবহির্ভূত প্রদেশের দেওয়ানী সকল আপীল আদালতে, আপীল গ্রাহ্য করিবার ত্রিশ দিনের একি মিয়াদ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে। সেই বিধি তোমার মানিবার জন্যে তাহার এই নকল সদর আদালতের হুকুমমতে পাঠাইতেছি।"

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ২৬ ফেব্রুআরি।

নকল।

সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৯ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখের নির্দ্ধারণ।

জজ শ্রীযুত এচ টি রেকস সাহেব ও শ্রীযুত বি জে কলবিন সাহেব ও শ্রীযুত জে এচ পাটন সাহেব ও শ্রীযুত এ স্কন সাহেব ও একটিং জজ শ্রীযুত সি বি ট্রেবর সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে সদর আদালতের সাহেবেরা আইনবহির্ভূত প্রদেশের দেওয়ানী সকল আপীল আদালতে আপীল গ্রাহ্য করিবার ত্রিশ দিনের একি মিয়াদ নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহার দস্তখৎকরা নকল যে তারিখে উভয় পক্ষকে কি তাহারদের উকীলদিগকে দেওয়া যায়, কিম্বা দিবার নিমিত্তে প্রস্তুত আছে এই কথার সর্টিফিকট যে তারিখে লেখা যায়, সেই তারিখঅবধি ঐ মিয়াদ গণিতে হইবেক, ও সেই প্রকারে যে আপীল হয় তাহার দরখাস্ত সম্পূর্ণরূপে লিখিতে হইবেক। কিন্তু আপেলাণ্টের অনিবার্য্য কোন কারণে ঐ মিয়াদের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে নাই, ইহা যদি দর্শাইতে পারে, তবে সেই মিয়াদের পরেও আপীল সর্ব্বদাই গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

হুকুম হইল যে

এই নির্দ্ধারণের এক২ কেতা নকল আদালতের এক২ জন জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যায়, ও তাহা তরজমা হইয়া সকল লোকের জানিবার জন্যে আদালত ঘরে লট্‌কাইয়া দেওয়া যায়, ও তাহার এক২ কেতা নকল ডেপুটী রেজিষ্টর সাহেবকে ও সিরিশ্‌তাদারকে দেওয়া যায়, ও আইনবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্যকারক সাহেবেরদের জানিবার জন্যে ও তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটেও এক২ কেতা নকল পাঠান যায়।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

(যথার্থ নকল।)
আর ষ্টুআর্ট।
আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টর।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ORDER BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

LEAVE OF ABSENCE.

The 16*th April*, 1859.

Baboo Ramturuk Roy, Moonsiff of Culna, Zillah East Burdwan, from the 17th instant, to the 11th proximo, under Section 9.

A. W. RUSSELL, *Register.*

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৬ আপ্রিল।

জিলা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের কালনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রামতারক রায় ৯ ধারামতে বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখঅবধি আগামি মাসের ১১ তারিখপর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

১৬১১ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৮ মার্চ।

শ্রীযুত জে মনরো সাহেব (Mr. J. Munro,) ও শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আবদুল্লা ফরিদপুরে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত টি জে সি গ্রাণ্ট সাহেব (Mr. T. J. C. Grant,) ত্রিহুতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১০ মার্চ।

শ্রীযুত এচ এফ জে কিন্ সাহেব (Mr. H. F. J. Kean,) মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১১ মার্চ।

শ্রীযুত জি ও রে সাহেব (Mr. G. O. Wray,) কলিকাতার ছোট আদালতের এক জন জজ হইবেন।

বাঙ্গলা দেশের সাপর ও মৈনর পল্টনের নিম্নের লিখিত সৈন্যেরা সাধারণ কার্য্যের ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৯ নম্বরী গত মাসের ৩ তারিখের বিজ্ঞাপনমতে বাঙ্গলা দেশে প্রবিশনরী আসিষ্টাণ্ট তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়া নিম্নে লিখিত এলাকার ভুক্ত হইবেন।

জন রায়ন জন গিবলিন	বারাকপুরের এলাকা।
মাইকেল গ্রিফিথস	বহরমপুর এলাকা।
জন হজসন	ফোর্ট উলিয়ম কিল্লা।
উলিয়ম ডেলাবে	উত্তরপশ্চিম দেশে যাইবার বড় রাস্তার দ্বিতীয় অংশে।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ৯ মার্চ।

নওয়াখালীর সদর আমীন ও সদর মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আনওয়ার আলী অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এগার দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১০ মার্চ।

মুঙ্গেরের একটিং মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ও টুগুড সাহেব (Mr. O. Toogood,) ১৮৫৭ সালের অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রস্তুত হওনার্থ এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১১ মার্চ।

যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে পি গ্রাণ্ট সাহেব (Mr. J. P. Grant,) ছুটীর নূতন সংশোধিত বিধির ১২ ধারানুসারে যে দিনে ছুটী লইবেন সেই দিনঅবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ১২ মার্চ।

বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এচ বি লাফর্ড সাহেব (Mr. H. R. Lawford,) বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে আপন সিরিশ্তার কর্ম্মের ভার পুনর্গ্রহণ করেন। গত মাসের ২৬ তারিখে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্ট কাল সেই ৯ তারিখঅবধি রহিত হইয়াছে।

এ আর ইয়ং।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

গবর্ণমেণ্টের ইশ্তিহার।

নং ২৫৭।

ইশ্তেহার।

১ দফা। উড়িসিয়া প্রদেশের মধ্য এবং দক্ষিণ এজেন্সীহইতে মোং সালিখার সরকারী গোলায় লবণ চোলাই করিবার জন্যে টেণ্ডরের দরখাস্ত আগামি ১৭ মে তারিখের বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত এই বোর্ডের দপ্তরখানায় লওয়া যাইবেক।

২ দফা। এই টেণ্ডরের দরখাস্ত সকল নিয়মিত ফারম মত দাখিল করিতে হইবেক তাহার ফারম এই দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবেক।

৩ দফা। নীচের লিখিত প্রত্যেক২ প্রদেশহইতে লবণ রওয়ানা করিবার নিমিত্ত পৃথক২ কানট্রাক্ট করিতে হইবেক ঐ প্রদেশ সকলের নাম এই কটক প্রদেশের মধ্য স্থল হাসুয়ার গোলা এবং দক্ষিণ অর্থাৎ পুরী এজেন্সী মধ্যে আস্রাঙ্গ আড়ঙ্গ এবং চিলকার সমুদ্রীয় তুন।

৪ দফা। যে সকল ব্যক্তি দরখাস্ত করিবেক তাহারদিগকে সাহেবান রিবিনিউ বোর্ডের এবং কটক দেশের কমিসানর সাহেবের খাতিরজমা করিয়া দিতে হইবেক যে যত নেমকের জন্য কানট্রাক্টের প্রার্থনা রাখে তাহা সমুদয় নেমক চোলাইয়ের সমস্থান আছে এ প্রযুক্ত প্রত্যেক দরখাস্ত করণিয়াকে আপন দরখাস্তের সঙ্গে লিত যে সকল মুলুপ চোলাইয়ের জন্য নিযুক্ত করিতে চাহে তাহার ইসমওয়ারি ফর্দ্দ দাখিল করিতে হইবেক।

৫ দফা। প্রত্যেক বৎসর হাসুয়ার গোলাহইতে ১০০০০০/ মোন নেমকের অধিক চোলাই হইবার সম্ভাবনা নাই আস্রাঙ্গ আড়ঙ্গহইতে আন্দাজ ৮০০০০/ মোন নেমক আগামি বৎসর চোলাই হইতে পারে এবং চিলকিয়ার আড়ঙ্গহইতে আন্দাজ ৩২০০০০ মোন। প্রত্যেক প্রদেশহইতে যত মোন নেমক চোলাই করিবার জন্য মুলুপ আবশ্যক হইবেক তাহা সমুদয় নেমকের জন্য কিম্বা ঐ নেমকের সিকি ভাগের ন্যূন না হয় এমত অংশের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেক।

[*Government Gazette,* 19*th April,* 1859.]

৬ দফা। কানট্রাক্টদারান যে পরিমাণ নেমকের নিমিত্তে কানট্রাক্ট নির্দ্দিষ্ট হইবেক সেই পরিমাণ নেমক ইস্তক অক্টোবর মাসের আখেরি কটাল লাগাদ ফেব্রুআরি মাসের শেষ এই মেয়াদের মধ্যে তোলাই করিতে কবুলতি দিবেক।

৭ দফা। যেং ব্যক্তির দরখাস্ত মঞ্জুর হইবেক তাহারদিগকে আপন আপন কানট্রাক্টের কর্ম্ম সুচারুরূপে আঞ্জামের জন্য গবর্নমেণ্ট প্রমীসরী নোট অথবা অন্য অপরিহার্য্য মাতবর জামিনী দাখিল করিতে হইবেক।

৮ দফা। বোর্ডের এমত এক্তিয়ার থাকিল যে কোন কারণ না দর্শাইয়া কোন ব্যক্তির টেণ্ডরের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে পারেন।

বিমোজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ।

ফোর্ট উলিয়ম। সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১৫ মার্চ্চ।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

LAND ADVERTISEMENT. ভূমিবিষয়ক ইশতিহার।

জিলা হুগলী।

সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারাক্রমে ইহার দ্বারায় সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা হুগলির নীচের লিখিত জায়দাদ সকল চলিত আইন ও আক্টের দ্বারায় অন্য যে যে দাওয়া বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় হইবার হুকুম আছে তাহার নিমিত্তে সন ১৮৫৯ সালের আপ্রিল মাসের ২৯ তারিখে মোতাবক বাঙ্গলা সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিনা বাধাতে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ৮ আপ্রিল।

কেলায় ও বাকী মালগুজারি যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে আদায় করণের দাওয়ার নিমিত্তে বিক্রয়হওয়া বস্তু সকল।

বালিগড়ি পরগনার ভেঘরি গ্রামের দক্ষিণ চৌধুরীনামক পুষ্করিণী মায়পাহাড় এজহারি লাখরাজ আন্দাজি ৬/ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ৩/ বিঘায় ও ঐ পুষ্করিণীর পাহাড়ের ছোট বড় তালগাছ ৫০ টা ও আগাছা আন্দাজি ৪০ টা একুনে ৯০টার রকম ॥৹ আনার কাত ৪৫ টায় কৈলাশচন্দ্র রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ পরগনার মোহনবাটী গ্রামের দক্ষিণ খরিদা এজহারি লাখরাজ কুণ্ডুপুষ্করিণী মায়পাহাড় আন্দাজি ৫/ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ২॥৹ বিঘায় ও ঐ পুষ্করিণীর পাহাড়ে তালের গাছ ১১০ টার রকম ॥৹ আনার কাত ৫৫ টায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামের পূর্ব্ব মাটে এজহারি খরিদা লাখরাজ ১॥৹ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ৸৹ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে কালীচরণ ঘোষের দরুণ খরিদা এজহারি লাখরাজ ঠাকুরদাস তাঁতির বসতি ভিটা। ৸৹ কাঠার রকম ॥৹ আনার কাত ।২॥ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে কিনু ঘোষের দরুণ খরিদা এজহারি লাখরাজ গোকুলচন্দ্র পালের বসতি দরুণ বাস্ত জমি আন্দাজি ১॥৹ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ৸৹ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে ঐ জমির দক্ষিণ সন্ন্যাসির বাড়িনামক এজহারি লাখরাজ আন্দাজি ১॥৹ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ৸৹ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামের পূর্ব্বমাঠে বৃন্দাবন রায়ের পুষ্করিণীর উত্তর বিশ্বনাথ রায়ের দরুণ খরিদা এজহারি লাখরাজ আন্দাজি ২॥৹ বিঘার রকম ॥৹ আনার ১।৹ বিঘায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে আমিরুদ্দী মুনশীর পুষ্করিণীর পূর্ব্ব এজহারি লাখরাজ জমি আন্দাজি ॥১ কাঠার রকম ॥ আনার কাত ।৹॥ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ পরগনার ভেঘরি গ্রামের দক্ষিণ চৌধুরীনামক পুষ্করিণী মায়পাহাড় এজহারি লাখরাজ জমি আন্দাজি ৬/ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ৩/ বিঘায় ও ঐ পুষ্করিণীর পাহাড়ের ছোটবড় তালের গাছ ৫০ টা ও আগাছা আন্দাজি ৪০ টা একুনে ৯০ টার রকম ॥৹ আনার কাত ৪৫ টা ঈশানচন্দ্র রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ পরগনার মোহনবাটী গ্রামের দক্ষিণ এজহারী খরিদা লাখরাজ কুণ্ডুপুষ্করিণী মায়পাহাড় আন্দাজি ৫/ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ২॥৹ বিঘায় ও ঐ পুষ্করিণীর পাহাড়ে তালের গাছ ১১০ টার রকম ॥৹ আনার কাত ৫৫ টায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে পূর্ব্ব মাঠে এজহারি খরিদা লাখরাজ ১॥৹ বিঘা জমির রকম ॥৹ আনার কাত ৸৹ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে কালীচরণ ঘোষের দরুণ খরিদা এজহারি লাখরাজ ঠাকুরদাস তাঁতির বসতি ভিটা। জমি আন্দাজি ৸৹ কাঠার রকম ॥৹ আনার কাত ।২॥ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে কিনু ঘোষের দরুণ খরিদা এজহারি লাখরাজ গোকুলচন্দ্র পালের বসতি দরুণ বাস্ত জমি আন্দাজি ১॥৹ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ৸৹ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে ঐ জমির দক্ষিণ সন্ন্যাসির বাড়ি নামক এজহারি লাখরাজ জমি আন্দাজি ১॥৹ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ৸৹ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামের পূর্ব্ব মাঠে বৃন্দাবন রায়ের পুষ্করিণীর উত্তর বিশ্বনাথ রায়ের দরুণ খরিদা এজহারী লাখরাজ আন্দাজি ২॥৹ বিঘার রকম ॥৹ আনার কাত ১।৹ বিঘায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

ঐ গ্রামে আমিরুদ্দী মুনশির পুষ্করিণীর পূর্ব্ব এজহারি লাখরাজ জমি আন্দাজি ॥১ কাঠার রকম ॥৹ আনার কাত ।৹॥ কাঠায় ঐ রায়ের যে স্বত্ত্ব আছে।

J. W. Buckle, *Collector.*

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১৯ আপ্রিল।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

PUBLIC LIBRARY · CALCUTTA

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 26, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ২৬ আপ্রিল।

HOME DEPARTMENT.

No. 707.

Fort William, 4th April, 1859.

[Continued from page 257.]

PROCLAMATION.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, QUEEN, &c., &c., &c.

W. STEVENSON. *By His Excellency* WILLIAM STEVENSON, *Esquire, Governor and Commander-in-Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, &c., &c., &c.*

WHEREAS by Ordinance No. 30 of 1858, entitled "An Ordinance to legalize Contracts of Service made in India, and to authorize Government to allot newly arrived Immigrants," the Governor in Executive Council is authorized from time to time to make Regulations for carrying out the purposes of the said Ordinance; and whereas it is necessary to make such Regulations;

In virtue, therefore, of the powers conferred by the aforesaid Ordinance;

I do hereby, in Executive Council, order and proclaim as follows:—

REGULATIONS.

1.

ENGAGEMENT OF IMMIGRANTS IN INDIA.

I. Every person desiring to engage Immigrants in India, under the provisions of the said Ordinance shall deposit with the Protector of Immigrants in Mauritius a requisition (as nearly as may be in the Form A) specifying the number of Immigrants required by him,—in what District in Mauritius, and for what kind of service or labor they shall be required, the Presidency of India from which he wishes them to be sent, and whether he is willing to give

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

৭০৭ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৪ আপ্রিল।

[২৫৭ পৃষ্ঠাহইতে চলিতেছে।]

ঘোষণা পত্র।

গ্রেটব্রিটন ও ঐরলাণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের মহারাণী-প্রভৃতি শ্রীশ্রীমতী বিক্টরিয়ার নামে।

মরিচ উপদ্বীপ ও তাহার অধীন স্থানের গবর্নর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত উলিয়ম ষ্টিবনসন সাহেবকর্ত্তৃক। ডবলিউ ষ্টিবনসন।

মরিচ উপদ্বীপে চাকরী করিবার যে করার ভারতবর্ষেতে করা যায় তাহা আইনসিদ্ধ করিবার ও যে লোকেরা নূতন পঁহুছে তাহারদিগকে কর্ম্মে ভর্ত্তি করিয়া দিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইবার আইন নামে,১৮৫৮ সালের ৩০ আইনঅনুসারে, ঐ আইনের অভিপ্রায় সফল করিবার বিধান একসেকিটিব কৌন্সেলে সময়ে২ করিবার ক্ষমতা শ্রীযুত গবরনর সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে, ও সেই প্রকারের বিধান করা আবশ্যক,

এই২ কারণে উক্ত আইনানুসারে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতামতে,

আমি একসেকিটিব কৌন্সেলে এই২ হুকুম ও ঘোষণা করি।

বিধান।

১।

ভারতবর্ষেতে মজুরপ্রভৃতির সঙ্গে করার করিবার বিধান।

১ দফা। যদি কোন লোক উক্ত আইনের বিধিমতে ভারতবর্ষেতে কোন মজুরপ্রভৃতির সঙ্গে করার করিয়া মরিচ উপদ্বীপে আনাইতে চাহেন, তবে মরিচ উপদ্বীপে যে মজুরপ্রভৃতি আইসে তাহারদের রক্ষক সাহেবের নিকটে, তিনি A চিহ্নিত পাঠের লিখনমতে সাধ্যরূপে অবিকল এক আদেশপত্র লিখিয়া, দাখিল করিবেন। তাহাতে যত জন মজুরপ্রভৃতিকে চাহেন, ও মরিচ উপদ্বীপের যে জিলাতে তাহারদের কর্ম্ম করিতে হইবেক, ও যে প্রকারের চাকরী কি কর্ম্ম করিতে হই-

wages and allowances on the Government scale for the time being, or any other and what wages and allowances.

Every such requisition shall be available for the period of fifteen calendar months to be calculated from its date.

II. Every such requisition may at any time be withdrawn by the party who shall have made it, by written notice left with the Protector of Immigrants; and such withdrawal shall be intimated by the Protector to the Emigration Agent at the Presidency from which the Immigrants shall be required.

But in such case the requisition shall remain in full effect so far as regards any action that shall have taken place upon it before notice of such withdrawal was received by the said Emigration Agent.

III. The party making such requisition shall also give security to the Protector by bond, with one surety (as nearly as may be in the Form B) for payment of the passage money and other expenses of the Immigrants to be engaged under his requisition.

The Protector may refuse to deliver any Immigrant to his intended employer, until the said payment shall have been made.

In these expenses no charge shall be made on account of Quarantine, if incurred on account of the said Immigrants; but the same shall in all cases be borne by Government.

IV. As soon as possible after the said requisition and bond shall have been deposited with the Protector of Immigrants, that Officer shall transmit a certified copy of the requisition to the Emigration Agent for Mauritius at the Presidency from which the Immigrants are required, with instructions to forward the subject of the requisition with all convenient speed.

The Protector shall at the same time transmit to such Emigration Agent the name and description of any Special Agent who may have been selected by the Requisitionist, and whom the Protector shall not have rejected for that duty.

V. In all cases where a Licensed Special Agent is not employed, the recruiting for Immigrants to be engaged in India shall be conducted only by Recruiting Agents employed and paid by the Government of Mauritius.

VI. Special Agents for employers in Mauritius may recruit Immigrants for their principals who

বেক, ও ভারতবর্ষের যে রাজধানীর লোককে চাহেন, ও গবর্ণমেণ্টের নিরিখে তাহারদের যত বেতন ও উপরি খরচ যে সময়ে ধার্য্য হয় সেই হিসাবমতে, কিম্বা অন্য কোন হিসাবমতে দিতে চাহেন, ও যত বেতন ও খরচ দিতে চাহেন, এই সকল কথা লিখিবেন।

এমত যে কোন আদেশপত্র যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখঅবধি গণিয়া তাহা ইঙ্গরেজী হিসাবমতের পনের মাসপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক।

২ দফা। সেই প্রকারের আদেশ যিনি করেন, তিনি চাহিলে মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেবকে লিখিয়া সম্বাদ দিয়া ঐ আদেশ বাতিল করিতে পারিবেন। ও সেই রক্ষক সাহেব, ঐ আদেশপত্র বাতিল হইবার কথা যে রাজধানীহইতে মজুরপ্রভৃতিকে পাঠাইবার আদেশ হয়, সেই রাজধানীর বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেবকে জানাইবেন।

পরন্তু তাহার বাতিল হইবার সম্বাদ ঐ বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেবের নিকটে পঁহুছিবার আগে যে কোন কার্য্য উক্ত আদেশপত্রমতে করা গিয়া থাকে তৎসম্পর্কে ঐ আদেশপত্র সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক।

৩ দফা। আরো যিনি ঐ আদেশ করেন তিনি, ঐ রক্ষক সাহেবকে ঐ আদেশপত্রমতে যত জন মজুরপ্রভৃতির সঙ্গে করার করিতে হইবেক তাহারদের আসিবার পথখরচ ও অন্যং খরচ দিবার তমঃসুক লিখিয়া, এক জন জামিনও দিবেন। সেই তমঃসুক B চিহ্নিত পাটের লিখনমতে সাধ্যক্রমে অবিকল লিখিতে হইবেক।

ঐ খরচপ্রভৃতি যত কাল না দেওয়া যায় তত কাল ঐ রক্ষক সাহেব, ঐ মজুরপ্রভৃতিকে যিনি চাকরী দিতে চাহিয়াছেন তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে নারাজ হইতে পারিবেন।

ঐ মজুরপ্রভৃতির নিমিত্তে ক্বারাণ্টাইনের বাবৎ (অর্থাৎ মজুরপ্রভৃতির মধ্যে কোন রোগ সঞ্চার হইবার কথা হইলে তাহারদের যত দিন জাহাজহইতে উত্তরিবার অনুমতি না হয় তত দিনের বাবৎ) যদি কিছু খরচ লাগে, তবে তাহা ঐ পূর্ব্বোক্ত খরচের মধ্যে ধরা যাইবেক না। সেই খরচ গবর্ণমেণ্টহইতে দেওয়া যাইবেক।

৪ দফা। উক্ত আদেশপত্র ও তমঃসুক মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেবকে দেওয়া গেলে পর, ঐ সাহেব সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া ঐ আদেশপত্রের সর্টিফিকটযুক্ত এক কেতা নকল, যে রাজধানীহইতে মজুরপ্রভৃতিকে পাঠাইবার আদেশ হয় সেই রাজধানীতে, মরিচ উপদ্বীপে মজুরপ্রভৃতিকে পাঠাইবার এজেণ্ট যিনি হন তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া, এই আজ্ঞা করিবেন যে, ঐ আদেশপত্রেতে যে কার্য্য করিবার আদেশ হয় তাহা উপযুক্তমতে ত্বরা করিয়া নির্ব্বাহ করেন।

ঐ আদেশপত্র যিনি দিয়াছিলেন তিনি যদি বিশেষ এজেণ্টকে পসন্দ করেন, ও রক্ষক সাহেব যদি সেই কর্ম্মের নিমিত্তে ঐ এজেণ্টকে অগ্রাহ্য না করেন, তবে ঐ রক্ষক সাহেব সেই সময়ে ঐ এজেণ্টের নাম ও উপাধিপ্রভৃতি বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫ দফা। যেং স্থলে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিশেষ এজেণ্টকে নিযুক্ত না করা যায়, এমত সকল স্থলে, ভারতবর্ষে যে মজুরপ্রভৃতিকে করারক্রমে নিযুক্ত করিতে হইবেক তাহারদিগকে তল্লাশ করিবার কার্য্য, মরিচ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টহইতে যে এজেণ্ট নিযুক্ত হন ও বেতন পান কেবল তিনিই করিবেন।

৬ দফা। মরিচ উপদ্বীপের যে মুনিবেরা পূর্ব্বোক্তমতের প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারদের

shall have complied with the aforesaid requisites, provided that the following conditions be observed:

(1o.) The names of every such Agent and of the person or persons for whom he is to recruit shall be given at full length to the protector of Immigrants who shall transmit the same to the Emigration Agent at the Presidency to which the Agent is to be accredited, unless he knows of good reason to the contrary.

(2o.) The Emigration Agent, on receipt of the communication, shall (unless he knows of good reason to the contrary) grant to the Special Agent a license, as nearly as may be in the Form C, to recruit for the said party; every such license being for a specified time not exceeding one year from its date.

(3o.) Every Special Agent shall be under the direction and control of the Emigration Agent at the Presidency for which he shall be licensed, who shall have full power to suspend and withdraw the license, in case of misconduct.

(4o.) Every Principal shall be responsible for the wrongs and breaches of Regulations committed by his Agent, in so far as that the Government may refuse to accept future nominations of Agents by employers, whose Agents shall have more than once wilfully committed any such wrongs or breaches.

VII. When Special Agents have been employed and licensed, no recruiting by any Government Recruiting Agent or any of his Subordinates shall be expected or relied on by the employers; but that portion of the service shall rest entirely with the licensed Special Agent and those employed by him, subject to the control of the Government Emigration Agent at the Presidency.

VIII. In case, however, the Special Agent shall die or withdraw from his Agency, or in case license shall be refused to such Agent, the Emigration Agent may and shall allow the Government Recruiting Agents to act in regard to the requisition of the principal of such Agent in the same way as if no Special Agent had been appointed.

IX. When Special Agents are employed, the engagement of Immigrants for agricultural labor may be either at the rate of wages and allowances in the Government Scale for the time being, or at any other rate which shall be at least equivalent thereto; and which shall be set forth in the requisition.

When Special Agents are not employed, the engagement of ordinary agricultural laborers shall be

বিশেষ এজেণ্টেরা তাঁহারদের নিমিত্ত মজুরপ্রভৃতিকে তল্লাশ করিয়া নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে এই সকল নিয়ম মানেন। অর্থাৎ,

(১) সেই প্রকারের প্রত্যেক এজেণ্টের পূরা নাম, ও যে লোকের কি যে লোকেরদের নিমিত্তে মজুরপ্রভৃতিকে তল্লাশ করিতে হইবেক তাঁহার কি তাঁহারদের পূরা নাম, মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেবকে দিতে হইবেক। আর ঐ এজেণ্ট যে রাজধানীতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা পাইবেন সেই রাজধানীর বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেবের নিকটে ঐ রক্ষক সাহেব তাঁহার নাম লিখিয়া পাঠাইবেন, কিন্তু যদি তাহা না পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ বুঝেন তবে পাঠাইবেন না।

(২) বিদেশগমনশীল লোকেরদের এজেণ্ট সাহেব সেই পত্র পাইলে, ও সেই বিশেষ এজেণ্টকে অনুমতিপত্র না দিবার কোন মাতবর কারণ না জানিলে, উক্ত সাহেবের নিমিত্তে মজুরপ্রভৃতিকে তল্লাশ করিবার ক্ষমতাপত্র C চিহ্নের পাঠের লিখনমতে সাধ্যক্রমে অবিকল লিখিয়া দিবেন। সেই প্রকারের অনুমতিপত্রেতে যে তারিখ থাকে সেই তারিখঅবধি এক বৎসরের অনধিক কোন নির্দ্দিষ্ট মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ পত্র বহাল থাকিবেক।

(৩) কোন বিশেষ এজেণ্ট যে রাজধানীতে কার্য্য করিবার অনুমতিপত্র পান, সেই রাজধানীর বিদেশগমনশীল লোকেরদের এজেণ্ট সাহেবের আজ্ঞার ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিবেন। ও অসদাচার করিলে ঐ এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবেন, ও সেই অনুমতিপত্র বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) কোন এজেণ্ট কিছু অন্যায় করিলে ও আইন লঙ্ঘন করিলে, তাঁহার মুনিব তাঁহার নিমিত্তে এই প্রকারে দায়ী হইবেন, অর্থাৎ যে মুনিবেরদের এজেণ্ট একবারের অধিক জানিয়াশুনিয়া তদ্রূপ কোন অন্যায় করেন কি আইন লঙ্ঘন করেন, সেই মুনিবেরা তৎপরে যে এজেণ্টদিগকে মনোনীত করেন তাহারদিগকে গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৭ দফা। বিশেষ এজেণ্টদিগকে যদি নিযুক্ত করা যায়, ও তাঁহারা যদি অনুমতিপত্র পান, তবে তাঁহারদের মুনিবেরদের জন্যে মজুরপ্রভৃতি তল্লাশ করিবার কার্য্য গবর্ণমেণ্টর কোন এজেণ্টের দ্বারা কি তাঁহার অধীন কোন লোকেরদের দ্বারা হইবেক, এমত অপেক্ষা কি ভরসা হইতে পারিবেক না। কিন্তু সেই কর্ম্মের ভার সম্পূর্ণরূপে ঐ অনুমতিপ্রাপ্ত বিশেষ এজেণ্টের ও তাঁহার নিযুক্ত লোকেরদের দ্বারা হইবেক, কেবল রাজধানীতে বিদেশগমনশীল লোকেরদের গবর্ণমেণ্টের যে এজেণ্ট সাহেব থাকেন তাঁহার তত্ত্বাবধারণ থাকিবেক।

৮ দফা। পরন্তু সেই বিশেষ এজেণ্ট যদি মরেন, কিম্বা আপনার এজেণ্টী কর্ম্ম ত্যাগ করেন, কিম্বা যদি সেই এজেণ্টকে অনুমতিপত্র দেওয়া হইল না, তবে বিশেষ কোন এজেণ্ট নিযুক্ত না হইবার মতে, তাঁহার মুনিবের আদেশ সম্পর্কে মজুরপ্রভৃতিকে তল্লাশ করিতে বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টদিগকে অনুমতি দিতে পারিবেন ও অনুমতি দিবেন।

৯ দফা। যখন বিশেষ এজেণ্টদিগকে নিযুক্ত করা যায়, তখন চাষ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে যে লোকেরদের সঙ্গে করার হয়, তাহারদের যে বেতন ও খরচ যে সময়ে গবর্ণমণ্টের নিরিখে ধার্য্য হয় সেই হিসাবে, কিম্বা অন্য কোন হিসাবে দিবার করার হইতে পারিবেক। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিরিখের কম না হয়। তাহাও আদেশপত্রের মধ্যে লিখিতে হইবেক।

যদি বিশেষ এজেণ্টদিগকে নিযুক্ত না করা যায়, তবে চাষ কর্ম্মের নিমিত্তে যে সামান্য মজুরেরদের সঙ্গে

at the wages and allowances in the said Government Scale.

X. Skilled laborers of any kind may be engaged upon any terms which shall be set forth in the requisition, and shall in no case be less than the minimum rate specified by the Government Scale.

XI. Whether Special Agents shall be employed, or not, the engagement shall in every case be upon the terms set forth in the requisition, without any deviation whatever; and if the requisition shall not be in accordance with the Rules above specified, it will be rejected and no engagement will be made in pursuance thereof.

XII. The Emigration Agent at each dependency shall, before any Contract shall be completed, explain the same fully to the Immigrant, with the aid (if necessary) of a duly qualified Interpreter, and shall take all proper precautions to prevent the Immigrant from being induced to contract by any fraud, falsehood or unfair means or representations.

XIII. If the Emigration Agent shall be satisfied that the Contract is fully understood by the Immigrant, and, if not upon the Government Scale, that it is fair and reasonable, he shall as soon as possible have the same signed in his presence by the Immigrant and by the Special Agent (if any) of the employer, with their names or marks, and he shall certify the same by a docket signed by himself.

XIV. If the Special Agent for the employer shall not be present at the time, the Emigration Agent may sign the Contract in his absence, and the Contract shall, in that case, be equally valid and binding as if signed also by the Special Agent; and no Contract bearing to be so signed shall be challengeable on the ground that the Special Agent not subscribing was present at the time.

XV. The Contract and Docket shall contain all the items, and shall be, as nearly as may be, in the terms of Form D. But no such Contract shall be void or voidable on account of any informality, which does not affect it in substance.

XVI. The Emigration Agent shall, upon the first opportunity after the completion of each Contract, despatch the Immigrant engaged therein to the Protector of Immigrants in Mauritius, along with the original of his Contract; and he shall also, with every band of male Immigrants so despatched, send the number of females required by Regulations at the time.

XVII. The Emigration Agent shall also, when-

করার হয় তাহারদিগকে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত উক্ত হিসাবে বেতন ও উপরি খরচ দিবার করার করিতে হইবেক।

১০ দফা। কোন শিল্প কর্ম্মাদিতে নিপুণ লোকেরদের সঙ্গে আদেশপত্রে যেমন লেখা আছে তেমনি বেতনাদির করার হইতে পারিবেক, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিরিখে অতি কম যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ন্যূন কখন হইবেক না।

১১ দফা। বিশেষ এজেণ্টেরা নিযুক্ত হইলে কি না হইলেও, আদেশপত্রেতে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই নিয়মমতে লোকেরদের সঙ্গে করার করিতে হইবেক, তাহাতে কিছু ব্যতিক্রম না হয়। আর ঐ আদেশপত্রের নিয়ম যদি উপরের নির্দ্দিষ্ট বিধিঅনুযায়ি না হয়, তবে তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবেক, ও সেই পত্রমতে কোন লোককে নিযুক্ত করা যাইবেক না।

১২ দফা। রাজধানীর মোতালক বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব কোন মজুরপ্রভৃতির সঙ্গে কোন করার চুকাইয়া ফেলিবার আগে, তাহার মর্ম্ম সেই মজুরপ্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিবেন। ও প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দোভাষির দ্বারা তাহার অর্থ জানাইবেন। ও কোন প্রবঞ্চনা কি চাতুরীতে, কি অন্যায় কোন উপায় কি কথার দ্বারা কোন মজুরপ্রভৃতির চুক্তি করিবার প্রবৃত্তি না হয়, ইহা নিবারণ করিবার উপযুক্তমতে সদুপায় করিবেন।

১৩ দফা। মজুরপ্রভৃতি ঐ চুক্তির মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছে, ও গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত ফর্দ্দমতে তাহার বেতনপ্রভৃতির নিয়ম না হইলে, যে নিয়মে তাহা দিবার প্রস্তাব হয় তাহা যথার্থ ও ন্যায্য বলিয়া বুঝিয়াছে এই কথা বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেব খাতিরজমামতে জানিলে, তিনি সাধ্যমতেত্বরা করিয়া ঐ মজুরপ্রভৃতিকে, ও মুনিবের বিশেষ এজেণ্ট থাকিলে সেই এজেণ্টকে, আপনার গোচরে আপনারদের নাম কি ঢেরা দিয়া ঐ করারনামায় দস্তখৎ করাইবেন, ও তাহারদের দস্তখৎ হইয়াছে এই মর্ম্মের কথাতে আপনি স্বাক্ষর করিবেন।

১৪ দফা। মুনিবের বিশেষ এজেণ্ট যদি সেই সময়ে উপস্থিত না থাকেন, তবে তিনি হাজির না থাকিতে বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেব ঐ করারনামায় দস্তখৎ করিবেন, তাহাতে ঐ বিশেষ এজেণ্টেরও দ্বারা দস্তখৎ করা যাইবার মতে ঐ করার সিদ্ধ ও বলবৎ হইবেক। আর সেই প্রকারের দস্তখৎ যদি কোন করারনামায় থাকে, তবে যে বিশেষ এজেণ্ট দস্তখৎ করেন নাই তিনি সেই সময়ে হাজির ছিলেন না বলিয়া ঐ করারনামাতে কোন আপত্তি হইতে পারিবেক না।

১৫ দফা। ঐ করারনামা ও উক্ত মর্ম্মের কথা D চিহ্নিত পাঠের লিখনমতে সাধ্যক্রমে অবিকল লিখিতে হইবেক। কিন্তু বেদাঁড়ামতের কোন কার্য্য হইলেও যদি তাহাতে করারের মর্ম্মার্থে কিছু হানি না হয়, তবে তৎপ্রযুক্ত তদ্রূপ কোন করারনামা অসিদ্ধ হইবেক না, হইতেও পারিবেক না।

১৬ দফা। সেই প্রকারের কোন করারনামা চুকাইয়া দেওয়া গেলে পর প্রথম যে সুযোগ হয় সেই সুযোগে বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেব তৎক্রমে নিযুক্ত মজুরপ্রভৃতিকে তাহার আসল করারনামা সহিত মরিচ উপদ্বীপে গমনশীল মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। আরো সেই প্রকারে যখন পুরুষদিগকে পাঠান যায় তখন তাহারদের সংখ্যা বুঝিয়া আইনমতে যত জন স্ত্রীকে পাঠাইতে হয় তত জন স্ত্রীকেও পাঠাইবেন।

১৭ দফা। আরো প্রয়োজন জানিলে, বিদেশগমনশীল

ever he may see occasion, transmit to the Protector certified copies, one or more, of any Contract; and the same, if bearing to be certified by him as true copies and to be subscribed by him, shall have the same effect in law as the original Contracts to which they apply, subject only to proof that they are false or inaccurate.

XVIII. The arrival at Mauritius of any Immigrant who shall have entered into a Contract in India with an individual employer, shall, as soon as possible, be published by the Protector by written or printed notice, as nearly as may be in the Form E, in conspicuous places in and outside of the Immigration Depôt.

XIX. The Protector of Immigrants as soon as possible after the arrival at the Depôt of any Immigrants, and their Contracts, shall cause the same respectively to be registered in the Books of his Office, after which he shall deliver a certified copy of each Contract to the employer under the same, or any one having his authority, along with the Immigrants one or more thereby engaged.

XX. The Protector shall transmit the original Contract to the Stipendiary Magistrate of the District in which the service is to be performed, and the employer shall be entitled to retain the certified copy thereof; which, if bearing to be certified as a true copy and to be signed by the Protector, shall have the same force and effect as an original, subject only to proof that it is false or inaccurate.

XXI. The Protector of Immigrants shall also deliver to each Immigrant a Ticket bearing his name, number and marks, along with the name of his employer, the place where he is to be employed, and the date of registration of his Contract.

XXII. Whenever the Protector of Immigrants shall have delivered any Contract and Ticket as above-mentioned, both parties to the Contract shall be entitled to enforce the same by all lawful procedure, in the same way as if it had been entered into in Mauritius, according to the Law and Practice existing there at the time.

XXIII. When any Immigrant shall (under Arts. 9 and 10 of the aforesaid Ordinance) elect to be free from the obligations of his Contract, in consequence of his intended employer not having claimed his services, such election shall be intimated to the Protector of Immigrants, and a note thereof (Form F) shall by him be indorsed upon the entry of the Contract of such Immigrant in the Register of the Depôt.

XXIV. Every transfer (under Art. 11 of the Ordinance) of a Contract shall be in the Form G.

If made upon the Immigrant's arrival in Mauri-

[*Government Gazette*, 26*th April*, 1859.]

মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেব কোন করারনামার এক কি অধিক কেতা নকলও সেই রক্ষক সাহেবের নিকটে পঠাইবেন। ও সেই এজেণ্ট সাহেব যথার্থ নকল বলিয়া লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, তাহা আসল যে করারনামার উপর খাটে, আইনমতে সেই করারনামার তুল্য বলবৎ হইবেক। কেবল মিথ্যা কি অশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ হইলে অসিদ্ধ হইবেক।

১৮ দফা। ভারতবর্ষেতে যে কোন মজুরপ্রভৃতি কোন বিশেষ মুনিবের নিকটে কর্ম্ম করিবার করার করিয়া যায় সে যখন মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছে, তখন রক্ষক সাহেব সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া E চিহ্নিত পাঠের লিখনমতে সাধ্যক্রমে অবিকল এতেলা লিখিয়া কি ছাপাইয়া ঐ দেশে গমনশীল লোকেরদের বারিক ঘরে ও বাহিরে প্রকাশ স্থানে লটকাইবেন।

১৯ দফা। মজুরপ্রভৃতি আপনারদের করারনামা লইয়া বারিকে পঁহুছিলে পর, ঐ মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেব সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া ঐ মজুরপ্রভৃতির নামাদি ও তাহারদের করারনামা আপনার দফুরখানার বহীতে রেজিষ্টরী করাইবেন। পরে যে করারনামামতে যে জন মুনিব হন তাঁহার হাতে, কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপন্ন কোন লোকের হাতে, তিনি করারনামার দস্তখৎকরা এক কেতা নকল, ও যে লোক কি যে লোকেরা সেই করারমতে নিযুক্ত হয় তাহারদিগকে, সমর্পণ করিবেন।

২০ দফা। ঐ মজুরপ্রভৃতির যে জিলাতে কর্ম্ম করিতে হইবেক সেই জিলার ষ্টিপেণ্ডিয়রি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে রক্ষক সাহেব ঐ আসল করারনামা পাঠাইবেন, ও তাহার দস্তখৎকরা নকল মুনিবের রাখিবার অধিকার থাকিবেক। ও রক্ষক সাহেব যথার্থ নকল বলিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, সেই নকল আসল করারনামার তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক, কেবল মিথ্যা কি অশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ হইলে বলবৎ হইবেক না।

২১ দফা। আরো ঐ মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেব ঐ মজুরপ্রভৃতির একং জনকে একং খান টিকিট দিবেন। সেই টিকিটে তাহার নাম ও নম্বর ও চিহ্ন ও তাহার মুনিবের নাম ও যে স্থানে তাহার কর্ম্ম করিতে হইবেক, ও যে তারিখে তাহার করারনামা রেজিষ্টরী করা যায় এই সকল কথা লেখা থাকিবেক।

২২ দফা। ঐ মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেব উক্তমতে কোন করারনামা ও টিকিট দিলে পর, ঐ করারনামার উভয় পক্ষ আইনমতের মোকদ্দমাপ্রভৃতি করিয়া ঐ করারনামার লিখিত নিয়ম বলবৎ করিতে পারিবেন। অর্থাৎ মরিচ উপদ্বীপে তৎকালে যে আইন ও দাঁড়া চলন আছে, তদনুসারে ঐ করার মরিচ উপদ্বীপে করা গেলে যেমন করিতে পারিতেন, তেমনি করিতে পারিবেন।

২৩ দফা। কোন মজুরপ্রভৃতিকে যে সাহেব কর্ম্ম দিতে চাহিয়াছিলেন তিনি তাহাকে চাকর বলিয়া দাখিল না করাতে, যদি সেই মজুরপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত আইনের ৯ ও ১০ ধারামতে আপনার সেই করারহইতে মুক্ত হইতে পসন্দ করে, তবে সেই কথা ঐ মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেবকে জ্ঞাত করা যাইবেক। ও বারিকঘরের রেজিষ্টরীতে ঐ মজুরপ্রভৃতির যে করারনামা লেখা গেল তাহার পৃষ্ঠে তিনি ঐ কথা F চিহ্নিত পাঠের লিখনমতে লিখিবেন।

২৪ দফা। আইনের ১১ ধারামতে করারনামা হস্তান্তর করা গেলে তাহা G চিহ্নিত পাঠের লিখনমতে করিতে হইবেক।

ঐ মজুরপ্রভৃতির মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছিবার সময়ে

tius, and before he shall have entered upon his service, it shall be made before and authenticated by the Protector of Immigrants or other Officer to be appointed by the Governor to the duty.

If made during the currency of the engagement, it shall be made before and authenticated by the Stipendiary Magistrate of the District.

Before any such transfer shall have been signed, its nature and effect shall be fully explained to the Immigrant by the Protector or Magistrate, as the case may be.

XXV. The Protector or Magistrate shall have the power to express the approval and concurrence of the Government in the transfer, provided he shall be satisfied with the reasons assigned therefore.

XXVI. In no case shall such approval or concurrence be expressed where there is reason to believe that the original engagement with the Immigrant was not made with the *bonâ fide* intention of his serving the employer therein.

XXVII. Wherever the transaction shall appear to be a speculation or trafficking in the services of Immigrants through the medium of a pretended employer, the approval or concurrence abovementioned shall be withheld.

XXVIII. Any employer who shall (under Art. 5 of the Ordinance) desire to release from Contract an Immigrant engaged to him in India, shall either personally or by one having his written authority appear along with the Immigrant before the Stipendiary Magistrate of the District; who shall thereupon explain to the Immigrant the object and effect of the said release; and if the Immigrant shall understand and agree to the same, he shall cause both parties to sign a memorandum of such release in his presence, authenticating it also by his signed docket, all as in Form H in the Schedule.

The Magistrate shall then deliver to the Immigrant a certified copy of such memorandum, after which he shall transmit the original thereof to the Protector of Immigrants, by whom an entry of the same shall be made on the registry of the said Immigrant in the books at the Depôt.

[To be Continued.]

DRAFT OF ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 16TH APRIL 1859.

The following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 16th April 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 20th of July next :—

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ আপ্রিল।]

ও তাহার কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইবার আগে যদি সেই করারনামা হস্তান্তর করা যায়, তবে ঐ মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেবের সম্মুখে কিম্বা গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবের হস্তে ঐ কর্ম্ম অর্পণ করেন তাঁহার সম্মুখে ঐ হস্তান্তর কার্য্য হইবেক, ও তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

এ করারমতে কার্য্য চলিবার সময়ে যদি ঐ হস্তান্তর কার্য্য হয় তবে জিলার ষ্টিপেণ্ডিয়রি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহা করিতে হইবেক ও তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

সেই প্রকারের হস্তান্তর কার্য্য দস্তখৎ হইবার পূর্ব্বে ঐ রক্ষক সাহেব কিম্বা বিষয়বিশেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ হস্তান্তর হইবার ভাব ও তাহার ফল ঐ মজুরপ্রভৃতির নিকটে বিস্তারিত করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

২৫ দফা। ঐ হস্তান্তর কার্য্যের যে কারণ ব্যক্ত হয় তাহা ঐ রক্ষক সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বুঝিলে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ও সম্মতি প্রকাশ করিতে পারিবেন।

২৬ দফা। ঐ মজুরপ্রভৃতির করারনামাতে যে মুনিবের নাম লেখা আছে তাঁহার নিকটে নিতান্ত চাকরী করিবার মানসে ঐ আসল করারনামা করা যায় নাই এমত বুঝিবার কারণ থাকিলে, সেই অনুমতি কি সম্মতি কখন প্রকাশ করা যাইবেক না।

২৭ দফা। যদি কোন ভাক্ত মুনিবের দ্বারা মজুরপ্রভৃতিকে লইয়া বাণিজ্য কি করার করিবার কোন ব্যাপারের ভাব দৃষ্ট হয়, তবে সেই অনুমতি কি সম্মতি দেওয়া যাইবেক না।

২৮ ধারা। কোন মজুরপ্রভৃতি ভারতবর্ষেতে করার করিয়া কোন মুনিবের নিকটে বদ্ধ থাকিলে, যদি সেই মুনিব আইনের ৫ ধারামতে তাহাকে সেই করারহইতে মুক্ত করিতে চাহেন, তবে তিনি আপনি, কিম্বা তিনি অন্য যে লোককে ক্ষমতা লিখিয়া দেন তিনি, ঐ মজুরপ্রভৃতিকে লইয়া জিলার ষ্টিপেণ্ডিয়রি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে হাজির হইবেন। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্তরূপে মুক্ত হওয়ার অভিপ্রায় ও ফল ঐ মজুরপ্রভৃতিকে বুঝাইয়া দিবেন, ও সেই মজুরপ্রভৃতি যদি তাহা বুঝিয়া তাহাতে রাজী হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই মুক্ত হওয়ার পত্রেতে আপনার গোচরে উভয় পক্ষকে দস্তখৎ করাইবেন, ও আপনি তাহার মর্ম্মের কথাতে দস্তখৎ করিবেন, অর্থাৎ তফসীলের H চিহ্নিত পাঠে যেমন লেখা আছে তেমনি করিবেন।

পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মুক্ত হওয়ার পত্রের ঐ দস্তখৎকরা নকল ঐ মজুরপ্রভৃতির হাতে দিয়া, ঐ আসল পত্র মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। বারিক ঘরের বহীতে ঐ মজুরপ্রভৃতির নামাদির যে রেজিষ্টরী লেখা হইয়াছে তাহাতে রক্ষক সাহেব ঐ মুক্ত হওয়ার কথা লিখিবেন।

(ইহার অবশিষ্ট আগামিতে দেওয়া যাইবেক।)

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১৬ আপ্রিল।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি জুলাই মাসের ২০ তারিখের পর তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

A Bill for regulating the establishment of Markets.

[Preamble.]

WHEREAS the establishment of new markets in the neighbourhood of places where markets have been previously established, leads to disputes between the owners of the lands on which such new and previously established markets are held, and such disputes not unfrequently occasion breaches of the peace, and serious inconvenience to the frequenters of such markets; It is enacted as follows:

[No new market to be established without permission of Magistrate.]

I. After the passing of this Act no person shall establish a new market without permission in writing from the Magistrate of the District. If any person shall attempt to establish a new market without such license, he shall on conviction by the Magistrate be subject to a fine not exceeding two hundred Rupees.

[Application for permission.]

II. When any person desires to establish a new market, he shall make application in writing to the Magistrate. The application shall specify the name of the place at which it is proposed to establish such new market, the days on which it is to be held, the name of the place where the nearest existing market is held, and the days on which it is held, the distance in English miles between the two places, and the reasons of the applicant for desiring to establish the new market.

[Issue of proclamation and notice.]

III. On receipt of the application the Magistrate shall issue a proclamation stating the desire of the applicant to establish a market at the place named by him and the days on which it is proposed to be held, and calling upon any person who may have any objection to the establishment of the market, to state his objection in writing within six weeks from the date of the proclamation. The proclamation shall be affixed in a conspicuous place in the village or town in or near to which it is proposed that the new market shall be held; and a copy of the same shall be affixed at the Police Station within the jurisdiction of which the village or town is situate and in the Court of the Magistrate. If it shall appear that any existing market is held within a distance of four miles from the place where it is proposed that the new market shall be established, the Magistrate shall cause a notice to the effect of the proclamation to be served upon the owner of the land where such existing market is held. The proclamation and notice (if any) shall be issued and served at the expense of the applicant.

[Magistrate's order, if objection be made.]

IV. If within the time specified in the proclamation and notice (if any), no objection is preferred to the establishment of the proposed market, the Magistrate shall pass an order permitting it to be established. If within the time specified any objection is preferred, the Magistrate shall enquire into

হাট বসাইবার বিধি করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

হাট যে স্থানে বসান গিয়াছে, সেই স্থানের নিকটে নূতন হাট বসান গেলে, ঐ নূতন হাট ও পূর্ব্বের হাট যে২ জমীতে বসান যায়, সেই২ জমীর স্বামিদের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, ও সেই বিবাদেতে অনেকবার দাঙ্গাও হইয়া থাকে, ও সেই হাটে যাহারা আসা-যাওয়া করে তাহারদের ভারি ক্লেশ হইয়া থাকে। এই২ কারণে এই২ বিধান হইল।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি বিনা নূতন হাট না বসাইবার কথা।]

১ ধারা। এই আইন জারী হইবার পরে, কোন লোক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে হাতের লেখা অনুমতি না পাইলে নূতন হাট বসাইবেক না। যদি কোন লোক সেই প্রকারের অনুমতিপত্র না পাইয়া নূতন হাট বসাইতে উদ্যোগ করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সেই কথা সাবুদ হইলে তাহার দুই শত টাকা-পর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[অনুমতি পাইবার দরখাস্তের কথা।]

২ ধারা। যদি কোন লোক নূতন হাট বসাইতে চাহে, তবে সে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে দরখাস্ত লিখিয়া দিবেক। সেই নূতন হাট যে স্থানে বসাইতে চাহে সেই স্থানের নাম, ও হাট যে২ দিনে বসিবেক, ও সেই স্থানের অতি নিকট অন্য যে স্থানে হাট বসে সেই স্থানের নাম, ও সেই হাট যে২ দিনে বসে, ও দুই স্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজী যত মাইল ফাক থাকে, ও দরখাস্তকারী যে কারণে নূতন হাট বসাইতে চাহে, এই সকল কথা ঐ দরখাস্তে লিখিয়া দিবেক ইতি।

[এত্তেলা ও ইশ্তিহার জারী করিবার কথা।]

৩ ধারা। সেই দরখাস্ত পাইলে পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মর্ম্মের এত্তেলানামা প্রকাশ করিবেন যে, দরখাস্তকারী অমুক স্থানে হাট বসাইতে চাহে, ও অমুক২ দিনে হাট বসিবার কথা আছে, ও সেই হাট বসাইবার কোন কাহার কিছু আপত্তি থাকিলে সে ঐ এত্তেলানামার তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে সেই আপত্তি লিখিয়া জানায়। যে গ্রামে কি নগরে ঐ নূতন হাট বসাইবার মানস থাকে, সেই গ্রামে কি নগরে কি তাহার নিকট কোন প্রকাশ স্থানে ঐ এত্তেলানামা লট্কাইয়া দেওয়া যাইবেক। ও সেই নগর কি গ্রাম যে থানার এলাকায় থাকে সেই থানাতে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতেও, ঐ এত্তেলানামার এক২ কেতা নকল লট্কাইয়া দেওয়া যাইবেক। ঐ নূতন হাট যে স্থানে বসাইবার কথা হয়, সেই স্থানহইতে চারি মাইলের মধ্যে কোন স্থানে হাট আছে এমত দেখা গেলে, ঐ হাট যাহার জমীতে থাকে তাহার নামে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ এত্তেলানামার মর্ম্মমতে ইশ্তিহার জারী করিবেন। সেই এত্তেলানামা, ও ইশ্তিহার হইলে সেই ইশ্তিহার, বাহির হইয়া জারী করিবার খরচ দরখাস্তকারির দিতে হইবেক ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের কথা, ও আপত্তি করা গেলে তাহার কথা।]

৪ ধারা। ঐ এত্তেলানামাতে, ও ইশ্তিহার হইলে সেই ইশ্তিহারনামাতে, যে মিয়াদ লেখা থাকে, সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ নূতন হাট বসাইবার কোন আপত্তি না হইয়া থাকে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম করিয়া তাহা বসাইবার অনুমতি দিবেন। সেই মিয়াদের মধ্যে যদি কিছু আপত্তি করা যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট

the objection, and pass such order as may appear proper in the circumstances of the case.

[Markets established two years before the passing of this Act.]

V. If within six months from the passing of this Act any objection shall be preferred to the Magistrate in respect of any market which has been newly established within a period of two years before the passing of this Act, the Magistrate shall enquire into the objection, and if it shall appear that such new market has been established within a distance of four miles from any previously existing market, and that the establishment of the new market has been the cause of disturbances or other inconvenience to the people of the neighbourhood, the Magistrate may, if he think necessary, change the days upon which such new market is held, or at his discretion order that it be discontinued.

[Appeal.]

VI. Every order passed by a Magistrate under this Act shall be open to appeal to the Commissioner of Police, and the order of the Commissioner, subject to the control of the local Government, shall be final.

[Penalty for contravening order.]

VII. Every person who shall contravene any order duly passed under this Act shall be liable to a fine not exceeding two hundred Rupees.

[Act applicable to the establishment of new fairs.]

VIII. All the provisions of this Act relative to the establishment of new markets shall be applicable also to the establishment of new fairs.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

সাহেব ঐ আপত্তির তদন্ত লইবেন ও বিষয় বুঝিয়া যে হুকুম উচিত জ্ঞান করেন এমত হুকুম করিবেন ইতি

[এই আইন জারী হইবার আগে দুই বৎসর অবধি যে হাট বসান গিয়াছে তাহার কথা।]

৫ ধারা। এ আইন জারী হইবার আগে দুই বৎসরের এইদিগ যদি হাট নূতন বসান গিয়াছে ও সেই হাট লইয়া যদি এই আইন জারী হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে কিছু আপত্তি করা যায়, তবে তিনি সেই আপত্তির তদন্ত লইবেন ও নূতন হাট যে স্থানে বসান গিয়াছে তাহাহইতে চারি মাইলের কম দূর এক হাট পূর্ব্বঅবধি ছিল, ও সেই নূতন হাট বসান যাওয়াতে গোলযোগ হইয়াছে, কিম্বা নিকটনিবাসি লোকেরদের অন্য প্রকারে ক্লেশ হইয়াছে, ইহা যদি প্রকাশ হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আবশ্যক জ্ঞান করিলে ঐ নূতন হাটের দিন পরিবর্ত্তন করাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার বিবেচনামতে তাহা উঠাইয়া দিবার হুকুম করিবেন।

[আপীলের কথা।]

৬ ধারা। এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন হুকুম করেন তাহার উপর পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক, ও কমিস্যনর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক, কেবল তাহাতে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক ইতি।

[হুকুম না মানিয়া কার্য্য করিবার দণ্ড।]

৭ ধারা। এই আইনমতে উপযুক্তরূপে যে কোন হুকুম করা যায় তাহা যদি কেহ অমান্য করে তবে তাহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[নূতন মেলা বসাইবার কার্য্যেতে এই আইন খাটিবার কথা।]

৮ ধারা। নূতন হাট বসাইবার এই আইনের সকল বিধান নূতন মেলা বসাইবার কথার উপরও খাটিবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।
John Robinson, *Bengalee Translator.*

No. 28 of 1859.

NOTIFICATION.

FORT WILLIAM, FINANCIAL DEPARTMENT.

The 20th April 1859.

With reference to paragraph 14 of the Notification of this Department, No. 14, dated 21st February last, notice is hereby given, that the Sub-Treasurers at Fort William, Fort St. George and Bombay, the several Residents at Native Courts, and the several Collectors and other Officers in charge of Treasuries under the several Presidencies and Governments, and in the Provinces subordinate to the Government of India, have been authorized to receive from the 1st of May next, any sums of money in hundreds of Rupees, each being for not less than 500 of Company's Rupees which may be tendered on Loan to the Secretary of State in Council of India, at an interest of Five-and-a-half per Cent. per annum, subject to the provisions hereinafter specified.

Subscriptions to this Loan will be received from Holders of Five per Cent. Promissory Notes of this

১৮৫৯ সালের ২৮ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৫৯ সাল ২০ আপ্রিল।

গত ফেব্রুআরি মাসের ২১ তারিখের ১৪ নম্বরের যে বিজ্ঞাপন এই সিরিশতাহইতে প্রকাশ হইয়াছিল তাহার ১৪ দফার উপলক্ষে এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবকে যাঁহারা, শতকরা, সাড়ে, পাঁচ, টাকার হিসাবে লোন দিতে চাহেন, তাঁহারদের স্থানে ফোর্ট উলিয়ম, অর্থাৎ কলিকাতার, ও ফোর্ট সেণ্ট জর্জ, অর্থাৎ মান্দ্রাজের, ও বোম্বাইয়ের সবজেজুরর সাহেব ও এদেশীয় রাজদরবারের নানা রেসিডেণ্ট সাহেব, ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অধীন নানা রাজধানীর ও গবর্ণমেণ্টের ও প্রদেশের মধ্যে ত্রেজুরীর ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবেরা, ও অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা, আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি পূরা শত২ টাকা করিয়া ৫০০৲ টাকার অন্যূন যত হয় তত টাকা ইহার পরের লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিতে অনুমতি পাইয়াছেন।

এই গবর্ণমেণ্টের শতকরা ৫৲ টাকার সুদের প্রমিসরি নোট যাঁহারদের হাতে থাকে তাঁহারা অর্দ্ধেক

Government, half in Cash and half in the said Promissory Notes.

All authorized public demands including audited Bills for arrears of Salary and Bills of Exchange on the Public Treasuries, these last being subject to a deduction at the rate of Five-and-a-half per Centum per annum for the period they may have to run, will be received as Cash at par.

The Pay-Masters of the Army under the several Presidencies are also authorized to transfer any demands which may be payable by them respectively to this Loan, and to grant Drafts for the amounts in Bengal and Madras on the Accountant General, and in Bombay on the Military Pay-Master General, which Drafts shall be received by those Officers in payment of subscriptions to this Loan, on being tendered to them for that purpose.

The several Public Officers, authorized to receive subscriptions into this Loan, will grant Acknowledgments in the following form, for all sums received by them respectively :—

" I hereby acknowledge that has this day paid into the Treasury at the sum of Company's Rupees for which entitled to receive a Promissory Note of the Secretary of State in Council of India, bearing Interest from the of the tenor, and subject to the conditions of the Loan specified in the Advertisement published in the Calcutta Gazette of the 1859."

The Accountant General at Fort William will, on the said Acknowledgments being delivered, forthwith cause to be prepared and issued to the parties entitled thereto, Promissory Notes under the signature of the Secretary to the Government of India, in the following form :—

Fort William, the 31st May 1859.

PROMISSORY NOTE AT 5½ PER CENTUM FOR COMPANY'S RUPEES.

The Governor General of India in Council does hereby acknowledge to have received from the sum of Company's Rupees as a Loan to the Secretary of State in Council of India, and does hereby promise for and on behalf of the said Secretary of State in Council, to re-pay the said Loan by paying the said sum of Company's Rupees to the said his (or "her" or "their" as the case may be) Executors or Administrators, or his (or "her" as the case may be) or their order, on demand, at the General Treasury of Fort William, after the expiration of three months' notice of payment, to be given by the Governor General of India in Council in the Calcutta Gazette, and to pay the interest accruing on the said sum of Company's Rupees at the rate of Five-and-a-half per Cent. per annum, by Half-yearly payments at the General Treasury of Fort William to the said or his (or "her" or "their" as the case may be,) Executors or Administrators or his (or "her" as the case

নগদ, ও অর্দ্ধেক উক্ত প্রমিসরি নোট দিয়া এই লোনে টাকা দিতে পারিবেন।

সরকারের উপর মঞ্জুরকরা সকল দাবীপত্র, ও বাকী বেতনের অডিটকরা বিল ও সরকারের কোন ট্রেজুরীর উপর হুণ্ডী যত টাকার নিমিত্তে হয় তত টাকা বলিয়া ঐ লোনে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক, কিন্তু হুণ্ডী হইলে যত দিনের মিয়াদ থাকে তত দিনের নিমিত্তে, বৎসরে শত করা সাড়ে পাঁচ টাকার হিসাবে সুদ বাদ দেওয়া যাইবেক।

নানা রাজধানীর পল্টনের বক্সী সাহেবদিগকেও এই অনুমতি দেওয়া গিয়াছে, যে তাঁহারদের স্থানে যাঁহারদের কিছু টাকা পাওনা থাকে তাঁহারা সেই টাকা এই লোনে দিতে চাহিলে, বক্সী সাহেবেরা তাহা খারিজ দাখিল করেন। ও বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ দেশে আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের নামে, ও বোম্বাই দেশে মিলিটারী পেমাষ্টর জেনরল সাহেবের নামে ঐ টাকার হুণ্ডী দেন ও উক্ত সাহেবেরা এই লোনের নিমিত্তে টাকা বলিয়া তাহা গ্রাহ্য করিবেন।

সরকারী যে সকল কার্য্যকারকদিগকে এই লোনের নিমিত্তে টাকা গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদের হাতে যে সকল টাকা ঐ কারণে আসলে তাহার রসীদ এই পাঠে দিবেন।

"আমি ইহাতে স্বীকার করিলাম যে, অদ্য শ্রীঅমুক কোম্পানির এত টাকা অমুক স্থানের ট্রেজুরীতে দিয়াছেন। তাহার জন্যে ১৮৫৯ সালের অমুক তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে ইশ্তিহার প্রকাশ হইয়াছে সেই ইশ্তিহারের মর্ম্মমতে ও তাহার নির্দ্দিষ্ট লোনের নিয়মমতে উক্ত শ্রীঅমুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের এক কেতা প্রমিসরি নোট পাইবার দাওয়া রাখেন। সেই নোটের সুদ অমুক তারিখঅবধি চলিবেক।"

উক্ত রসীদ উপস্থিত করা গেলে তদনুসারে যাঁহারা প্রমিসরি নোট পাইবার দাওয়া রাখেন তাঁহারদিগকে ফোর্ট উলিয়মের আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎকরা প্রমিসরি নোট অগৌণে প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। সেই নোটের পাঠ এই।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৩১ মে।

শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকার সুদের হিসাবে কোম্পানির এত টাকার প্রমিসরি নোট।

হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ইহাতে স্বীকার করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে কর্জ্জরূপে কোম্পানির এত টাকা শ্রীঅমুকের স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি হুজুর কৌন্সেলে রাজ্যের উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের নিমিত্তে ও তাঁহার তরফে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, উক্ত টাকা পরিশোধ করিবার সম্বাদ হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করেন, সেই তারিখের পর তিন মাস ফুরাইলে পর উক্ত শ্রীঅমুককে, কিম্বা বিষয়বিশেষে তাঁহার কি তাঁহারদের অছিদিগকে কি আডমিনিস্ট্রেটরদিগকে কিম্বা তাঁহার কি তাঁহারদের দাওয়ামাত্রে তাঁহার কি তাঁহারদের হুকুমানুসারে কোম্পানির উক্ত এত টাকা ফোর্ট উলিয়মের জেনরল ট্রেজুরীহইতে দিয়া ঐ টাকা পরিশোধ করা যাইবেক, ও সেই টাকা পরিশোধ করিবার সম্বাদ প্রকাশ হইলে পর তিন মাসপর্য্যন্ত কোম্পানির উক্ত এত টাকার উপর বৎসরে শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকার হিসাবে যে সুদ হয় তাহা ছয় মাসে ফোর্ট উলিয়মের জেনরল ট্রেজুরীহইতে উক্ত শ্রীঅমুককে কিম্বা তাঁহার কি তাঁহারদের অছিদিগকে কি আডমিনি-

may be) or their order, until the expiration of three months after such notice of payment as aforesaid, when the amount of Interest due will be payable with the Principal, and (such notice being considered as equivalent to a tender of payment at the period appointed for the discharge of this Note) all further Interest shall cease. The Governor General in Council hereby further engages that the said Loan shall not be paid off before the 1st of May 1879.

Signed by the authority of the Governor General of India in Council,

Acctt. Genl's. Office; Registered as No. of

Secretary to the Government."

The several Officers authorized to receive subscriptions will, on application from the Holders of Acknowledgments, transmit them (free of every expense whatever) to the Accountant General at Fort William, to be exchanged for Promissory Notes bearing Interest from the 31st of May or the 30th of November next ensuing after the date of subscription. The Interest accruing on the broken period of the Half-year that may intervene between the date of subscription and the 31st of May or 30th of November next ensuing, as the case may be, will be paid up at the time of granting the Acknowledment.

Proprietors of Notes or Acknowledgments, who may desire to have the Interest payable at any other Public Treasury than at the General Treasury of Calcutta, shall be entitled to receive it accordingly, provided they notify their wish to the Accountant General at Fort William, and transmit the Notes or Acknowledgments to him, to have an order for the payment of Interest at the said Treasury written on the face of the Notes under the signature of the said Officer or that of his Assistant; and after such order shall, on the application of the Proprietor, be inscribed on any note, the Interest shall be payable only from the said Treasury, unless the Proprietor shall present the Note, with an application for the purpose of transferring the payment elsewhere, to the Accountant General at Fort William.

If desired, Interest will also be made payable at the General Treasury at Fort William, for the period for which the Loan is guaranteed, by *Coupons*, payable to Bearer. Promissory Notes with Coupons attached will be granted on application, instead of Promissory Notes in the usual form.

Or, if it be desired, Interest will be made payable at the East India House in London, *by Bills* payable to order on demand, on the General Treasuries of Calcutta or Madras, subject to the Rules and Regulations at present in force, or that may

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ আপ্রিল।]

ক্রেটরদিগকে কিম্বা বিষয়বিশেষে তাঁহার কি তাঁহারদের আজ্ঞামতে দেওয়া [illegible]বেক। সেই তিন মাস ফুরাইলে পর যত সু[illegible]না থাকে তাহা আসল টাকা সমেত দেওয়া যাই[illegible]। ও সেই সম্বাদ এই নোটের টাকা পরিশোধ [illegible]বার নিরূপিত সময়ে সেই টাকা দিবার প্রস্তাবের তুল্য জ্ঞান হওয়াতে, সেই তিন মাস ফুরাইলে পর ঐ টাকার উপর সুদ চলিবেক না। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আরো এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, উক্ত লোনের টাকা ১৮[illegible] সালের ১ মে তারিখের আগে পরিশোধ হইবেক না।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে দস্তখৎ হইল।

গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দফতরখানা।

অমুক সালের অমুক নম্বর বলিয়া রেজিষ্টরী করা গেল।

এই লোনের টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা যে সকল কার্য্যকারক সাহেবকে দেওয়া গেল, তাঁহারদের নিকটে ঐ লোনের টাকার রসীদ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা প্রার্থনা করিলে, ঐ সাহেবেরা সেই রসীদ বিনাখরচে ফোর্ট উলিয়মের আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে সেই রসীদের পরিবর্ত্তে তাঁহারদিগকে প্রমিসরি নোট দেওয়া যাইবেক। সেই টাকা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখের পরের ৩১ মে তারিখঅবধি কিম্বা ৩০ নবেম্বর তারিখঅবধি সুদ চলিবেক। আর সেই টাকা দিবার তারিখঅবধি তাহার পরের ৩১ মে কিম্বা ৩০ নবেম্বর তারিখপর্য্যন্ত যত দিন হয় তাহার সুদ ঐ রসীদ দিবার সময়েতে তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইবেক।

ঐ নোট কিম্বা রসীদ যাঁহারা পান তাঁহারা যদি টাকার সুদ কলিকাতার জেনরল ত্রেজুরীছাড়া সরকারের অন্য ত্রেজুরীহইতে লইতে চাহেন, তবে তাঁহারা আপনারদের সেই মানস ফোর্ট উলিয়মের আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবকে জানাইলে, ও যে ত্রেজুরীহইতে সুদ লইতে চাহেন সেই ত্রেজুরীহইতে সুদ পাইবার হুকুম ঐ নোটের উপর লেখা যায় ও তাহাতে উক্ত কার্য্যকারক সাহেবের কিম্বা তাঁহার আসিষ্টান্ট সাহেবের দস্তখৎ থাকে, এই কারণে তাঁহারা ঐ নোট কি রসীদ আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের নিকটে পাঠাইলে তাঁহারদের মানস সিদ্ধ হইতে পারিবেক। ও তাঁহারদের প্রার্থনামতে ঐ হুকুম কোন নোটের উপর লেখা গেলে পর সেই সুদ তাঁহারা কেবল সেই ত্রেজুরীহইতে পাইতে পারিবেন। পরে অন্য কোন ত্রেজুরীহইতে লইতে চাহিলে তাঁহারা দরখাস্ত লিখিয়া সেই নোট ফোর্ট উলিয়মের আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

আরো যদি তাঁহারা চাহেন তবে ঐ লোন যত কাল চলিবার প্রতিজ্ঞা হইয়াছে তত কালের সুদ ফোর্ট উলিয়মের জেনরল ত্রেজুরীহইতে কুপন দ্বারা (অর্থাৎ ছয়২ মাসের সুদের এক প্রকার হুণ্ডীর দ্বারা) দেওয়া যাইতে পারিবেক। সেই কুপন যাঁহার হাতে থাকে তাঁহাকে তাহার টাকা দেনা হইবেক। যাঁহারা চাহেন তাঁহার দরখাস্ত করিলে তাঁহারদিগকে রীতিমতের প্রমিসরি নোট দেওয়া না গিয়া, কুপন সংযুক্ত প্রমিসরি নোট দেওয়া যাইবেক।

অথবা যদি কেহ চাহেন, তবে কলিকাতার কি মান্দ্রাজের জেনরল ত্রেজুরীর উপর দাওয়া মাত্রে টাকা দিব হুণ্ডীর দ্বারা ঐ সুদ লণ্ডন নগরের ইষ্টইণ্ডিয়া হৌসে পাওয়া যাইতে পারিবেক, ইহাতে এইক্ষণে যে সকল বিধি ও নিয়ম চলন আছে, কিম্বা ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেব

hereafter be issued by the Right Hon'ble the Secretary of State for India, or by this Government.

The Promissory Notes of this Loan shall not be renewed, sub-divided, or consolidated, except by the Accountant General of Fort William. The practice and rules [illegible] in regard to the renewal, sub-division and consolidation of Promissory Notes will be adhered to in respect to the Promissory Notes of this Loan.

This Loan is limited to Five Crores of Rupees. No part of this Loan will be paid off before the 1st May 1879, nor without a previous notice of three months, to be issued at any time after the 31st January 1879.

The Five per Cent. Loan opened under Notification, dated 16th January 1857, will be closed from the 30th instant, after which date no further subscriptions to that Loan will be received, except in the cases of parties resident in Europe, who may have forwarded by the Mail which was to have left London on the 10th of April 1859, or by any previous Mail that left London after the 3rd of March 1859, written instructions for the immediate transfer to the said Loan of Promissory Notes of the 4 per Cent, $3\frac{1}{2}$ per Cent and $4\frac{1}{2}$ per Cent Loans, or Transfer Loan Securities. Subscriptions to the said Loan tendered under such instructions, on account of such parties, will be received at the General Treasuries of Calcutta, Madras and Bombay, if the tender is made before the 1st of June next.

With the above exception Promissory Notes of the 4 per Cent, $3\frac{1}{2}$ per Cent, and $4\frac{1}{2}$ per Cent, Loans and Transfer Loan Securities, will not be receivable in subscription to any Loan after the 30th instant.

Published by Order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

C. HUGH LUSHINGTON,
Secy. to the Govt. of India.

No. 29 of 1859.

NOTIFICATION.

FORT WILLIAM, FINANCIAL DEPARTMENT.

THE 20TH APRIL 1859.

It is hereby notified that from and after the 1st of May 1859, Interest on Government Promissory Notes of the Loans noted in the margin* will, at the option of the Holders, be made payable for the

---

* 5 Per Cent Public Works Loan of 1854-55, 5 Per Cent Loan of 1856-57, $5\frac{1}{2}$ Per Cent Loan of 1859-60.

[*Government Gazette, 26th April, 1859.*]

কিম্বা এই গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন বিধি কি নিয়ম করেন তাহা মানিতে হইবেক।

ফোর্ট উলিয়মের আকোণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দ্বারা না হইলে এই লোনের প্রমিসরি নোট নূতন করিয়া পাওয়া যাইতে পারিবেক না ও অনেক টাকার নোটের পরিবর্ত্তে অল্প২ টাকার প্রমিসরি নোট পাওয়া যাইতে পারিবেক না ও অল্প২ টাকার প্রমিসরি নোট সংগ্রহ করিয়া অধিক টাকার এক নোট পাওয়া যাইতে পারিবেক না। নূতন প্রমিসরি নোট পাইবার, ও অধিক টাকার এক নোটের পরিবর্ত্তে অল্প টাকার অনেক নোট লইবার, ও অল্প টাকার অনেক নোটের পরিবর্ত্তে অধিক টাকার এক নোট লইবার যে দাঁড়া ও বিধি পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহা এই লোনের প্রমিসরি নোটের উপর খাটিবেক।

এই লোনে কেবল পাঁচ কোটি টাকা কর্জ লওয়া যাইবেক। ঐ কর্জের কিছু টাকা ১৮৭৯ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে পরিশোধ হইবেক না, ও ১৮৭৯ সালের জানুআরি মাসের ৩১ তারিখের পর কোন সময়ে তিন মাস থাকিতে সম্বাদ না দেওয়া গেলে পরিশোধ হইবেক না।

১৮৫৭ সালের ১৬ জানুআরি তারিখের বিজ্ঞাপনমতে শতকরা পাঁচ টাকার যে লোন খোলা গিয়াছিল তাহা বর্ত্তমান মাসের ৩০ তারিখঅবধি বন্দ হইবেক ও সেই তারিখঅবধি ঐ লোনের নিমিত্তে আর কিছু টাকা লওয়া যাইবেক না। কেবল ইউরোপনিবাসি যে লোকেরা, ১৮৫৯ সালের ১০ আপ্রিল কিম্বা তাহার অগ্রে ১৮৫৯ সালের ৩ মার্চ তারিখের পর ডাকের পত্র লইয়া যে জাহাজ লণ্ডন নগরহইতে চলিয়া আইসে সেই জাহাজে ৪৲ টাকার কি সাড়ে ৩৷৹ টাকার কি সাড়ে ৪৷৹ টাকার সুদের লোনের প্রমিসরি নোট কি ট্রান্সফর লোন সিকুরিটি, ৫৲ টাকার সুদের ঐ লোনে অর্পণে দাখিল করিবার পত্র পাঠাইয়াছেন, তাঁহারদের সেই পত্রমতে উক্ত লোনে যে টাকা দিবার অভিপ্রায় থাকে সেই টাকা আগামি জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে দেওয়া গেলে, কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের জেনরল ট্রেজুরীতে গ্রাহ্য হইবেক।

উক্ত প্রকারের স্থলছাড়া, শতকরা ৪৲ টাকার কি শতকরা সাড়ে৩৷৹ টাকার কি শতকরা সাড়ে৪৷৹ টাকার সুদের প্রমিসরি নোট কি ট্রান্সফর লোন সিকুরিটি, বর্ত্তমান মাসের ৩০ তারিখের পরে, কোন লোনের টাকার পরিবর্ত্তে গ্রাহ্য হইবেক না।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

১৮৫৯ সালের ২৯ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৫৯ সাল ২০ আপ্রিল।

ইহাতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নীচের লিখিত * লোনের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট যাঁহারদের হাতে থাকে তাঁহারা, ঐ লোন যত কাল চলিবার প্রতিজ্ঞা হইয়াছে তত কালপর্য্যন্ত আপনারদের ইচ্ছা.

---

* ১৮৫৪। ৫৫ সালের পবলিক ওর্কসের শতকরা ৫৲ টাকার সুদের লোন। ও ১৮৫৬। ৫৭ সালের শতকরা ৫৲ টাকার সুদের লোন ও ১৮৫৯। ৬০ সালের শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকার সুদের লোন।

period for which the said Loans have respectively been guaranteed, either in the manner heretofore observed, or by Coupons payable to Bearer signed by the Accountant General to the Government of India.

Promissory Notes in the form heretofore in use can be exchanged on renewal for Promissory Notes having Coupons attached. The Coupons will be in the following form :—

COUPON.

No. Rs.

The sum of Rupees for Interest, at per Cent per Annum, for the half year ending on upon the Promissory Note of the Government of India, No. , of the Loan of , for Rupees will be payable to Bearer on presentment of this Coupon, at the General Treasury of Fort William, on or after the of

Rs No.

(Signed)

Accountant General to the Government of India.

When the last of the Coupons attached to any Note shall have become payable, the Interest payable on the Note, until the expiration of three months after notice of payment of the Principal, will be paid at the General Treasury at Fort William, to the lawful Holder of the Note, on his presenting the same and writing his receipt thereon ; or at the option of the lawful Holder, the Note may be enfaced for payment of Interest at the East India House in London by Bills on demand on the General Treasuries of Calcutta or Madras, subject to the Rules and Regulations at present in force, or that may hereafter be issued by the Right Hon'ble the Secretary of State for India, or by this Government.

Published by Order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

C. Hugh Lushington,
Secy. to the Govt. of India.

মতে পূর্ব্বাবধি যেমন সুদ পাইয়া আসিতেছেন তেমনি লইতে পারিবেন, কিম্বা ১৮৫৯ সালের ১ মে তারিখ-অবধি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আকেকাণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দস্তখৎকরা কুপনদ্বারা সুদ পাইতে পারিবেন। সেই কুপন যাঁহার হাতে থাকে তাঁহাকে তাহার টাকা দেনা [illegible]

যে প্রমিসরি নোট এখন [illegible] তাহা নূতন করিয়া লইবার সময়ে তাহার পরিবর্তে কুপনযুক্ত প্রমিসরি নোট পাওয়া যাইতে পারে। কুপনের পাঠ এই।

কুপন।

নম্বর——— ———টাকা।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার পরে এই কুপন ফোর্ট উলিয়মের জেনরল ট্রেজুরীতে যে জন উপস্থিত করেন তাঁহাকে, অমুক সালের লোনের ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অমুক নম্বরের এত টাকার প্রমিসরি নোটের উপর, অমুক তারিখ-পর্য্যন্ত বৎসরে শতকরা এত টাকার সুদের হিসাবে ছয় মাসের এত টাকা সুদ দেনা হইবেক।

———টাকা ———নম্বর।

দস্তখৎ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আকেকাণ্টেণ্ট জেনরল।

কোন নোটের সঙ্গে যে সকল কুপন দেওয়া যায় তাহার মধ্যে শেষ কুপনমতের সুদ যখন দেনা হয় তখন, ঐ নোট ন্যায্যমতে যে ব্যক্তির হয় তিনি সেই নোট ফোর্ট উলিয়মের জেনরল ট্রেজুরীতে উপস্থিত করিলে ও তাহার উপর রসীদ লিখিয়া দিলে, আসল টাকা পরিশোধ হইবার সম্বাদ দেওয়া যাইবার পর তিন মাসের শেষপর্য্যন্ত ঐ নোটের উপর যত সুদ পাওনা হয় তাহা তাঁহাকে ঐ ট্রেজুরীতে দেওয়া যাইবেক। অথবা ঐ নোট ন্যায্যমতে যে ব্যক্তির হয় তিনি ইচ্ছা করিলে, এইক্ষণে যে বিধি ও নিয়ম চলন আছে তদনুসারে, কিম্বা ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেব কিম্বা এই গবর্ণমেণ্ট পরে যে কোন বিধি কি নিয়ম করিয়া থাকিবেন তদনুসারে, কলিকাতার কিম্বা মান্দ্রাজের জেনরল ট্রেজুরীর উপর দাওয়া হইবামাত্র টাকা দিবার হুণ্ডীর দ্বারা সেই সুদ লণ্ডন নগরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া হোসে দিবার হুকুম ঐ নোটের উপর লেখা যাইতে পারিবেক।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. / গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

নং ২৫৭।

ইশ্‌তেহার।

১ দফা। উড়িসিয়া প্রদেশের মধ্য এবং দক্ষিণ এজেন্সীহইতে মোং সালিখার সরকারী গোলায় লবণ তোলাই করিবার জন্যে টেণ্ডরের দরখাস্ত আগামি ১৭ মে তারিখের বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত এই বোর্ডের দপ্তরখানায় লওয়া যাইবেক।

২ দফা। এই টেণ্ডরের দরখাস্ত সকল নিয়মিত ফারম মত দাখিল করিতে হইবেক তাহার ফারম এই দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবেক।

৩ দফা। নীচের লিখিত প্রত্যেকং প্রদেশহইতে লবণ রওয়ানা করিবার নিমিত্ত পৃথকং কানট্রাকট করিতে হইবেক ঐ প্রদেশ সকলের নাম এই কটক প্রদেশের মধ্য স্থল হামুয়ার গোলা এবং দক্ষিণ অর্থাৎ পুরী এজেন্সী মধ্যে আস্ত্রাঙ্গ আড়ঙ্গ এবং চিলকার সমুদ্রীয় হ্রদ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ আপ্রিল।]

৪ দফা। যে সকল ব্যক্তি দরখাস্ত করিবেক তাহারদিগকে সাহেবান রিবিনিউ বোর্ডের এবং কটক দেশের কমিসানর সাহেবের খাতিরজমা করিয়া দিতে হইবেক যে যত নেমকের জন্য কানট্রাক্টের প্রার্থনা রাখে তাহা সমুদয় নেমক ঢোলাইয়ের সমস্থান আছে এ প্রযুক্ত প্রত্যেক দরখাস্ত করণিয়াকে আপন দরখাস্তের সং লিত যে সকল সুলুপ ঢোলাইয়ের জন্য নিযুক্ত করিতে চাহে তাহার ইসমওয়ারি ফর্দ দাখিল করিতে হইবেক।

৫ দফা। প্রত্যেক বৎসর হামুবার গোলাহইতে ১০০০০০/ মোন নেমকের অধিক ঢোলাই হইবার সম্ভাবনা নাই আয়া[illegible]হইতে আন্দাজ ৮০০০০/ মোন নেমক আগামি বৎসর ঢোলাই হইতে পারে এবং চিলকিয়ার আ[illegible]হইতে আন্দাজ ৩২০০০০ মোন। প্রত্যেক প্রদেশহইতে যত মোন নেমক ঢোলাই করিবার জন্য সুলুপ আবশ্যক হইবেক তাহা সমুদয় নেমকের জন্য কিম্বা ঐ নেমকের সিকি ভাগের ন্যূন না হয় এমত অংশের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেক।

৬ দফা। কানট্রাক্টদারান যে পরিমাণ নেমকের নিমিত্তে কানট্রাক্ট নির্দ্দিষ্ট হইবেক সেই পরিমাণ নেমক ইস্তক অক্টোবর মাসের আখেরি কটাল লাগাদ ফেব্রুআরি মাসের শেষ এই মেয়াদের মধ্যে ঢোলাই করিতে অনুমতি দিবেক।

৭ দফা। যেং ব্যক্তির দরখাস্ত মঞ্জুর হইবেক তাহারদিগকে আপন আপন কানট্রাক্টের কর্ম্ম সুচারুরূপে আঞ্জামের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রমীসরী নোট অথবা অন্য অপরিহার্য্য মাতবর জামিনী দাখিল করিতে হইবেক।

৮ দফা। বোর্ডের এমত এক্তিয়ার থাকিল যে কোন কারণ না দর্শাইয়া কোন ব্যক্তির টেণ্ডরের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে পারেন।

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ।

ফোর্ট উলিয়ম। সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১৫ মার্চ।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

LAND ADVERTISEMENT. ভূমিবিষয়ক ইশতিহার।

জিলা যশোহর।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহালাত সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধানমতে লাটবন্দী হইয়া বাকী দাখিলের শেষ দিবস বর্ত্তমান সন ১৮৫৯ সালের ২৮ মার্চ মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১৮৬৫ সালের ১৬ চৈত্র অবধারিত হইয়াছিল তাহাতে বাকী দাখিল না হওয়াপ্রযুক্ত উক্ত আইনের ৬ ধারার বিধানমতে বর্ত্তমান সনের ৩০ আপ্রিল মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৬ সালের ১৮ বৈশাখ রোজ শনিবার জিলা যশোহরের কালেক্টরী কাছারিতে শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ৯ আপ্রিল মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৫ সাল তারিখ ২৮ চৈত্র।

তৌজীর।

নম্বর।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

১৩৯ তরফ কাশিমপুর পরগনে জাঙ্গিরাবাদ ও তারাউজিয়াল তালুক গোপালদাস মজুমদার ও বিপ্রদাস মজুমদার সদর জমা ৯৫৩৸৵২

৯৩৫ কিসমৎ বাউতিপাড়া পরগনে হাবেলি তালুক কৃষ্ণরূপচন্দ্র গুহ সদর জমা ১০২৸৵৫

৯৭৫ কিসমৎ গট্টী পরগনে হাবেলি তালুক লাল খাতুন ও জিবন্ নেছা খাতুন ও মির কামালদ্দীন ওরফে মেহের আলি সদর জমা ১১৮৶৬

১৫৬২ কিসমৎ রাণপাশা পরগনে হাবেলি তালুক রামপ্রসাদ সো সদর জমা ৬৭৸৶১১

১৬৪০ কিসমৎ গট্টী পরগনে হাবেলি তালুক মাহামুদ আকমন্ সদর জমা ৫২ ৷/৭

১৮০৯ কিসমৎ দেবীনগর ওগায়রহ পরগনে কাসিমনগর তালুক অমরসিংহ ঘোষ চৌধুরী ও রাজনারায়ণ ঘোষ ও গুরুপ্রসাদ ঘোষ ও রামরত্ন বসু ও জগমোহন দত্ত ও যাঁহাএয়ার সদর জমা ৬৮৯৶৪

১৯২৬ কিসমৎ বানমডাঙ্গা পরগনে সাতোর তালুক বদিঅদ্দি সদর জমা ৭৩ ৷৵১

F. C. Fowle, *Collector.*

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশতিহার।

সুপ্রিম কোর্ট।

রিসিবর আফিস।

ইজারা।

রাজেন্দ্র দত্ত — বাদী।

চণ্ডীচরণ দত্তদিগর — প্রতিবাদী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ২৭ আপরেল বুধবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত জেমেশ ওএলচ সাহেব তাঁহার আফিসে ৺ কালীপ্রসাদ দত্তের ইষ্টেটের বক্ত জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি পরগনে চৌমহার মতালক লাট মহাদেব বাটী দুই গ্রাম নিজ মহাদেব বাটী ও দেওীপুরের ইজারার ডাক লইবেন যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হএন ঐ সময়ে রিসিবর আফিসে উপস্থিত হইবেন ইতি।

আরং বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কোর্ট হৌউস।

রিসিবর আফিস তারিখ ৭ আপরেল ১৮৫৯ সাল।

[*Gove rnment Gazette, 26th April,* 1859.]

নিম্নাঙ্কিত পুস্তকাদি কলিকাতাস্থ আমড়াতলা পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে বিক্রের আছে মুল্য পাঠাইলে পাইবেন।

শব্দাম্বুধি ৩৮০০০ শং ২॥০
নূতনাভিধান ২০০০০ ঐ ১৲
অমরার্থ দীধিতি ১॥০
হরিভক্তি বিলাসসটীক১০৲
সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র ইহাতে অ-ষ্টাদশ পুরাণের অনুবাদ গৌড়ীয় ভাষায় ১ অবধি ১২ সংখ্যাপর্য্যন্ত ৩৲
এবং প্রতিমাসে এক২ খণ্ড প্রকাশ হইতেছে ।০
১৩নাং ২৪ সংখ্যা অং২৲
শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় ভা-ষায় অনুবাদিত ১ । ২ । ৩ ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ স্কন্ধ ৪ ।০
যোগবাশিষ্ঠ১নাং২৬সর্গ ৪

অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা, ১ খণ্ড ৪
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রং ২
আরব্যোপাখ্যান, ১ মাং ৫, পঞ্চম খণ্ডে ৫
অপূর্ব্বোপাখ্যান,২১ প্রং২
বত্রিশ সিংহাসন, গদ্য ১
আঢ্যকৃত ইংবাং ডিক্সনরি অর্থাৎ ইং শব্দের ইং ও বাং অর্থসম্বলিত ৭০০ পৃষ্ঠা এ প্রকার ডিক্সনরি পূর্ব্বে কখন প্রকাশ হয় নাই ৫
শিবসংকীর্ত্তন ১
ইংরাজী শকুন্তলা ১
প্রবোধচন্দ্র নাটক ১

হিতোপদেশ ইং বাং সং ২
বেদান্তসার ১
কাজীর বিচার ॥০
অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর মানসিংহ চৌরপঞ্চাশতএক জেলদ ১০ খণ্ড প্রতিমুর্ত্তি ১
রেবিক ও হকিম মৌলবী আবদুল মজিদকৃত পারস্য ভাষায় অভিধান ৪০
রিচার্ডসন কৃত ইং পারস্য এবং পারস্য ও ইং ডিক্স-নরি ২ বালম ৫০
রোম দেশীয় ইতিহাস ৬৲
গ্রীক দেশীয় ঐ ঐ ৩৲
ইংলণ্ড দেশীয় ঐ ঐ ৩৲
ভারতবর্ষীয় ঐ ঐ ৩৲
ন্যায়দর্শন ২॥০

কেরি বাং ইং ডিক্সনারি ৬০
জেকবের লা, ডিক্সনরী ১০৲
পূর্ণচন্দ্রোদয় এবং সংস্কৃত মুল পুরাণাদির ভাষাসহিত ১০০ পৃষ্ঠা মাসিক ১ বাং৮৲
চি[illegible]সার ১॥০
কোলব্রুকের অমরকোষ৮৲
ঐ ব্যবস্থা ... ... ২৪৲
ঐ হিন্দুলা ২৪
ঐ মেকনাটন ২০৲
গবর্ণমেণ্ট আইন ইং১৭৯৩ নাং ১৮ ৩৩,৯ বালম ১০০৲
শব্দসাধন মুক্তাবলী ২৲
চমৎকার হিরাজাদ ... ১৲
আলালের ঘরের দুলাল৮০
মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ ৬৲
নানাপ্রকার মুদ্রাঙ্কন লৌহ যন্ত্রের আমদানী হইয়াছে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ আপ্রিল।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল

CALCUTTA PUBLICK LIBRARY

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, MAY 3, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ৩ মে।

HOME DEPARTMENT.

No. 707.

Fort William, 4th April, 1859.

[Continued from page 270.]

PROCLAMATION.

II.

ALLOTMENT OF IMMIGRANTS NOT SPECIALLY ENGAGED IN INDIA.

XXIX. The wages and allowances of all Immigrants, who shall not have engaged in India to individual employers, shall for their first period of service for three years or otherwise be upon the scale to be fixed by Government in the mode after described; and no alteration which may come into operation upon the said scale after the date of any allotment shall have any effect upon the wages and allowances of the Immigrant allotted previously thereto.

XXX. When their first service shall have terminated by the said Immigrants having served during its whole period, with any extension on account of unlicensed absences, they will be free to engage with any employer upon any terms that may be mutually agreed to.

XXXI. But in case the first service of any allotted Immigrant shall terminate prematurely, such Immigrant shall be again allotted to another employer or employers, successively, for the residue of his original allotment; provided that he shall receive the same wages and allowances as if he had continued in his first employment.

XXXII. Every Immigrant who shall not have been engaged in India to an individual employer shall, in presence of the Emigration Agent at the Presidency from which he shall be embarked, sign a Contract, as nearly as may be in the Form of

দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

৭০৭ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৪ আপ্রিল।

[২৭০ পৃষ্ঠাহইতে চলিতেছে।]

বিজ্ঞাপন।

২

ভারতবর্ষে করারমতে নিযুক্ত না হইয়া যাহারা মরিচ উপদ্বীপে যায় তাহারদিগকে কর্ম্মে ভর্ত্তি করিবার বিধি।

২৯ দফা। যাহারা বিশেষ কোন মুনিবের নিকটে কর্ম্ম করিতে ভারতবর্ষেতে করার না করিয়া মরিচ উপদ্বীপে যায়, তাহারা প্রথম তিন বৎসর কিম্বা অন্য কালপর্য্যন্ত, অর্থাৎ চাকরী করিবার প্রথম মিয়াদ যত দিন না ফুরায় তত দিনপর্য্যন্ত, গবর্ণমেণ্ট যে নিরিখ ধার্য্য করেন সেই নিরিখমতে ইহার পরের লিখিত বিধিক্রমে বেতন ও উপরি খরচ পাইবেক। ও কর্ম্মে ভর্ত্তি হইলে পর সেই নিরিখের কিছু অদলবদল হইলেও তাহারদের বেতনের কি উপরি খরচের কিছু কমীবেশী হইবেক না।

৩০ দফা। ঐ লোকেরদের চাকরী করিবার প্রথম মিয়াদ ফুরাইলে পর, ও তাহার মধ্যে অনুমতি না পাইয়া কোন সময়ে গরহাজির থাকিলে অধিক যত কাল চাকরী করিবার বিধি হয়, তাহা সমাপ্ত হইলে পর, তাহারা যে মুনিবকে চাহে সেই মুনিবের সঙ্গে বেতনপ্রভৃতির করার স্বেচ্ছামতে করিয়া তাঁহার নিকটে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।

৩১ দফা। কিন্তু যাহাকে সেই প্রকারে কোন কর্ম্মেতে ভর্ত্তি করা যায় তাহার চাকরী করিবার মিয়াদ না ফুরাইলেও যদি চাকরী যায়, তবে ঐ মিয়াদের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত তাহাকে অন্য কোন মুনিবের নিকটে কিম্বা ক্রমশঃ অন্য২ মুনিবের নিকটে কর্ম্ম করাইয়া দেওয়া যাইবেক। পরন্তু প্রথম কর্ম্মেতে থাকিলে যত বেতনপ্রভৃতি পাইত ততই পাইবেক।

৩২ দফা। কোন লোক বিশেষ কোন মুনিবের নিকটে চাকরী করিতে ভারতবর্ষে করার না করিয়া গেলে, যে রাজধানীতে জাহাজে উঠিবেক সেই রাজধানীর বিদেশগমনশীল মজুর প্রভৃতির এজেণ্ট সাহেবের সম্মুখে তাহার I [চিহ্নিত পাঠের লেখা সাধ্যমতে অবিকল

Schedule I., which Contract the said Agent shall transmit to Mauritius, along with the Immigrant, and his name, number and marks.

এক করারনামায় দস্তখৎ করিতে হইবেক। তাহাতে ঐ এজেণ্ট সাহেব করারনামা সমেত ঐ লোকের নাম ও নম্বর ও চিহ্নের এক লিপি সেই লোকের সঙ্গে মরিচ উপদ্বীপে পাঠাইবেন।

XXXIII. Every person intending to apply for an allotment of Immigrants one or more shall lodge with the Protector a requisition containing the items of his proposed Contract, in the Form K. of Schedule; which requisition may be withdrawn or altered any time before an allotment shall have been made and duly certified upon it.

৩৩ দফা। সেই প্রকারের যে লোকেরা মরিচ উপদ্বীপে যায় তাহারদের কোন লোকদিগকে যদি কেহ চাকর করিয়া রাখিতে চাহেন, তবে তিনি সেই মর্ম্মের এক আদেশপত্র রক্ষক সাহেবের নিকটে লিখিবেন, ও সেই লোকেরদের সঙ্গে যে চুক্তি করিতে চাহেন তাহার সকল দফা তফসীলের K চিহ্নিত পাঠের লিখনমতে লিখিবেন। ঐ মজুরপ্রভৃতির কর্ম্মে ভর্ত্তি হইবার, ও তাহার সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার আগে কোন সময়ে, ঐ আদেশপত্র বাতিল কি মতান্তর করা যাইতে পারিবেক।

XXXIV. The Protector of Immigrants, as soon as possible, after the arrival of any Immigrants not engaged in India to individual employers, shall register them and give them tickets as by the practice at the date hereof.

৩৪ দফা। কোন লোকেরা বিশেষ কোন মুনিবের নিকটে চাকরী করিতে ভারতবর্ষেতে করার না করিয়া ঐ উপদ্বীপে পঁহুছিলে, মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেব সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া এইক্ষণকার চলিত দাঁড়ামতে তাহারদিগের নামাদি রেজিষ্টরী করিবেন ও তাহারদিগকে টিকিট দিবেন।

XXXV. When any such Immigrant shall have been recruited for an individual employer, the Protector shall allot him to such employers, provided both parties consent to such allotment. He shall follow the same course in regard to any Immigrant who shall express his preference for an individual employer.

In both of these cases when the Immigrants allotted are in excess of the proportion to which the employer would be entitled by Regulations, the employer shall pay the expenses applicable to such Immigrants in excess, in terms of Ordinance No. 22 of 1857.

৩৫ দফা। সেই প্রকারের কোন লোক যদি বিশেষ কোন মুনিবের নিকটে কর্ম্ম করিবার জন্যে প্রেরিত হইয়া আসিয়া থাকে, তবে ঐ মুনিব ও মজুরপ্রভৃতি উভয়ের সম্মতি হইলে ঐ রক্ষক সাহেব তাহাকে ঐ মুনিবের কর্ম্মে ভর্ত্তি করিবেন। যদি কোন লোক কোন বিশেষ মুনিবের নিকটে চাকরী লইতে পসন্দ করে, তবেও রক্ষক সাহেব সেই প্রকারে কার্য্য করিবেন।

ঐ উভয় স্থলে যত জন মজুরপ্রভৃতি এক যাত্রায় পঁহুছে তাহারদের সংখ্যা বুঝিয়া মুনিব বিধিমতে যত জন মজুরকে পাইতে পারেন, তাহার অধিক লোক যদি তাঁহার কর্ম্মে ভর্ত্তি হয়, তবে ঐ মুনিব ঐ অতিরিক্ত লোকেরদের খরচ ১৮৫৭ সালের ২২ আইনের নিয়মমতে দিবেন।

XXXVI. But in the cases mentioned in the preceding Articles, the Protector shall not give effect to any recruiting or selection which shall have been induced by improper agency or artifice in any place whatever.

৩৬ দফা। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত নানা দফার লিখিত স্থলে, কোন মজুরকে অনুপযুক্ত লোকদ্বারা, কিম্বা কোন চাতুরীক্রমে, কোন স্থানে পসন্দ হইয়া পাঠান গেলে, রক্ষক সাহেব সেই কার্য্য সফল করিবেন না।

XXXVII. Whenever it shall appear to the Protector that an Immigrant has selected a particular employer in consequence of the intervention of any person habitually making a trade, business or speculation of interposing between employers and Immigrants, the Protector shall not allot him to the employer so selected.

৩৭ দফা। কোন লোক মুনিবেরদের ও মজুরপ্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী হইয়া মজুরপ্রভৃতিকে লইয়া কারবার কি দালালী করিয়া থাকাতে, মজুরপ্রভৃতি বিশেষ কোন মুনিবকে পসন্দ করে, ইহা যদি রক্ষক সাহেব কোন সময়ে দেখিতে পান, তবে ঐ মজুরপ্রভৃতি যে মুনিবকে পসন্দ করে তাঁহার নিকটে রক্ষক সাহেব তাহার কর্ম্ম করাইয়া দিবেন না।

XXXVIII. The Protector shall not recognise any recruiting for or selection of any individual employer, unless the same shall have been intimated to the Protector, or a duly qualified Officer of his Department, either on board the vessel which shall have brought the Immigrant, or upon the Immigrant's giving his name to the Protector at the Depôt on his arrival, and the Protector shall take the earliest opportunity of ascertaining whether any and which of the Immigrants arriving in any vessel have been recruited for or have selected their employers.

৩৮ দফা। কোন মজুরপ্রভৃতিকে বিশেষ কোন মুনিবের নিমিত্তে পাঠান গিয়াছে, কিম্বা সে বিশেষ কোন মুনিবকে পসন্দ করে, এই কথা কোন মজুরপ্রভৃতি যে জাহাজে যায় সেই জাহাজে থাকিতে, কিম্বা বারিক ঘরে পঁহুছিলে আপনার নাম জানাইবার সময়ে, যদি রক্ষক সাহেবকে কিম্বা তাঁহার দফতরখানার উপযুক্ত কোন কর্ম্মকারক সাহেবকে না জানায়, তবে ঐ মজুরপ্রভৃতি সেই মুনিবের নিমিত্তে আসিয়াছে কিম্বা সেই মুনিবকে পসন্দ করে এই কথা রক্ষক সাহেব গ্রাহ্য করিবেন না। কোন মজুরপ্রভৃতি কোন জাহাজে পঁহুছিলে তাহারদের মধ্যে কোন জাহাজে ও কাহারদিগকে কোন বিশেষ মুনিবের নিকটে পাঠান গিয়াছে, ও তাহারদের মধ্যে কেহ ও কে২ আপন২ মুনিবকে পসন্দ করিয়াছে, এই বিষয় জানিতে রক্ষক সাহেব সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া চেষ্টা করিবেন।

XXXIX. Upon any vessel arriving with Immi-

৩৯ দফা। বিশেষ কোন মুনিবের নিকটে চাকরী

grants not engaged in India to individual employers, the Protector shall, either on board the vessel, or as soon as possible after the landing of the Immigrants, set aside all such as shall declare themselves to have been recruited for or to have selected individual employers, and to be ready to engage with them, and he shall without delay prepare, execute and deliver their certificates of allotment as aftermentioned.

XL. Immigrants who shall not have specially engaged in India and who shall not have declared that they have been recruited for, or have selected individual employers shall be allotted to persons applying for them according to the proportions specified in the *Government Gazette* of 17th April 1858, or in any Proclamation upon the subject to be made by the Governor in Executive Council.

XLI. In reckoning the proportion of each employer, account shall be taken of Immigrants allotted to him in consequence of recruiting or selection, but not of Immigrants who shall have been engaged to him under Contracts in India.

XLII. No allotment shall be made to any middleman coming within the description of Art. 37 or to any person trafficking in the services of Immigrants.

XLIII. The Immigrants arriving in each ship without previous recruiting or selection shall be regarded as one group, and shall be distributed among the parties entitled to them in one or more Districts; the several Districts being for this purpose arranged in Alphabetical order, and following each other in regular rotation.

XLIV. When any such group shall not suffice to give one-fourth part of their quota to the Requisitionists in any District, they shall be distributed proportionally among those Requisitionists in Alphabetical order who shall be entitled together to four times the number for distribution; and the remaining Requisitionists in such District shall not be entitled to their allotments until one group shall have been distributed in like manner among the Requisitionists in the other Districts.

XLV. After all the Districts shall have been gone over, distribution shall again be made in the same rotation, those employers in each District among whom no distribution has been made being

করিতে ভারতবর্ষে করার করে নাই এমত মজুরদিগকে লইয়া কোন জাহাজ পঁহুছিলে, তাহারদের মধ্যে যাহারা কহে যে, আমারদিগকে বিশেষ কোন মুনিবের নিমিত্তে পাঠান গিয়াছে, কিম্বা আমরা বিশেষ অমুক মুনিবদিগকে পসন্দ করি, ও তাঁহারদের সঙ্গে করার করিতে প্রস্তুত আছি, এমত সকল লোককে রক্ষক সাহেব, ঐ মজুরপ্রভৃতি জাহাজে থাকিতে কিম্বা উত্তরিবার পরে, সাধ্যমতে অরা করিয়া পৃথক রাখিবেন, ও অবিলম্বে তাহারদিগকে চাকরীতে ভর্ত্তি করিবার সর্টিফিকট পূর্ব্বোক্তমতে তৈয়ার ও দস্তখৎ করিয়া দিবেন।

৪০ দফা। যে লোকেরা ভারতবর্ষে বিশেষ করারক্রমে নিযুক্ত না হয়, ও যাহারা কোন বিশেষ মুনিবের নিমিত্তে প্রেরিত হইয়াছে কিম্বা বিশেষ মুনিবকে পসন্দ করিয়াছে এমত কথা না কহে, সেই লোকেরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যাঁহারা প্রার্থনা করেন, তাঁহারদের মধ্যে, ১৮৫৮ সালের ১৭ আপ্রিল তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটের নির্দ্দিষ্টমতে, কিম্বা এক্সেকিটিব কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর সাহেব সেই বিষয়ের যে কোন ঘোষণা করেন তাহার নির্দ্দিষ্টমতে, তাহারদিগকে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবেক।

৪১ দফা। একং জন মুনিবের হাতে যত জন মজুরকে দিতে হইবেক ইহার হিসাব করিবার সময়ে, তাঁহার নিমিত্তে প্রেরিত হইয়াছে কিম্বা তাঁহাকে পসন্দ করিয়াছে বলিয়া যত জন মজুরকে পান তাহারদিগকে গণিতে হইবেক, কিন্তু ভারতবর্ষে করার করিয়া যে মজুরপ্রভৃতি তাঁহার নিকটে কর্ম্ম করিতে বদ্ধ হয় তাহারদিগকে হিসাবে ধরিতে হইবেক না।

৪২ দফা। মধ্যবর্ত্তী বলিয়া যে প্রকারের লোকের কথা ৩৭ দফাতে লেখা হইয়াছে তাহারদিগকে, কিম্বা মজুরপ্রভৃতিকে কর্ম্ম দেওয়াইবার কার্য্যেতে যাহারা দালালী করে, এমত কোন লোককে কোন মজুরপ্রভৃতি দেওয়া যাইবেক না।

৪৩ দফা। কোন মুনিবের নিমিত্তে পাঠান যায় নাই কিম্বা মুনিবকে পসন্দ করে নাই এমত যত জন মজুরপ্রভৃতি এক জাহাজে পঁহুছে, তাহারা সকলি একি দলস্বরূপে হইয়া, এক কি অধিক জিলার যে মুনিবেরা তাহারদিগকে পাইতে পারিবেন তাঁহারদের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবেক। এই কারণে বর্ণমালার অক্ষরক্রমে ঐ সকল জিলার নামের আদি অক্ষর ধরিয়া সকল জিলার নাম ক্রমশঃ লিখিয়া রাখা যাইবেক।

৪৪ দফা। একি জিলার যত জন আদেশপত্র দিয়াছেন তাঁহারা যত জন মজুর লিখিয়াছেন, কোন দলে অল্প মজুর থাকাতে যদি সকলে চারি ভাগের এক ভাগপর্য্যন্ত না পাইতে পারেন, তবে ঐ জিলার যে সাহেবেরা আদেশপত্র দিয়াছেন তাঁহারদের সকলের নাম বর্ণমালার অক্ষরক্রমে আদি অক্ষর ধরিয়া লিখিতে হইবেক, ও বিলি করিয়া দিবার যত জন মজুর আছে তাহারদের চারিগুণ লোককে যত জন মুনিব পাইতে পারেন, তাঁহারদের মধ্যে হারহারিমতে ঐ মজুরদিগকে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবেক। পরে অন্য সকল জিলার যে সাহেবেরা আদেশপত্র লিখিয়াছেন তাঁহারদের একং জিলার সাহেবেরদের মধ্যে একং দল মজুর সেই প্রকারে বিলি করিয়া না দেওয়া গেলে, ঐ প্রথম জিলার অবশিষ্ট সাহেবেরা আপনারদের আদেশপত্রমতে মজুরকে পাইতে পারিবেন না।

৪৫ দফা। সকল জিলাতে সেই প্রকারে মজুরদিগকে বিলি করিয়া দেওয়া গেলে পর, পুনরায় প্রথম জিলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারদিগকে বিলি করা যাইবেক, ও আগে যাঁহারা কোন মজুর পান নাই তাঁহারদিগকে

supplied first, and afterwards those who shall only have received part of their quota.

XLVI. After all employers throughout the Colony shall have received their full quotas, allotments shall be made to those who may be willing to pay (in terms of Ordinance No. 22 of 1857) for the passage money and other expenses of additional Immigrants so to be allotted, and in such allotment each group of Immigrants shall be distributed in the order and proportions above specified.

XLVII. The Protector shall arrange the Immigrants so as to carry out the above mode of allotment with as little disturbance as possible to their association among themselves in bands, he shall also have and shall exercise a discretionary power to deviate from the strict order above specified whenever such deviation may be necessary to prevent Immigrants who are connected by family ties from being allotted against their will to different employers.

XLVIII. Every allotment shall be made by written certificate in the terms, and executed as in the Form L. hereunto annexed; which certificate shall be appended to the requisition abovementioned.

XLIX. Upon being so executed, and being delivered by the Protector to the intended employer or his authorized Agent, it shall operate as a binding obligation on the parties to enter into a formal Contract of Service in the terms mentioned in the requisition.

L. The Protector at the time with delivering to the employer or his Agent the certificate of allotment shall also deliver the whole Immigrants thereby allotted.

LI. Every such certificate shall be full authority to the Stipendiary Magistrate having jurisdiction in the premises, to make out and execute a formal written Contract of Service in terms of the requisition and certificate; and in so doing he shall not enquire whether the Immigrant and employer consents to such Contract: nor shall it be necessary for the separate parties to attend before the Magistrate for the purpose of executing the same.

LII. The service shall be held to have commenced at the date of the certificate of allotment.

III.

GENERAL REGULATIONS.

LIII. The Protector of Immigrants shall as soon as possible, after the passing of these Regulations, procure and furnish to the Governor for transmission to the Government Emigration Agents

এইবার প্রথমে মজুরপ্রভৃতিকে দেওয়া যাইবেক, পরে যাঁহারা আপনারদের আদেশপত্রের একাংশ পাইয়াছিলেন, তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইবেক।

৪৬ দফা। উপদ্বীপের সকল মুনিব যখন সেই প্রকারে আপনারদের আদেশমতে সকল মজুরকে পাইয়াছেন, তখন অধিক মজুরপ্রভৃতি বিলি হইবার জন্যে থাকিলে তাহারদের পথখরচপ্রভৃতি যাঁহারা ১৮৫৭ সালের ২২ আইনের নিয়মমতে দিতে রাজী হন, তাঁহারদের মধ্যে সেই অবশিষ্ট লোককে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবেক, অর্থাৎ ঐ মজুরপ্রভৃতির এক২ দলের লোক উপরের নির্দ্দিষ্টক্রমে ও হিসাবমতে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবেক।

৪৭ দফা। ঐ মজুরপ্রভৃতি দলে২ এক সঙ্গে থাকিতে চাহিলে, রক্ষক সাহেব সাধ্যমতে ঐ দল না ভাঙ্গিয়া তাহারদিগকে উক্ত প্রকারে বিলি করিবার জন্যে ঐ মজুরপ্রভৃতিকে শ্রেণী২ করিয়া রাখিবেন। আরো ঐ মজুরপ্রভৃতির মধ্যে যাহারদের পরস্পর জাতিসম্বন্ধ থাকে তাহারদের নিজ ইচ্ছাবিরুদ্ধে তাহারা ভিন্ন২ মুনিবের নিকটে চাকরী না পাইয়া একত্রে থাকিতে পারে, এই নিমিত্তে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াও কার্য্য করিতে হইলে, রক্ষক সাহেব ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেও পারিবেন, ও আপনার বিবেচনামতে ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিবেন।

৪৮ দফা। যাহারদিগকে সেই প্রকারে বিলি করিয়া কর্ম্মে ভর্ত্তি করা যায় তাহারদিগকে এই আইনের শেষ ভাগের L চিহ্নিত পাঠের লিখিত নিয়মমতে লেখা ও দস্তখৎ করা সর্টিফিকটক্রমে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া যাইবেক। ও সেই সর্টিফিকট উপরোক্ত আদেশপত্রের সঙ্গে টাঙ্কিয়া রাখা যাইবেক।

৪৯ দফা। ঐ সর্টিফিকট সেই প্রকারে দস্তখৎ হইলে পর, ও যে জন ঐ মজুরপ্রভৃতিকে কর্ম্ম দিবেন তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেণ্টকে রক্ষক সাহেব তাহা দিলে পর, সেই সর্টিফিকট তমঃসুকের তুল্য হইয়া, ঐ মুনিব ও মজুরপ্রভৃতি সেই আদেশপত্রের লিখিত নিয়মানুসারে দাঁড়ামতে চাকরীর করার করিতে বদ্ধ থাকিবেন।

৫০ দফা। রক্ষক সাহেব, কর্ম্মে ভর্ত্তি করিবার ঐ সর্টিফিকট যে সময়ে মুনিবকে কি তাঁহার এজেণ্টকে দেন, সেই সময়ে যত জন মজুরপ্রভৃতিকে তদনুসারে দিতে হয় তাহারদের সকলকেও তাঁহার হাতে সমর্পণ করিবেন।

৫১ দফা। ঐ মুনিবের বাড়ী ষ্টিপেণ্ডিয়রি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে, তিনি ঐ সর্টিফিকটের বলে, আদেশপত্রের ও সর্টিফিকটের নিয়মানুসারে চাকরীর করারনামা দাঁড়ামতে লেখাইয়া ও দস্তখৎ করাইয়া দিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। ও তাহা করিবার সময়ে, ঐ মজুরপ্রভৃতি ও মুনিব সেই করারে সম্মত আছেন কি না ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। তাহাতে দস্তখৎ করিবার জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উভয় পক্ষের হাজির হওয়া আবশ্যক হইবেক না।

৫২ দফা। বিলি করিবার সর্টিফিকটে যে তারিখ থাকে সেই তারিখঅবধি চাকরী আরম্ভ হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

৩।

সাধারণ বিধি।

৫৩ দফা। মরিচ উপদ্বীপের মধ্যে নানা প্রকার কৃষাণদিগকে ও ভৃত্যে রাজপ্রভৃতিকে ও কামারপ্রভৃতিকে ও ঘরের চাকরদিগকে যেং হারে বেতন ও উপরি খরচ দেওয়া যায় তাহার এক পূরা ও যথার্থ ফর্দ্দ ভারতবর্ষে

in India a full and accurate statement as to the average rates of wages and allowances for different kinds of agricultural laborers, tradesmen, artisans and domestic servants in the Colony distinguishing the rates applicable: 1*st.*, to newly arrived Immigrants; 2*nd.* to Immigrants who have been three years in the Colony, and 3*rd.* to old Immigrants.

LIV. From these materials there shall be fixed under authority of the Governor the rate of wages and allowances of ordinary agricultural laborers to be allotted during the ensuing year, and of those to be engaged without the intervention of Special Agents.

There shall also be prepared a scale of the minimum and maximum rates of wages and allowances of tradesmen, artisans and household servants current at the time.

The said scales may be graduated so as to increase year by year throughout the first period of service.

The scales so prepared shall as soon as possible be published in the *Government Gazette*.

LV. Similar scales shall be made not later than the month of August in each succeeding year from which a similar scale of wages and allowances shall in like manner be prepared and published.

LVI. The scales specified in the preceding Articles shall upon the earliest opportunity be transmitted to the Emigration Agents at the several Presidencies in order to be posted up in conspicuous places in or near their Depôts in the several dialects commonly understood in the Presidencies, respectively.

They shall also be posted up in and near the Depôt in Mauritius in the different dialects commonly known in the Colony.

LVII. All communication, directly or indirectly, by or on behalf of any intended employer, with newly arrived Immigrants, previous to their arrival at the Immigration Depôt, is strictly prohibited.

LVIII. Whenever it shall be proved to the satisfaction of the Protector that such communication has taken place, he may refuse to allot any Immigrant to the employer for whom such Immigrant shall have been induced to declare a preference in consequence of such communication.

LIX. The Protector shall also have full power to exclude from the Depôt every person who he shall have reason to believe shall have come there for the purpose or with the intention of inducing Immigrants to engage with an employer for whom they shall not have been recruited in India, or whom they shall not have selected before arrival at the Depôt.

LX. All Contracts and other documents mentioned in the Schedule shall as far as possible be

[*Government Gazette*, 3*rd May*, 1859.]

গবর্ণমেণ্টের বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবার জন্যে, মজুরপ্রভৃতির রক্ষক সাহেব এই আইন জারী হইবার পর সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে দিবেন। ও সেই ফর্দ্দের মধ্যে, প্রথম, যে মজুরপ্রভৃতি নূতন পঁহুছে, ও দ্বিতীয় যাহারা তিন বৎসর এ উপদ্বীপে আছে, ও তৃতীয় যাহারা বহু কালাবধি আছে, তাহারদিগকে যে২ হিসাবে বেতন দেওয়া যায় তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

৫৪ দফা। তৎপর বৎসরে সামান্য যে কৃষাণের কর্ম্মে ভর্ত্তি হইবেক তাহারা, ও বিশেষ এজেণ্টেরদের উদ্যোগবিনা যাহারদিগকে ভর্ত্তি করা যায় তাহারা যে হারে বেতন ও উপরি খরচ পাইবেক তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের আজ্ঞামতে এ ফর্দ্দ দেখিয়া ধার্য্য হইবেক।

আরো ছুতার রাজ কামারপ্রভৃতি ও ঘরের চাকরের অত্যধিক ও অতিক্রম যে২ হারে বেতন ও উপরি খরচ তৎকালে পাইয়া থাকে তাহার এক ফর্দ্দও প্রস্তুত করা যাইবেক।

বেতনের ঐ হার এমন নির্দ্ধার্য্য হইবেক যে চাকরী করিবার প্রথম মিয়াদে বৎসরে২ তাহার বৃদ্ধি হয়।

বেতনের হারের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইলে সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যাইবেক।

৫৫ দফা। প্রতিবৎসরে আগষ্ট মাসের পর না হয়, ঐ প্রকারের ফর্দ্দ করিতে হইবেক, ও তাহা দেখিয়া বেতন ও উপরি খরচের সেই প্রকারের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইয়া প্রকাশ হইবেক।

৫৬ দফা। উপরের কএক দফাতে যে ফর্দ্দের কথা আছে তাহা সুযোগমতে শীঘ্র করিয়া, নানা রাজধানীতে বিদেশগমনশীল মজুরপ্রভৃতির এজেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবেক, ও তাঁহারা রাজধানীতে যে ভাষা চলন আছে সেই ভাষাতে ঐ ফর্দ্দ লেখাইয়া আপনারদের বারিক ঘরের মধ্যে কিম্বা তাহার নিকটে প্রকাশ২ স্থানে লটকাইয়া দেওয়াইবেন।

আরো মরিচ উপদ্বীপে যে সকল ভাষা চলন আছে সেই ভাষাতে ঐ ফর্দ্দ লেখা হইয়া, ঐ উপদ্বীপের বারিক ঘরে ও তাহার নিকটে স্থানে২ লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক।

৫৭ দফা। যে মজুরপ্রভৃতি নূতন পঁহুছে তাহারদের বারিক ঘরে যাইবার আগে তাহারদের সঙ্গে, যাঁহারা তাহারদিগকে কর্ম্ম দিতে চাহেন তাঁহারদের কি তাঁহারদের পক্ষে কোন লোকের স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে কিছু কথোপকথন হইবার দৃঢ় নিষেধ হইতেছে।

৫৮ দফা। সেই প্রকারের কোন কথোপকথন হইয়াছে এই কথার প্রমাণ রক্ষক সাহেবের খাতিরজমামতে করা গেলে, যদি সেই কথোপকথনপ্রযুক্ত কোন মজুরপ্রভৃতি কোন বিশেষ মুনিবের নিকটে কর্ম্ম করিতে পসন্দ করে, তবে রক্ষক সাহেব তাহাকে ঐ মুনিবের চাকরীতে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি দিতে নারাজ হইতে পারিবেন।

৫৯ দফা। আরো কোন মজুরপ্রভৃতি ভারতবর্ষে থাকিয়া যাহার নিকটে কর্ম্ম করিবার জন্যে প্রেরিত হয় নাই, কিম্বা বারিক ঘরে পঁহুছিবার আগে যাঁহারদিগকে মুনিবস্বরূপে পসন্দ করে নাই, এমত কোন মুনিবের সঙ্গে করার করিতে প্রবৃত্তি দিবার অভিপ্রায়ে কি মানসে কোন লোক ঐ বারিক ঘরে গিয়াছে, রক্ষক সাহেব ইহা বুঝিবার কারণ জানিলে সেই লোককে বারিকে যাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

৬০ দফা। সকল করার ও তফসীলের লিখিত অন্য সকল কাগজপত্র সাধ্যমতে ছাপাকরা পাঠে হইবেক

upon printed forms to be furnished by a duly authorized Officer of Government; and when such forms can be obtained, none other shall be used for the purpose.

LXI. When any document requiring to have any official signature of any Magistrate or Public Officer under these Regulations, shall bear *ex facie* to have such signature, it shall be received in all Courts of Justice as genuine, without such signature requiring to be proved; and it shall continue to be so received until the said signature shall have been proved to be a forgery.

LXII. The present Regulations shall take effect from the thirteenth day of November, one thousand eight hundred and fifty-eight.

Given in Executive Council at Government House, this twelfth day of November 1858.

R. Y. CUMMINS,
Secretary to the Council.

By Command,

HUMPHRY SANDWITH,
Colonial Secretary.

[To be continued.]

CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE.

No. 7.

From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 22d March 1859.

I am directed by the Board of Revenue to forward herewith, for the information and guidance of yourself and your subordinates, copy of a letter No. 426, dated the 28th ultimo, from the Secretary to the Government of India in the Home Department to the Secretary to the Government of Bengal, together with copy of the opinion of Mr. Advocate General Ritchie, regarding the execution of deeds and the making of contracts by the several Governments in India.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

No. 426.

From C. Beadon, Esquire, Secretary to the Government of India, to A. R. Young, Esquire, Secretary to the Government of Bengal.

Dated Fort William, the 28th February 1859.

I am directed to transmit for information and guidance the accompanying copy of the opinion of Mr. Advocate General Ritchie, on the subject of the execution of deeds and the making of contracts by the several Governments in India.

2nd. Mr. Ritchie's opinion of course has reference only to documents which may be brought into the Presidency Courts where English Law prevails. But in the Mofussil the practice of executing deeds and making contracts in the name of the Government, (Sirkar) which has always existed may continue as heretofore.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৩ মে।]

সেই২ পাঠ গবর্ণমেণ্টের উপযুক্তমতের ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক সাহেবের স্থানে পাওয়া যাইবেক। ও সেই প্রকারের পাঠ যখন পাওয়া যাইতে পারে, তখন সেই কর্ম্মের নিমিত্তে অন্য কোন কাগজ লইয়া কার্য্য হইবেক না।

৬১ দফা। এই বিধানমতে যে কোন কাগজপত্রেতে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি সরকারী অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের পদসংক্রান্ত দস্তখৎ থাকা প্রয়োজন, তাহাতে সেই প্রকারের দস্তখৎ বলিয়া কোন দস্তখৎ থাকিলে, তাহা প্রমাণ বিনা সকল আদালতে প্রকৃত বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক, ও সেই দস্তখৎ জাল করা হইয়াছে এমত প্রমাণ যাবৎ না হয় তাবৎ প্রকৃত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে থাকিবেক।

৬২ দফা। এই বিধান ১৮৫৮ সালের নবেম্বর মাসের ১৩ তারিখঅবধি চলিবেক।

১৮৫৮ সালের ১২ নবেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট হৌসে সমাগত একসেকিটিব কৌন্সেলে দেওয়া গেল।

আর ওয়াই কমিন্স।
কৌন্সেলের সেক্রেটারী।

হুকুমমতে।

হমফ্রি সাণ্ডউইথ।
কলোনিয়ল সেক্রেটারী।

[ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ হইবেক।]

বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

৭ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যানর সাহেবের নামে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ২২ মার্চ।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা দস্তাবেজ করিবার ও চুক্তিপত্র করিবার বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে গত মাসের ২৮ তারিখের ৪২৬ নম্বরের যে পত্র লেখেন তাহার এক কেতা নকল, ও আডবোকেট জেনরল শ্রীযুত রিচি সাহেব তদ্বিষয়ে যে মত লিখিয়াছেন তাহার এক কেতা নকল, বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আদেশমতে তোমার নিজের ও তোমার অধীন কার্য্যকারকেরদের জানিবার জন্যে ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠাইতেছি।

ই টি ট্রেবর।
সেক্রেটারী।

৪২৬ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত এ আর ইয়ং সাহেবের নিকটে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত সি বীডন সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম ১৮৫৯ সাল ২৮ ফেব্রুআরি।

ভারতবর্ষের নানা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা দস্তাবেজ ও চুক্তিপত্র করা যাইবার বিষয়ে আডবোকেট জেনরল শ্রীযুত রিচি সাহেব যে মত লিখিয়াছেন তাহার এক কেতা নকল তোমার জ্ঞাত হইবার জন্যে ও তোমার উপদেশের নিমিত্তে আমি আজ্ঞাক্রমে পাঠাইতেছি।

২। রাজধানীর মেয়র আদালতে ইঙ্গরেজী আইন চলন আছে সেই২ আদালতে যে সকল দস্তাবেজ উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক কেবল সেই প্রকারের দস্তাবেজের কথা রিচি সাহেব লিখিয়াছেন। কিন্তু মফঃসলে সরকারের নামে দস্তাবেজ ও চুক্তিপত্র করিবার যে রীতি পূর্ব্বাবধি হইয়া আসিতেছে তাহা চলিয়া থাকিতে পারিবেক।

3rd. A copy of Mr. Ritchie's opinion will be forwarded to the Right Honorable the Secretary of State by the next Mail, in order that, as suggested by Mr. Ritchie, an Act may be passed by Parliament to remove all doubts as to the power of the Governor General in Council, or the local Governments, or any officer of the Government authorized on that behalf, to execute deeds and enter into contracts which shall be binding on the Government.

4th. I am directed to add that the Right Honorable the Secretary of State will be requested, in the event of an Act of the nature suggested by Mr. Ritchie being passed by Parliament, to have six Seals engraved in England, with a suitable device, and sent out for the use of the Governments named on the margin.*

(Signed) C. BEADON,
Secy. to the Govt. of India.

OPINION.

1st. I think it of importance that in order to meet the doubts that have arisen at Bombay and Madras, as well as in Calcutta, an Act of Parliament should be passed during the next Session, expressly empowering the several Governments in India (including the Lieutenant Governor's), and such Officers as may, from time to time, be authorized by those Governments, to sell, dispose of, lease, or assign all real and personal estate within their respective Governments, vested in Her Majesty, under the Act 21 and 22, Vic. Cap. 106, as may be thought fit, and to make the proper assurances for that purpose either in the name and under the seal of the Secretary of State in Council, or in such other name and form as the Government shall, from time to time direct, without previous reference to the Secretary of State in Council in England.

2nd. I think that as many conveyances have doubtless been executed in India, and particularly in the North Western Provinces since the Act came into operation, it is very desirable that this provision should take a declaratory form, and should have a retrospective effect given to it, so that it may operate in the several Presidencies from the time of the Proclamation of the Act.

3rd. Although I fully concur with the law Officers at Bombay and Madras in thinking an Act of this description desirable, I do not quite agree in

* Two for Government of India, (Home and Foreign Departments,)

One	ditto,	Fort St. George,
One	ditto	Bombay,
One	ditto	Bengal,
One	ditto	Straits' Settlements,

[*Government Gazette, 3rd May*, 1859.]

৩। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে বন্ধ থাকিবেন এমত দস্তাবেজ ও চুক্তিপত্র করিতে, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের, কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের, কিম্বা সেই কার্য্যের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সাহেবের ক্ষমতা থাকার বিষয়ে যে কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে, তাহা দূর করিবার জন্যে পার্লিমেণ্টহইতে আইন জারী হয়, শ্রীযুত রিচি সাহেবের এই পরামর্শ। অতএব সেই প্রকারের আইন জারী হইবার নিমিত্তে শ্রীযুত রিচি সাহেব যে মত লিখিয়াছেন তাহার এক কেতা নকল আগামি মেইলের দ্বারা রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক।

৪। আমাকে আরো এই কথা লিখিতে আদেশ হইয়াছে। শ্রীযুত রিচি সাহেব যে আইন হইবার পরামর্শ দিয়াছেন, এমত আইন যদি পার্লিমেণ্টহইতে জারী হয়, তবে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেব ইঙ্গলণ্ডে উপযুক্ত চিহ্নবিশিষ্ট ছয়খান মোহর খোদাইয়া নীচের লিখিত * গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিমিত্তে এই দেশে পাঠান, তাঁহার নিকটে এমত প্রার্থনা হইবেক।

মি বীডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

মত।

১। বোম্বাইয়েতে ও মান্দ্রাজে ও কলিকাতায় যে সকল সন্দেহ হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্যে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়মতে নানা গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের স্থাবর ও অস্থাবর যত সম্পত্তি শ্রীশ্রীমতীর প্রতি বর্ত্তে, তাহার মধ্যে যাহা বিক্রয়াদি করা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা বিক্রয় কিম্বা হস্তান্তর করিবার কিম্বা তাহার পাট্টা দিবার কিম্বা তাহা অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা, ও তৎপ্রযুক্ত হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নামে ও তাঁহার মোহর দিয়া, কিম্বা ইঙ্গলণ্ডে উক্ত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন না রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট যাঁহার নামে ও যে পাঠে লিখিতে সময়ে২ আদেশ করেন তাঁহার নামে ও সেই পাঠে উপযুক্ত দস্তাবেজ করিবার ক্ষমতা, ভারতবর্ষের নানা গবর্নর সাহেবদিগকে, ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবদিগকে, ও সেই গবর্নর সাহেবেরা সময়ে২ অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবদিগকে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাঁহারদিগকে দিবার এক আইন পার্লিমেণ্টের আগামি বৈঠকে জারীহওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বোধকরি।

২। ঐ (১০৬ অধ্যায়ের) আইন চলন হইবার পরে, ভারতবর্ষের মধ্যে, ও বিশেষমতে উত্তরপশ্চিম দেশে অনেক হস্তান্তর করণপত্র করা গিয়াছে, এই কারণে আমি যে নূতন আইন হইবার পরামর্শ দিতেছি তাহাতে ঐ আইনের অর্থ করিবার ধারা থাকে, ও জারী হইবার পূর্ব্বের কতক কালাবধি তাহা প্রবল হইবার কথা থাকে ইহা অতিপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করি। তাহাতে সেই নূতন আইন ঐ ১০৬ অধ্যায়ের আইন জারী হইবার কালাবধি নানা রাজধানীতে প্রবল করা যাইতে পারিবেক।

৩। এই প্রকারের আইনহওয়া বিহিত বটে, ইহাতে বোম্বাইয়ের ও মান্দ্রাজের আইনসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের মতে আমারও সম্মতিআছে। তথাপি ঐ আ-

* বিশেষতঃ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ও বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্টের জন্যে দুইটী।

মান্দ্রাজের	ঐ	এক।
বোম্বাইয়ের	ঐ	এক।
বাঙ্গলা দেশের	ঐ	এক।
মোহনার বসতি স্থানের	ঐ	এক।

the view taken by them of the difficulties arising under the 40th Section of the Act. I do not think that that provision can be treated as excluding the power of the Indian Governments to dispose of property, real and personal, in India, without previously obtaining from England the express authority of the Secretary of State in Council, but as pointing out the mode by which the Secretary of State in Council may deal with property which it may be determined by the Home Government to deal with in England.

The property so dealt with may be situated either in England or India, but practically the mode thus provided would be generally applicable to property in England, and not to property in India, save in exceptional cases.

If this be not so, and if the 40th Section be imperative and exclusive, it would follow that in no case could the Government of India legally sell any old stores or buy any new ones, or grant a pottah or enter into the most trifling contract (all of which acts fall as much within the provision of the 48th Section as the sale or mortgage of real estate does) without the previous sanction of the Secretary of State in Council, with the concurrence of a majority of votes at a meeting, which of course could not have been the intention of Parliament.

4th. My impression is, that it was intended by the Act to leave all contracts, conveyances, and assurances entered into or made in India with reference to property there on the same footing as before the Act, without disturbing the power previously committed to the Government of India to act in such cases without previous reference to the Home Government; and that it was further intended that wherever the name of the East India Company could have been properly used in contracts or deeds by the Government of India before the passing of the Act, the name of the Secretary of State in Council might be used under the Act; while in cases wherein, according to usage or local law, the name of a Government Officer was formerly used on behalf of Government, and not that of the East India Company, no change would be necessary. No difficulty according to this view would exist in sales or other dispositions of personal property, or in the grant of pottahs or other assurances of such property, which according to recognized custom ran in the name of the Collector or Commissioner, and not in that of the East India Company. But a practical difficulty would arise even according to this view in the execution of such assurances of real estate as used before the late Act to run in the name of the East India Company, as for instance in the sale of lands in the Presidency Towns or in leases or sales of property in the interior to Europeans—these can no longer be executed in India under the corporate seal of the grantors, as the Secretary of

ইনের ৪০ ধারাতে যে আপত্তি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারদের যে অনুভব হইল তাহাতে আমি সম্মত নই। হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের অনুমতি ইঙ্গলণ্ডহইতে না পাওয়া গেলে, ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা যে থাকে না, আমার বিবেচনায় ঐ ধারার এ মত অর্থ করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশস্থ গবর্ণমেণ্ট তদ্দেশে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরপ্রভৃতি করিতে নির্দ্ধার্য্য করিলে, হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের যে নিয়মমতে কার্য্য করিতে হইবেক, সেই নিয়ম প্রকাশ করা ঐ ধারার অভিপ্রায় বোধ হয়।

যে সম্পত্তি সেই প্রকারে হস্তান্তরাদি করিতে হইবেক তাহা ইঙ্গলণ্ডে কিম্বা ভারতবর্ষে থাকিলেও হয়, কিন্তু যে নিয়মের বিধান হইল তাহা কার্য্যক্রমে ইঙ্গলণ্ড দেশস্থ সম্পত্তির উপর সাধারণমতে খাটে, কেবল কোন২ স্থলে ভারতবর্ষস্থ সম্পত্তির উপর খাটিতে পারিবেক।

তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ ৪০ ধারার কথা যদি নিতান্ত দৃঢ় ও বিশেষ আজ্ঞারূপে মানিতে হইবেক, তবে তদনুসারে হজুর কৌন্সেলে সভাগত অধিকাংশ সাহেবের সম্মতিক্রমে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের অনুমতি না হইলে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কোন পুরাতন মালও বিক্রয় করিতে পারেন না, কোন নূতন মালও কিনিতে পারেন না, কোন পাট্টাও দিতে পারেন না ও অতিক্ষুদ্র কার্য্যের কোন চুক্তিপত্রও করিতে পারেন না, ফলতঃ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় কি বন্ধক দেওয়ার কার্য্য যেমন ৪০ ধারাতে লক্ষিত হইয়াছে তেমনি ঐ সকল বিষয়ও তাহার মধ্যে আইসে। কিন্তু পার্লিমেণ্টের সেই অভিপ্রায় অসম্ভব।

৪। আমার অনুভব এই। ভারতবর্ষেতে যে সকল সম্পত্তি থাকে, তাহার সম্পর্কে যে সকল চুক্তিপত্র ও হস্তান্তর করণপত্র ও দস্তাবেজ ভারতবর্ষে করা যায় তাহা ঐ আইন জারী হইবার পূর্ব্ববৎ অবস্থায় রাখা, ও সেই২ বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডের গবর্ণমেণ্টে জিজ্ঞাসা না করিয়া কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টে পূর্ব্বে অর্পিত ছিল সেই ক্ষমতা খর্ব্ব না করা ঐ আইনের অভিপ্রায়। আরো ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের করা চুক্তিপত্রে কি দস্তাবেজে ঐ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে যদি কোম্পানি বাহাদুরের নাম উচিতমতে দেওয়া যাইতে পারিত, তবে সেই২ স্থলে ঐ আইনমতে হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নাম দেওয়া ঐ আইনের অভিপ্রায়। আরো দাঁড়ামতে কিম্বা স্থানবিশেষের আইনমতে, যে২ স্থলে গবর্ণমেণ্টের তরফে কোম্পানি বাহাদুরের নাম না দিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক সাহেবের নাম দেওয়া যাইত সেই২ স্থলে নিয়মের কিছু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই। আইনের যদি এই অভিপ্রায় বোধ হয়, তবে অস্থাবর যে সম্পত্তির কওয়ালা কি হস্তান্তর করণপত্র কিম্বা তদ্রূপ যে সম্পত্তির পাট্টা কিম্বা অন্য দস্তাবেজ কোম্পানি বাহাদুরের নামে না হইয়া, সকলের স্বীকৃত দাঁড়ামতে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কমিস্যানর সাহেবের নামে দেওয়া যাইত, সেই সম্পত্তির নীলাম কি হস্তান্তরকরণ কিম্বা তাহার পাট্টা কি অন্য দস্তাবেজ করণ কিছু কঠিন হয় না। কিন্তু আইনের সেই অভিপ্রায় মানিলেও স্থাবর সম্পত্তির যে সকল দস্তাবেজ ঐ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের নামে দেওয়া যাইত, অর্থাৎ রাজধানীর প্রধান নগরে জমী বিক্রয় হইলে তাহার কওয়ালা, কিম্বা মফঃসলে ইউরোপীয় লোকেরদিগকে সম্পত্তি পাট্টা করিয়া দেওয়া গেলে কি বিক্রয় হইলে সেই পাট্টা, কি কওয়ালাপ্রভৃতি করাতে কিছু কঠিন

State in Council, though invested with the power of sueing and being sued as a body corporate, is not a corporation for all purposes, and has no corporate seal.

Therefore, in order to pass the legal estate in real property thus situated and subject to English law, where by that law a conveyance under seal is required, it would be necessary that such conveyance should be executed in England by the Secretary of State in Council under Section 40, or under a special power of attorney under seal from the Secretary in Council. In such cases, however, the beneficial interest in the land would, if my view be correct, be bound by the contract for the sale or disposal of it, entered into by the Government of India, and the Government would be entitled in the name of the Secretary of State in Council to sue upon all express covenants contained in the conveyance, though not executed on the part of the Secretary of State in the mode prescribed by Section 40.

5th. With respect to the acquisition of real property by purchase or grant, I do not myself feel the difficulties pointed out by Mr. Boyson. As before observed, I do not think the power of contracting for the purchase of such land is taken away from the Government of India by the new Act, and if the legal estate in any land thus contracted for be conveyed to the Secretary of State in Council, or to any of the Indian Governments, by name of office, I doubt not that the property in such lands would become vested in Her Majesty for the service of the Government of India, although the purchase may have been made without the direct authority of the Secretary of State in Council at a meeting of Council as prescribed by Section 40.*

6th. Even however if the view above taken by me be the correct one, the doubts that have arisen on the subject, and other doubts that may reasonably arise as to the effect of those portions of the Act, as well as the real difficulty which exists as to passing the legal estate in cases where English law applies, renders it very desirable, I think, that an Act of Parliament, of the nature above pointed out, should be passed as speedily as possible.

7th. The powers given should extend to the acquiring of land, as well as to disposing of it; and the name in which conveyances should be executed

* See further on this point a Memorandum dated the 16th November 1858, sent by me to the Government of India, Public Works Department, upon the execution of a mining lease to Messrs. Rees, Davis and Co.

হইবেক বটে। ফলতঃ ঐ পাট্টা কি কওয়ালাপ্রভৃতি দেওনিয়ার সমাজের মোহর তাহাতে এখন বসান যাইতে পারে না। কেননা কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব যদিও চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের হইয়া নালিশ করিতে পারেন ও তাঁহার নামে নালিশ তুল্য হইতে পারে, তথাপি তিনি তাবৎ কর্ম্মের পক্ষে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের তুল্য নহেন ও তাঁহার সমাজের মোহর নাই।

এই কারণে স্থাবর যে সম্পত্তি তদ্রূপ স্থানে থাকে ও ইঙ্গলণ্ডীয় আইন যাহার উপর খাটে, এমত স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব আইনসিদ্ধমতে হস্তান্তর করিবার জন্যে যদি ইঙ্গলণ্ডীয় আইনমতে হস্তান্তর করণপত্রেতে মোহর দেওয়া প্রয়োজন, তবে সেই হস্তান্তর করণপত্র হয় ইঙ্গলণ্ডে ঐ ৪০ ধারামতে কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের করিতে হইবেক, না হয় তাঁহার মোহরযুক্ত বিশেষ মোক্তারনামাক্রমে তাহা করা আবশ্যক। পরন্তু এই বিষয়ে আমার অনুভব যদি যথার্থ হয়, তবে তদ্রূপ স্থলে ঐ সম্পত্তিতে লক্ষ্যের যে সম্পর্ক থাকে তাহা ঐ সম্পত্তি বিক্রয় কি হস্তান্তর করিবার যে করার ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টহইতে হয় তদনুসারে ভোগ হইবেক, ও সেই হস্তান্তর করণপত্র যদিও ৪০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের তরফে করা যায় নাই, তথাপি ঐ পত্রের যে নিয়ম থাকে তাহার উপর নালিশ করিতে হইলে, হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নাম ধরিয়া গবর্নমেণ্টের নালিশ করিবার অধিকার থাকে।

৫। ক্রয় কি দানক্রমে স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণের বিষয়ে যে আপত্তি শ্রীযুত বয়সন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি দেখিতে পাই না। নূতন আইনমতে সেই প্রকারের সম্পত্তি ক্রয় করিবার করার করিতে ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের যে ক্ষমতা ছিল তাহা রহিত হয় নাই আমার এই বিবেচনা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আর সেই প্রকার করার যে কোন জমী লইয়া হয়, তাহার আইনসিদ্ধ স্বত্ব যদি হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পদসম্পর্কীয় খ্যাতি ধরিয়া, তাঁহার কিয়া ভারতবর্ষের কোন গবর্নমেণ্টের প্রতি হস্তান্তর করণপত্রক্রমে দেওয়া যায়, তবে ৪০ ধারার বিধানমতে সভাগত সাহেবেরদের বৈঠকে হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের স্পষ্ট ক্ষমতা না পাইয়াও সেই জমী ক্রয় করা গেলে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি বর্ত্তে।*

৬। পরন্তু ঐ আইনের অর্থের বিষয়ে আমি যে অনুভব করিয়াছি তাহা যদ্যপি যথার্থ হয়, তথাপি তদ্বিষয়ে যে সকল সন্দেহ হইয়াছে, ও সেই আইনের ঐ২ অংশের ফলবিষয়ে অন্য যে২ সন্দেহ যুক্তিমতে হইতে পারে, ও ইঙ্গলণ্ডীয় আইন যে২ স্থলে খাটে সেই২ স্থলে আইনসিদ্ধ স্বত্ব প্রদান করা নিতান্ত কঠিন, এই সকল কথা বিবেচনা করিলে, পার্লিমেণ্টহইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের এক আইন সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া জারীহওয়া উচিত বোধ হয়।

৭। তদনুসারে ভূমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা যেমন দেওয়া যায়, তেমনি ভূমি গ্রহণ করিবারও ক্ষমতা দেওয়া উচিত। ও যাঁহার নামেতে, অর্থাৎ শ্রীশ্রীমতী মহারা-

* রীস ডেবিস কোম্পানিকে আকর খনন করিবার পাট্টা দেওয়ার বিষয়ে ১৮৫৮ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখের যে মরহা কথা পবলিক ওর্ক ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের নিকটে পাঠাইলাম তাহাও দেখ।

r taken, *i. e.* whether that of the Crown or of the Secretary of State in Council should be defined. Considering that nearly all such conveyances contain covenants upon which the Secretary of State in Council may have to sue or to be sued, it seems more convenient that the latter name should be used than that of Her Majesty.

8th. The power given should not, I think, be limited to the Governor General, or Governors in Council, but should extend to all Officers properly authorized in that behalf by the several Governments, for extreme inconvenience would result from the necessity of sending every conveyance that required execution to the seat of Government for execution.

9th. With respect to contracts, I do not take the same view that Mr. Lewis takes of the difficulties occasioned by the present Act. On the contrary, I think that in some respects greater facilities are given to entering into contracts in India on behalf of the Government than existed before the Act; where a contract was entered into with the East India Company and duly executed under the corporate seal, no difficulty could arise so far as the form of execution was concerned; and wherever conveniently it was practicable, this mode of execution was adopted. But numerous cases arose especially as to contracts executed out of the Presidency Towns, as to which it was impossible to consult the Law Officers, or to procure the execution of a regular deed under the Company's seal. In these cases great uncertainty often existed as to whether the contract, however binding in other respects, was binding on the East India Company as being a corporation, which in ordinary cases could only be bound under its corporate seal or upon the other contracting party who, according to English law, was not bound by an executory contract with a corporation, unless the corporation was itself bound. The result was that although the objection of the want of a corporate seal was never set up as a defence by the Government, to the performance of a contract on its part, the objection though waived by it was one to which it was frequently exposed; and thus contracts complete in all respects, save that they did not admit of execution under the Company's seal, *e. g.* contracts entered into in the name of an Officer expressly on behalf of the East India Company, have been defeated.

10th. This objection, I apprehend, will no longer prevail under the present Act, where the contract has been entered into with the authority of Government in India. For assuming the Government here to have authority to enter into such a contract so as to render the Secretary of State in Council liable upon it, no technical rule as to the necessity of the contract being under the corporate

নীর নামে. কিম্বা হজুর কৌন্সেলে রাজ্ঞের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নামেতে হস্তান্তর করণপত্র দিতে কি লইতে হইবেক, এই কথাও নিশ্চিতরূপে লেখা উচিত। সেই প্রকারের প্রায় সমস্ত হস্তান্তর করণপত্রে নিয়ম থাকে, ও সেই নিয়ম ধরিয়া হজুর কৌন্সেলে রাজ্ঞের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নালিশ করিবার কিম্বা তাঁহার নামে নালিশ হইবার প্রয়োজন হইতে পারিবেক, ইহা বিবেচনা করিয়া বোধ করি শ্রীমতী মহারাণীর নাম না দিয়া, শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নাম উল্লেখ করিলে ভাল হয়।

৮। যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা বোধ করি কেবল শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরকে, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর সাহেবদিগকে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু নানা গবর্ণমেণ্টহইতে যাঁহারা সেই কার্য্য করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই সকল কার্য্যকারক সাহেবদিগকেও সেই ক্ষমতা দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে যত হস্তান্তরকরণপত্রে দস্তখৎ করিতে হয় তাহা দস্তখৎ হইবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের দূর স্থানে পাঠাইবার আবশ্যক হইলে, অত্যন্ত ক্লেশ জন্মিবেক।

৯। চুক্তিপত্রের বিষয়ে ঐ ১০৬ অধ্যায়ের আইনদ্বারা আপত্তি জন্মে বলিয়া শ্রীযুত লুইস সাহেব যে কথা লিখিয়াছেন তাহাতে আমি সম্মত নহি। বরং আমার বিবেচনাতে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভারতবর্ষেতে চুক্তিপত্র করা ঐ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে আরো কঠিন ছিল। ফলতঃ যখন কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে চুক্তি হইয়া সেই চুক্তিপত্রেতে সমাজের মোহর দিয়া দস্তখৎ হইত, তখন তাহাতে দস্তখৎ করিবার দাঁড়া লইয়া কিছু আপত্তি হইতে পারিত না বটে। আর যে স্থলে অক্লেশে হইতে পারিত, সেই স্থলে ঐ নিয়মমতেই দস্তখৎ হইত। পরন্তু অনেকবার, বিশেষতঃ রাজধানীর প্রধান নগরের বাহিরে যে চুক্তিপত্র করা যাইত, তৎসম্পর্কে উকীল সাহেবেরদের পরামর্শ লওয়া, কিম্বা কোম্পানির মোহরক্রমে দাঁড়ামতের দস্তাবেজ করা অসাধ্য ছিল। এমন স্থলে সেই চুক্তিপত্র যদিও অন্যান্য ভাবে প্রবল ছিল বটে, তথাপি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বলিয়া কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে বদ্ধ ছিলেন কি না এই কথা লইয়া অনেকবার সন্দেহ হইত, যেহেতুক সাধারণমতে ঐ কোম্পানি কেবল সমাজের মোহরকরা তমাসুকে বদ্ধ হইতে পারিতেন। ঐ চুক্তির অন্য পক্ষরা তাহাতে বদ্ধ ছিলেন কি না এই কথা লইয়াও সন্দেহ হইত, যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয় আইনমতে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের সঙ্গে কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করা গেলে, যদি সেই সমাজ তাহাতে বদ্ধ না হন, তবে অন্য পক্ষও তাহাতে বদ্ধ হন না। ফলতঃ সমাজের মোহরেতে চুক্তিপত্রেতে মোহর করা যায় নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যদিও কখন এজর করেন নাই বটে, তথাপি গবর্ণমেণ্ট সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেও, অন্য পক্ষহইতে সেই আপত্তি দ্বারা অনেকবার ক্লেশ পাইতে পরিতেন। এই প্রকারে কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে কোন কার্য্যকারক সাহেবের নামেতে যে চুক্তি করা যাইত ইত্যাদিপ্রকারের চুক্তিপত্রে কোম্পানি বাহাদুরের মোহর দিয়া দস্তখৎ না হওয়া ছাড়া সেই চুক্তিপত্র অন্য সকল ভাবে সম্পূর্ণ হইয়াও অসিদ্ধ হইয়াছে।

১০। ঐ ১০৬ অধ্যায়ের আইনমতে, যদি ভারতবর্ষেতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাক্রমে চুক্তি করা যায়, তবে বোধ হয় সেই আপত্তি চলিতে পারিবেক না। কারণ এই। এই দেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই প্রকারের চুক্তি করিলে কৌন্সেলে রাজ্ঞের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবও তাহাতে দায়ী হন এমন চুক্তি করিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে এই অনুভব হইলে, সমাজের মোহর দিয়া চুক্তিপত্রে দস্তখৎ হওয়ার আবশ্যক বলিয়া, পারিভাষিক

seal can now arise. The Secretary of State in Council not being a corporation, and if I am right in thinking that the Indian Governments have the power to bind the Secretary of State in Council by contracts entered into, and to be performed in India, it follows that both parties to such a contract would be bound, whether it were under seal or technically in the name of the Secretary of State in Council, or not, provided it were in other respects concluded as a contract with the Government.

বিধির কোন আপত্তি এখন হইতে পারে না। যেহেতুক হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব চার্টরপ্রাপ্ত সমাজতুল্য নহেন। ও ভারতবর্ষের নানা গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষেতে যে চুক্তি করেন ও যে চুক্তিমতে ভারতবর্ষে কার্য্য করিতে হইবেক, এমত চুক্তি করিয়া হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবকেও বদ্ধ করিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে, আমার এই অনুভব যদি যথার্থ হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি বলিয়া অন্যং ভাবে সিদ্ধ হইলে, তাহাতে মোহর দেওয়া গেলে কি না গেলেও, কিম্বা পারিভাষিকরূপে হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নামে হইলে কি না হইলেও, উভয় পক্ষ সেই চুক্তিতে বদ্ধ থাকেন।

11th. I do not therefore think that in respect of contracts any alteration in the Act is required. But the opinions expressed on the subject at Bombay are entitled to much weight, and in the doubt that exists as to the correctness of my view, I think it will be preferable if the Act be amended as to conveyances, to introduce an express declaratory provision as to contracts also. But if any alteration be made, I would respectfully suggest that it be made in terms sufficiently large to give validity to all contracts whether under seal or not, and whether in the name of the Secretary of State in Council, or in any other name, entered into with the authority direct or indirect of any of the Indian Governments by any Officer of the Government. The power given should be sufficient to comprehend a contract by correspondence between a Government Officer acting within the scope of his authority, and a third person, which would be binding as against the Government if it were a private person and the principal of such Officer, but which the other contracting party might, when the Government represented the East India Company, have repudiated on the ground that the Officer did not contract, and was not liable individually, being a Government Officer acting within the scope of his duty, and that his principal had not contracted, and were not liable for the want of their corporate seal.

১১। অতএব আমার বিবেচনাতে চুক্তিপত্রের বিষয়ে ঐ আইনের কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক নাই। কিন্তু বোম্বাইতে সেই বিষয়ে যে মত প্রকাশ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মানিতে হয়। আর আমার সেই অনুভব যথার্থ আছে কি না এই বিষয়ের সন্দেহ হওয়াতে, বোধ করি হস্তান্তর করণপত্র ধরিয়া যদি সেই আইন সংশোধন করা যায়, তবে চুক্তিপত্রের বিষয়েও সেই আইনের স্পষ্ট অর্থ করিবার বিধান হইলে ভাল হয়। পরন্তু যদি কিছু পরিবর্ত্তন করা যায় তবে, স্পষ্টরূপে কিম্বা ভাবক্রমে ভারতবর্ষের কোন গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক সাহেব যে সকল চুক্তিপত্র করেন তাহাতে মোহর করা গেলে কি না গেলেও, ও হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নামে হইলে কি অন্য কোন কাহার নামে হইলে, সেই সমস্ত চুক্তিপত্র যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে এমত বিস্তারিত ভাবের কথা লিখিয়া সেই পরিবর্ত্তন করা উচিত, আমি আদরপূর্ব্বক এই পরামর্শ দিতেছি। ও যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহাও কিছু বিস্তারিত করিয়া দেওয়া উচিত। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যদি কোন সাধারণ লোক হইয়া কোন কার্য্যকারকের মুনিবস্বরূপে তাঁহার দ্বারা চুক্তি করেন তবে ঐ মুনিবও তাহাতে বদ্ধ হন, তেমনি গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক আপনার ক্ষমতার মধ্যে কর্ম্ম করিয়া লিখনপঠন দ্বারা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করিলে গবর্ণমেণ্টও তাহাতে বদ্ধ হন, এমন বিস্তারিত ভাবের ক্ষমতা দেওয়া উচিত। পরন্তু সেই গবর্ণমেণ্ট যখন কোম্পানি বাহাদুরের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, তখন, "ঐ কার্য্যকারক আপনি চুক্তি করেন না, ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারক হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মমাত্র করিতেছেন ইহাতে আপনি দায়ী নহেন, ও তাঁহার মুনিবও চুক্তি করেন না ও সমাজের মোহর না থাকাতে সেই মুনিবও দায়ী নহেন" এমত আপত্তি করিয়া ঐ চুক্তির অন্য পক্ষ সেই চুক্তিপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন।

12th. I think it will be desirable also to call to the attention of the Secretary of State the question as to the mode in which the purchase of ships in this country by the Indian Governments should be effected. Such ships undoubtedly become the property of Her Majesty. But it seems advisable to show on the face of the Bill of Sale, that they are acquired for the purpose of the Government of India, in order to distinguish those from other ships belonging to Her Majesty. This may be done by making the Bill of Sale run either in the name of Her Majesty expressly for the purposes of the Government of India, or in the name of the Secretary of State in Council of India, on account of Her Ma

১২। আরো এদেশে জাহাজ যেরূপে ক্রয় করিতে হয় ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ইহার নিয়ম করিবার কথায় রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবকে মনোযোগ করান আমার বিবেচনাতে উচিত হয়। কোন জাহাজ সেই প্রকারে ক্রয় করা গেলে অবশ্য শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সম্পত্তি হয়, পরন্তু শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অন্য জাহাজহইতে ভিন্ন করিয়া ঐ জাহাজ চিনা যায় এই জন্যে, ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার জন্যে তাহা গ্রহণ করা গিয়াছে, এই কথা বিক্রয়পত্রের মূলপাঠে প্রকাশ করা বিহিত বোধ হয়। সেই বিক্রয়পত্র স্পষ্টরূপে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নামে লেখা গেলে, অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিমিত্তে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নামে লেখা গেলে হয়।

jesty, which in some respects, may be more convenient. No legislative provision is required for this purpose, and the sale of such ships if resold, will follow the general law as to the sale of personal property by the Government of India which I have already discussed.

13th. Another question of minor importance has been brought to my attention by the Government Solicitor, (Mr. Sandes) and may be here conveniently noticed, viz. as to the mode of filing an answer to a Bill of Equity in the Supreme Courts in India. The Secretary of State in Council is empowered to sue, and be sued as a body corporate.

The usual mode of answering on behalf of a corporation is by answer under the corporate seal, and in London there would be no difficulty probably in filing an answer under the hand and seal of the Secretary of State affixed in Council.

But in this country a litigious plaintiff might object to accept the authentication under the hand or seal of any Government official in this country, and might insist on its being signed and sealed in England. It is not probable that any such difficulty will arise, as if raised it will only delay the plaintiff. I apprehend that practically a power of attorney, or even a letter from the Secretary of State in Council to the Governor General in Council, or to the Government Solicitor in Calcutta, will suffice to authorize the filing an answer which shall be virtually binding.

14th. In these remarks I have assumed that the Secretary of State in Council is not invested with the general powers of a corporation. I do not think the capacity to sue and be sued as a corporate body, which is conferred on the Secretary of State in Council, constitutes him a body corporate for general purposes; a doubt, however, may possibly be raised on this point from the words of Section 44, which preserves in force and makes applicable to the Secretary of State in Council, in place of the East India Company, all Acts or provisions then in force under Charter or otherwise concerning India. As the East India Company is incorporated by Charter and as nearly all the privileges secured to the East India Company by Charter alone, had been before the passing of the last Act either annulled by, or merged into provisions by Act of Parliament, except the privileges of a corporation conferred by the Charter of 1698, it may perhaps be thought that among the provisions thus made applicable by the late Act to the Secretary of State in Council, are those which incorporated the East India Company and gave it perpetual succession and a common seal. I do not think, however, that the clause can have this effect, because the provisions thus rendered ap-

কোন২ কারণে শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নামে লেখা আরো ভাল হয়। ইহার নিমিত্তে আইনের কোন বিধানের প্রয়োজন নাই। ও সেই জাহাজ যদি পুনরায় বিক্রয় করিতে হয় তবে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অন্যবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার যে সাধারণ বিধির কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি সেই বিধিমতে হইতে পারিবেক।

১৩। উক্ত সকল কথাঅপেক্ষা লঘু অন্য এক কথাতে গবর্ণমেণ্টের কৌন্সেলী শ্রীযুত সাণ্ডিস সাহেব আমাকে মনোযোগ করাইয়াছেন। সেই কথা এই স্থলে বিবেচনা করিতে হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্টে একটি পক্ষের বিলের জওয়াব দাখিল করিবার নিয়মের কথা। হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের এই ক্ষমতা আছে যে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজতুল্য তিনি নালিশ করিতে পারেন ও তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারিবেক।

চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের পক্ষে জওয়াব দাখিল করিতে হইলে রীতিমতে ঐ সমাজের মোহরযুক্ত জওয়াব দাখিল করা হয়। লণ্ডন নগরে হইলে, হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎ ও মোহরকরা জওয়াব দাখিল করা কঠিন না হইবেক।

কিন্তু এই দেশে যদি ফরিয়াদী দুঃখ দিতে চাহে তবে গবর্ণমেণ্টের এই দেশের কোন কার্য্যকারকের দস্তখৎ কি মোহর স্বীকার করিবার আপত্তি করিতে পারে, ও ইঙ্গলণ্ডে তাহাতে দস্তখৎ ও মোহর করা যাইবার দাওয়া করিতে পারে। কেহ যে তাহা করিবেক এমত সম্ভাবনা নাই বটে, করিলে তাহাতে কেবল ফরিয়াদীর বিলম্ব হয়। আমি বোধ করি যে, মোখ্তারনামা হইলে, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নামে, কিম্বা কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের কৌন্সেলী সাহেবের নামে পত্র দিলে জওয়াব দাখিল করিবার প্রচুর ক্ষমতা হয়, ও তাহা ফলিতার্থে সিদ্ধ হইবেক।

১৪। হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের তুল্য সাধারণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন না, এই কথা অনুভব করিয়া এই পত্র লিখিয়াছি। হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবকে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের ন্যায় নালিশ করিবার ও তাঁহার নামে নালিশ হইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি সর্ব্ব সাধারণ কার্য্যের নিমিত্তে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের তুল্য হন এমত বোধ করি না। কিন্তু ৪৪ ধারার কথার দ্বারা আমার এই অনুভবের কিছু সন্দেহ হইতে পারে। যেহেতুক সেই ধারাক্রমে ভারতবর্ষের বিষয়ে চার্টরক্রমে কি প্রকারান্তরে যে সকল আইন কি বিধান তৎকালে চলন ছিল, তাহা কোম্পানি বাহাদুরের পরিবর্ত্তে হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের উপর বহাল রাখা গেল ও খাটান গেল। কোম্পানি বাহাদুর চার্টরদ্বারা সমাজভুক্ত হন ও কেবল চার্টর দ্বারা যে সকল ক্ষমতা কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল তাহার প্রায় সমস্ত ক্ষমতা ঐ আইন জারী হইবার আগে বাতিল হইয়াছিল, কিম্বা আক্ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা আইনের বিধানের শামিল করা গিয়াছিল, কেবল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের যে সকল ক্ষমতা ১৬৯৮ সালের চার্টরদ্বারা দেওয়া গিয়াছিল তাহাই বজায় রহিল। ইহাতে ঐ আইনের দ্বারা হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী

plicable to the Secretary of State in Council, are those in force under Charter or otherwise concerning India, and are applied to the Secretary of State in Council in the place of the Company, and the Court of Directors, &c. As the provision in the Charter incorporating the Company is not a provision specially concerning India, and as the East India Company itself is left by the Act in existence as a corporation, it is clear, I think, that that provision cannot be held to apply to the Secretary of State in Council in substitution for the East India Company.

It is desirable however that it should be ascertained upon the reference now about to be made to the Secretary in Council, whether my view as above stated is right, and if not, that it should be corrected.

15th. It may perhaps be thought that the simplest mode of meeting the difficulty as to the transfer of property in India, is by expressly incorporating the Secretary of State in Council. Some convenience would no doubt attend that course, but it would, I think, be outweighed by the inconvenience arising from it in this country, unless the Act clothing the Secretary in Council with a full corporate character provided expressly for the execution of assurances and contracts in India, in a mode similar to that already pointed out as advisable. In England actions against the East India Company for pensions, &c., which it would have been extremely inconvenient to entertain in the ordinary Courts of Justice, have been defeated upon the simple ground that the defendants were a corporation, and that the contract sued on was not under the corporate seal.* Probably those actions might have been defeated upon other grounds. But the objections founded on the corporate character of the defendants afforded a convenient check upon the maintenance of actions of a harassing nature, respecting matters not properly within the cognizance of a Court of Justice. In this country, however, as already stated, the objection arising from the corporate character of the East India Company, generally operated unjustly, and even the balance of convenience was against it. If therefore the Secretary in Council be invested with a corporate character, I think a provision as to the execution of deeds and contracts in India should still be introduced.

16th. Even in the case of deeds executed under seal of the East India Company in India, before the

সাহেবের উপর যে সকল বিধান খাটান গেল তাহার মধ্যে যে বিধানক্রমে কোম্পানি বাহাদুরকে সমাজভুক্ত করা গিয়াছে ও তাঁহার ক্রমশঃপর্য্যায় ও সাধারণ মোহর দেওয়া যায় সেই বিধানও ধরা গিয়াছে, এমত অনুভব হইলে হইতেও পারে। পরন্তু আমার বিবেচনায় ঐ প্রকরণের এমন ভাব হইতে পারে না, কেননা হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের উপর যে সকল বিধান খাটান গিয়াছে তাহা চার্টরক্রমে কি প্রকারান্তরে ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় চলিত বিধান। ও কোম্পানি বাহাদুর ও কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবপ্রভৃতির পরিবর্ত্তে হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের প্রতি অর্পিত হয়। কিন্তু চার্টরের যে বিধানমতে কোম্পানি সমাজভুক্ত হন সেই বিধান বিশেষরূপে ভারতবর্ষসম্পর্কীয় বিধান নয় ও ঐ আইন কোম্পানি বাহাদুরকে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বলিয়া রাখিয়াছেন, অতএব উক্ত বিধান কোম্পানি বাহাদুরের পরিবর্ত্তে হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের উপর খাটে এমত জ্ঞান হইতে পারে না।

পরন্তু এইক্ষণে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে যে পত্র লেখা যাইবেক তাহাতে আমার অনুভব যথার্থ আছে কি না ইহা নিশ্চয়মতে জ্ঞাত হওয় উচিত। যদি যথার্থ নয় তবে সংশোধন করিতে হয়।

১৫। হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের তুল্য আছেন এই কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিলে, ভারতবর্ষেতে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কার্য্যের যে আপত্তি হইতেছে তাহা অনায়াসে খণ্ডিয়া যায়, কেহ২ এমত বোধ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে, কোন২ ভাবে ভাল হয় বটে, কিন্তু হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবকে যে আইনমতে সম্পূর্ণরূপে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের তুল্য প্রকাশ করা যায় সেই আইনেতে, আমার উপরের লিখিত পরামার্শমতে, ভারতবর্ষেতে দস্তাবেজ ও চুক্তিপত্র করিবার স্পষ্ট বিধান না হইলে, এই দেশে অধিক ক্লেশ সম্ভাবনা। ইঙ্গলণ্ড দেশে পেনশ্যানপ্রভৃতির নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের নামে কোন২ নালিশ হইলে, আসামীরা চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ হইয়াও যে চুক্তিপত্রের উপর নালিশ হয় তাহাতে সমাজের মোহর দেওয়া যায় নাই, কেবল ইহা বলিয়া ফরিয়াদী মোকদ্দমাতে পরাজিত হইয়াছেন।* সেই প্রকারের মোকদ্দমার বিচার সাধারণ আদালতে করা অত্যন্ত ক্লেশকর হইত। ঐ মোকদ্দমার ফরিয়াদীর পরাজিত হইবার অন্য২ কারণ থাকিতে পারে বটে। পরন্তু সেই প্রকারের কথা প্রকৃতমতে আদালতের বিচার্য্য নহে, ও আসামীরা চার্টরপ্রাপ্ত সমাজস্বরূপ আছেন বলিয়া আপত্তি করিলে, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক সেই মোকদ্দমা চলিবার অক্লেশে নিবৃত্ত হয়। পরন্তু পূর্ব্বে লিখিয়াছি কোম্পানি বাহাদুর চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ আছেন বলিয়া যে আপত্তি হয় তাহার এই দেশে সাধারণমতে অন্যায় ফল হইল, ও তাহাতে অক্লেশও হইত না অতএব হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব যদি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তবু ভারতবর্ষের মধ্যে দস্তাবেজ ও চুক্তি করিবার এক বিধান করা উচিত হয়।

১৬। ঐ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের মোহর দিয়া যে সকল দস্তাবেজ হইয়াছে তদ্বি-

* See Gibson *versus* the East India Company, by Brig N. C. 262.

Innes *versus* the East India Company, 17 Common Bench, Report 351.

[*Government Gazette*, *3rd May*, 1859.]

* যে মোকদ্দমাতে গিবসন সাহেব ফরিয়াদী ও কোম্পানি বাহাদুর আসামী তাহা দেখ ও যে মোকদ্দমাতে ইনিস সাহেব ফরিয়াদী ও কোম্পানি বাহাদুর আসামী তাহা দেখ।

late Act, an anomaly existed, which distinguished such deeds from those executed by other corporations. Generally speaking a corporation has but one seal which alone gives validity to deeds executed in the corporate name. The Charter of 1698 accordingly provides for the use of a single seal by the East India Company, and I cannot find that any Charter or Act of Parliament relating to the Company ever authorized the use of a second. The authorized seal is of course that kept at the India House. But a separate seal called the seal of the East India Company, has, I believe, since the time of Warren Hastings, been kept by the Governor General in Council, and by the Governors in Council of the several Presidencies, under which all deeds requiring the corporate seal have been executed in India, and which seal has always been treated by the Courts in India as the corporate seal of the Company.

I have not been able to trace the legal origin of these separate seals, but it will probably be difficult to assign any other than the necessity of the case, and the recognition of the use of such seals by the East India Company, both in India and at Home.

Should the Secretary of State in Council be incorporated, I think express provision should be made for the use of separate corporate seals by the Governments of India, and of the several Presidencies.

(Signed) W. RITCHIE,
Advocate General.

8th February 1859.

(True Copies,)

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

Boardof Revenue, Lower Provinces.
Fort William, the 22nd March 1859.

মধ্যে কিছু অসঙ্গতি ছিল। তাহাতে সেই দস্তাবেজ অন্যং সমাজের করা দস্তাবেজহইতে ভিন্ন হইত। সাধারণমতে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের একটি মোহর থাকে। সেই মোহরেতে সমাজের নামে করা সকল দস্তাবেজ সিদ্ধ হইত। তদনুসারে ১৬৯৮ সালের চার্টরেতে কোম্পানি বাহাদুরের একি মোহরের বিধান আছে, আর ঐ কোম্পানিসম্পর্কীয় অন্য কোন চার্টরে কি আক্‌ট পার্লিমেণ্টে দ্বিতীয় মোহর হইবার কোন বিধান পাই না। ইণ্ডিয়া হৌসে যে মোহর রাখা যায় তাহাই অবশ্য আইনমতের সেই মোহর। কিন্তু বোধ হয় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেবের কালাবধি কোম্পানি বাহাদুরের মোহর বলিয়া আর এক মোহর হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের, ও নানা রাজধানীর হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেবেরদের নিকটে আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কোন দস্তাবেজে সমাজের মোহর দিতে হইলে তাহা দিয়া মোহর করা যায়, ও ভারতবর্ষের নানা আদালতে সেই মোহর কোম্পানির সমাজের মোহর বলিয়া স্বীকার হইয়াছে।

এই ভিন্নং মোহর কোন্ আইনমতে হইয়াছে তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। কিন্তু তদ্রূপ করা আবশ্যক ছিল, ও ভারতবর্ষে ও ইঙ্গলণ্ডে কোম্পানি বাহাদুরের সেই মোহরে কার্য্য করা স্বীকার হইয়াছে, এই ভিন্ন তাহার অন্য কোন কারণ নির্ণয় করা কঠিন হইবেক বোধ হয়।

হজুর কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব চার্টরপ্রাপ্ত সমাজতুল্য যদি প্রকাশ হন তবে ভারতবর্ষের ও নানা রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের সমাজের স্বতন্ত্র মোহর থাকার স্পষ্ট বিধান করা আমার বিবেচনায় উচিত হয়।

ডবলিউ রিচি।
আডবোকেট জেনরল।

১৮৫৯ সাল ৮ ফেব্রুআরি।

(যথার্থ নকল।)

ই টি ট্রেবর সেক্রেটারী।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ২২ মার্চ।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENTS.

The 21st April 1859.

Moonshee Ameenooddeen Ahmed, to be Moonsiff of Soonamookhy, Zillah West Burdwan.

The 23rd April 1859.

Baboo Satcowry Deb, Moonsiff of Chowgong, to be Moonsiff of Serajgunge, and Pundit Mudun Mohun Turkobhoosun, Moonsiff of Serajgunge, to be Moonsiff of Chowgong, Zillah Rajshahye.

The 25th April 1859.

Jae Lall Sing to officiate as Moonsiff of Hazareebagh, Zillah Chota Nagpore, during the deputation of Moulvy Abdool Ruhim, to officiate as Sub-Assistant Commissioner.

LEAVE OF ABSENCE.

The 21st April 1859.

Baboo Juddoonath Mookerjea, Moonsiff of Satkherah, Zillah 24-Pergunnahs, for two weeks, under Section 9.

A. W. RUSSELL, *Register.*

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২১ আপ্রিল।

শ্রীযুত মুনশী আমীনুদ্দীন আহমদ জিলা পশ্চিম বর্দ্ধমানের সোণামুখীর মুনসেফ হইবেন।

১৮৫৯ সাল ২৩ আপ্রিল।

জিলা রাজশাহীর চৌগাঁয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু সাতকৌড়ী দেব সেরাজগঞ্জের মুনসেফ হইবেন ও সেরাজগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কভূষণ চৌগাঁয়ের মুনসেফ হইবেন।

১৮৫৯ সাল ২৫ আপ্রিল।

শ্রীযুত মৌলবী আবদুল রহিম সব-আসিষ্টাণ্ট কমিসানরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থানে শ্রীযুত জয়লাল সিংহ জিলা ছোট নাগপুরের হাজারীবাগের মুনসেফের কর্ম্ম করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ২১ আপ্রিল।

জিলা চব্বিশপরগনার সাতক্ষিরার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মুখুয্যা ৯ ধারামতে দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯, ৩ মে।]

OPIUM. আফিম।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ৯ মে সোমবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৭। ৫৮ সালের পয়দায়শী আফিমের পঞ্চম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২২৬০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম	১৯১৫
বানারসের এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম	৩৪৫
জুমলা সিন্দুক	২২৬০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৮ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দফ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং ক্লিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৯ সালের ১৪ এবং ২৫ মে এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারগণ যে সকল প্রমিস্‌রী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ট্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ট্রেজুরি রসিদ অথবা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৯ সালের ১৪ মে শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাট খালাসি সববে কিস্মতের পুরা টাকার দরুন কোন ট্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৯ সালের ২৫ মে বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম দেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোন হেতুপ্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

						বেহারের সিন্দুক	বানারসের সিন্দুক	জুমলা সিন্দুক
সন ১৮৫৯ সালের	১৩	জুন	সোমবার	অথবা	কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	১৪	জুলাই	বৃহস্পতিবার	অথবা	কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	১০	আগষ্ট	বুধবার	অথবা	কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	৯	সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	অথবা	কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	১৪	অক্টোবর	শুক্রবার	অথবা	কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	৭	নবেম্বর	সোমবার	অথবা	কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	৫	ডিসেম্বর	সোমবার	অথবা	কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯৩৪	৩৭৯	২৩১৩
						১০৪২৪	২৪৪৯	১৫৮৭৩

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলীশান বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২৬ আপ্রিল।

আর তামসন। একটিং ছোট সেক্রেটারী।

LAND ADVERTISEMENT. ভূমিবিষয়ক ইশ্‌তিহার।

জিলা ভাগলপুর।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জেলে ভাগলপুরের কালেক্‌টরী মোতালক নীচের লিখিত মহালাত কালেক্‌টরী কাছারীতে সরকারী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে সন ১৮৫৯ সনের ২৫ আপ্রেল মোতাবেক সন ১২৬৬ সনের ৮ বৈশাখ রোজ সামবার নিশ্চয় নীলাম হইবেক।

এস্তমরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

নং ৭ ঘাট মুঙ্গাপুর চৌকী পরগনে খেড়ি লিখিত মালিক লোকমা মাঝি সহোদর ভ্রাতা প্রাণ সরদার সদর জমা ৫৶২

এস্তমরারি জমা ধার্য্য না হওয়া মহাল।

নং ৭৯ আরাজী মহাসিৎপুর পরগনে কাকজোল সদর জমা ৫।৶২

এস্তমরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

নং ২৩০৯ জাগির মহামুদ সফি লশ্‌কর দরুণ মৌজে সজনপুর লক্ষ্মীপুর থানে উর্দ্ধানালা লিখিত মালিক মহামুদ সাবক সদর জমা মবলগে ২৷৷৯৸

নং ২৩৭৭ জাগির কন্দনকছব দরুণ মৌজা লক্ষ্মীপুর থানে উর্দ্ধানালা পরগনে কাকজোল লিখিত মালিক মহামুদ সাবক সদর জমা ৸৶১১।

তারিখ ৪ আপ্রেল সন ১৮৫৯ ইঙ্গরেজী।

COLLECTOR OF BHAUGULPORE.

No. 874 OF 1859.

FORT WILLIAM, HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

THE 30TH APRIL 1859.

THE Honorable FREDERICK JAMES HALLIDAY having obtained permission to resign HER MAJESTY'S Civil Service in India from the 1st of May, from which date he will cease to hold the Office of LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL, His Excellency the Right Hon'ble the GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL is pleased to direct, as a mark of respect due to the Character and Services of MR. HALLIDAY, that all the Honors and Distinctions to which he is now entitled as LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL shall be continued to him until the period of his Embarkation for Europe.

By Order of His Excellency the Right Hon'ble the Viceroy and Governor General of India,

W. GREY,
Secretary to the Government of India.

No. 875 OF 1859.

FORT WILLIAM, HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

THE 30TH APRIL 1859.

UNDER the authority conveyed in the 29th Section of the Act 21 and 22 VICTORIA, Cap. CVI., His Excellency the Right Hon'ble the VICEROY and GOVERNOR GENERAL of India is pleased to appoint, subject to the approbation of HER MAJESTY, the Honorable JOHN PETER GRANT, at present a Member of the Council of the GOVERNOR GENERAL of India, to be LIEUTENANT-GOVERNOR of the Bengal Division of the Presidency of Fort William, from the 1st of May.

By Order of His Excellency the Right Hon'ble the Viceroy and Governor General of India,

W. GREY,
Secretary to the Government of India.

[*Government Gazette, 3rd May*, 1859.]

১৮৫৯ সালের ৮৭৪ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়ম। দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ৩০ আপ্রিল।

শ্রীযুত অনরবিল ফ্রেড্রিক জেমস হালিডে সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্থানে মে মাসের প্রথম ১ তারিখঅবধি ভারতবর্ষে সিবিলসম্পর্কীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। সেই তারিখ-অবধি তিনি বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের কর্ম্ম আর করিবেন না। কিন্তু শ্রীযুত হালিডে সাহেবের সচ্চরিত্র ও কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার উপযুক্ত সম্ভ্রমের চিহ্নস্বরূপে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর-জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি ইউরোপে যাইবার নিমিত্তে যত কাল জাহাজে না উঠেন তত কালপর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর স্বরূপে তিনি যে সম্ভ্রম ও আদর পাইতে পারেন তাঁহার প্রতি তদ্রূপ সম্ভ্রম ও আদর প্রকাশ হইয়া থাকে।

রাইট অনরবিল শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে প্রকাশিত।

ডবলিউ গ্রে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

১৮৫৯ সালের ৮৭৫ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়ম। দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ৩০ আপ্রিল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের আইনের ২৯ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে রাইট অনরবিল শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর, ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের মেম্বর শ্রীযুত অনরবিল জান পিটর গ্রাণ্ট সাহেবকে মে মাসের ১ তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সম্মতির অপেক্ষা আছে।

রাইট অনরবিল শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে প্রকাশিত।

ডবলিউ গ্রে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৩ মে।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

সন ১৮৫৯ সালের ৩১ মার্চপর্যন্ত যেং জিনিসের দর যেমত ছিল তাহার ফর্দ।

জিনিসের নাম		পাটনা: পাটনা	পাটনা: দানাপুর	শাহাবাদ: বক্সার	শাহাবাদ: ডুমরিয়াম ২০ মাইল	শাহাবাদ: আরা ৪৫ মাইল	শাহাবাদ: সাহসিরাম ৫০ মাইল	শাহাবাদ: শাহাবাদ ৪৪ মাইল	বেহার: গয়া	বেহার: বেহার ৪০ মাইল মহকুমাইষ্টেক	বেহার: মহরমাতী ঐ ২০ ঐ	সারণ: ছাপরা সদর বাজার	চম্পারণ: বাজার মতিহারি	চম্পারণ: বাজার বেতিয়া
		মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ
আটা	ফি টাকায়	।৩	।৫	।৩	।৫	।৫	।৪	।৪	।৪	।৬॥	।৩	।৪॥	।৪	।৫
জব	ঐ	৸০	॥৭	•	॥৪	॥৭	•	॥৪	॥৭	৸১।	॥৬	৸১	॥৯	৸০
ভুসী শাদা	ঐ	৩/০	২/০	১৸০	২॥০	২॥০	৩/০	•	৸৫	৪/	৩/	২৸০	•	•
ঐ মিশাল	ঐ	৩॥০	২।০	১/	২॥০	•	•	•	৩/	৪॥০	৩॥০	৩/	•	•
ছোলা	ঐ	/২	/১॥৶	/২।	/১৸৶	/১৸৶	/২	/১৸৶	/২	/২	/২	/২	•	•
অরহর ডাইল	ঐ	॥৩	॥২	॥০	।৮	॥১॥	।৬	।৮	।৮	।৭॥	।৬	॥২	।৪	।৫
বুট ঐ	ঐ	॥২	॥৩	।৭	॥১	॥০	•	।৪	।৮	॥০	•	।৯	।৪	।৫
খেসারি ঐ	ঐ	৸১	॥৭।৶	॥২	॥২	॥৬	॥২	॥০	॥৩	॥৬	।৯	॥২	।৬	।৭
মাষকলাই ঐ	ঐ	॥২	॥০৸৶	।৭	।৭	।৫	•	।৪	।৮	•	।৫	•	•	•
মুগ ঐ	ঐ	॥১	।৮	।৭	।৭	।৪॥	•	।৪	।৬	।১	।০	।৬	•	•
মসুর ঐ	ঐ	৸০	॥৬৶	॥২	॥১	॥২॥	॥৭॥	।৩	॥৩	॥৬	।৮	॥১॥	।৫	।৬
মটর ঐ	ঐ	॥৩	•	•	॥৪	•	•	•	।৯	॥২	•	॥২	•	•
জ্বালানি কাষ্ঠ	ঐ	৩/০	•	৩/	৩৸০	৩।০	৩/	/০	৪/০	৪/০	৬/০	৪/	১০/	•
গাওয়া ঘৃত	ঐ	/১॥	/১॥	/২।	/২৶	/২।৶	/২॥৶	/৶	/২।	/১৶	•	/১॥	/১	/১।
ভঁয়সা ঐ	ঐ	/২১/	/২॥	/২।৶	/২১/	/২॥	/২৸	/।৶	/২৶	/২॥	/২।	/২॥	/২৸	/৩
গুড় উত্তম	ঐ	৸১	৸০।	॥৫	॥৫	॥৩	•	॥৩	॥৪	৸০	॥১	॥৫	॥০	॥১
ঐ মধ্যম	ঐ	৸৪	৸১	॥৬	॥৬	॥৭	•	॥৩॥	॥৫	৸১।	॥২	॥৬	॥১	॥২
শুকনা ঘাস	ঐ	৮০ বাং	•	১৭ বাং	২৪ বাং	•	•	২/	•	•	৩/০	•	•	•
কোয়াড়	ঐ	॥৮	॥৭	॥১	॥৪	•	॥৩	•	॥৩	॥৫	•	॥৬	•	•
নারিকেল তৈল	ঐ	/২১	/২৶	•	•	•	•	•	/২	/২	•	/২।	•	•
মসিনা ঐ	ঐ	/৪৸	/৪৸	/৪।	/৪॥/	/৪॥	/৪।	/৫৸	/৫	/৫॥	/৫	/৪॥	/৮	•
সরিষা ঐ	ঐ	/৪॥	/৪।	/৪	/৪/	/৪	/৪	/৫	/৫॥	/৬	/৪॥	/৪।	/৮	•
ধান্য	ঐ	৸২	৸১	•	॥৬	•	•	॥৬	॥৮	৸৩৸	॥৫	৸১	৸৪	৸৬
গোল আলু	ঐ	১॥৫	।৬॥	১/০	৸২	১/	•	॥৬	১/	১॥০	•	•	৸৮	১/
চাউল আতপ বেতিল আর উত্তমখানা	ঐ	।২	।১	•	•	•	•	•	।৪	•	।৮	।৩	।৪	।৫
ঐ সরুদানা	ঐ	।২॥	।১॥	•	•	•	•	•	•	•	•	।২	।৫	।৬
ঐ মুঙ্গী	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ঐ বালাম	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	।৭	•	•
ঐ খেজারি	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ঐ সাপুই	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ঐ কাজলা আর লোনা আর পাজী চাউল	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ঐ মোটাসাধারণ	ঐ	॥২	॥২	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ঐ শস্তারকম	ঐ	॥৩	।৩	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
লবণ উত্তম	ঐ	/৮॥	/৮	/৫	/৩।	/৭	•	•	/৭	•	•	।৮৸	•	•
ঐ দ্বিতীয়	ঐ	/৯	[illegible]	[illegible]	/৯	[illegible]	•	•	[illegible]	•	•	/৯	•	•

জিনিসের নাম	ভাগলপুর	মুঙ্গের	ত্রিহুত	পুরনিয়া	রাজসাহি	পাবনা	রঙ্গপুর	বগুড়া	দিনাজপুর	মালদহ	ঢাকা	ফরিদপুর	[illegible]
	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ	মঃ সেঃ ছঃ
আটা	।৭॥	।৮	।৩	।৪	।২	।৪।	।০৸/	।০॥	/৮॥	।৬	।০	।০	•
জব	৸০	৸৫	৸১।	৸০	•	•	•	•	/৮॥	•	৸২	৸০	•
ভুসী শাদা	৩৸০	৩/	•	১।০	৸৭॥	১॥৫	১/৭।	১॥০	৫/৬	১/৪	১।৫	•	•
ঐ মিশাল	৫/	৪/০	•	১॥৪	১।২॥	•	১/৭।	১॥০	৬/৭	১/৪	১।০	•	•
ছোলা	•	/১॥	/১॥	/১॥	/১৸১০	/২।	/১।০১০	/১॥/১০	/১।	/১॥	/১॥৶	/১॥	/৬।৶
অরহর ডাইল	।৭॥	॥৩	।৫	।৬	।৮৸	॥০	।৪॥৶	।৫৸	।২॥	।৯	।৬	।৫	/৯
বুট ঐ	॥০	।৯॥	।৬	॥০	।৫	।৪	/৯	।৫	।৭॥	।২	।৬	।৫	।৩।
খেসারি ঐ	॥৫	৸১	॥১	৸০	৸৩৸	১।০	।৮	॥৭	॥৭	॥৫	৸৪	৸৫	।৮
মাষকলাই ঐ	॥৬।	॥৯	॥১	•	।৮৸	॥১।	।৪॥৶	॥৩	॥১॥	॥০	॥২	॥০	•
মুগ ঐ	•	।৪	/৯	।৬	।০॥	।৫	/৯	।০॥	।৩	/৮	।৩	/৮	।৩।
মসুর ঐ	॥১।	॥৮	॥০	॥৭	॥৪	৸২	।৪॥৶	॥৪	॥২॥	॥৪	।০॥	৸০	•
মটর ঐ	॥৫	॥৮	।৬	॥৭	॥২৪	১/	।৪॥৶	॥৩	॥১।	॥৮	॥৩	॥৯	।৬
জ্বালানি কাষ্ঠ	৫/০	৪/	৫/০	৫/০	৫/	২/০	২৫৬ বাং	৬/০	৫॥০	৫/	৩॥০	২৸০	১০ বাং
গাওয়া ঘৃত	/১৸৶	/১৸	/১।	/১।	/১৸৶১৫	/২॥	/১।৶১০	/১॥৶	/১॥	/১।	/২	/১।৶	/১৸
ভঁয়সা ঐ	/২।/১০	/২	/২।	/২৶	•	•	/১॥৫	/১॥৶	/২	/১৸৶	/১৸	/১।৶	/১৸৶
গুড় উত্তম	৸২॥	৸২	॥৫	॥৪	৸০	৸২	।৪॥৶	।৮৸	॥৬৯	॥৫	।৮	•	।০।
ঐ মধ্যম	৸০	৸৪	॥৬	॥৫	৸৫॥৶	৸৮৸	।৮	॥১	•	॥৭	॥০	•	•
শুকনা ঘাস	•	১০ বাং	•	৩২ বাং	•	২ বাং	•	৭৫ বাং	॥/০	।/০	৪ বাং	•	•
কোয়াড়	॥৭॥	॥৪	•	॥৮	•	•	•	•	•	•	•	•	•
নারিকেল তৈল	/১৸৶	/২	/১॥	/২	/২॥	/৪	/১।৶১০	/২।	/১৸	/২	/২৸	/২।	•
মসিনা ঐ	/২॥	/৩৸	/৪৸	/৩	•	/৪॥	/১৶	•	•	•	/২৸	•	•
সরিষা ঐ	/৩৸	/৪।	/৪	/৫	/৫	/৫॥	/৩।৶	/৪৶	/৪৸	/৪॥	/৪	/৪	/৩
ধান্য	৸৭॥	৸১	৸৪	১/৫	৸৩৸	১/৫	১/৭।	১/৫	৸৫	৸৫	৸৭॥	৸৩৸	৩/
গোল আলু	১/	১/৫	•	৸০	।২৶১০	।৬	৸৬	॥৪	১৸০	॥০	।২	•	•
চাউল আতপ বেতিল আর উত্তমখানা	।৫	।৩	।০	।৬	/৬	।০	/৫/	॥২৩	•	।০।	/৭	।০	•
ঐ সরুদানা	।৫	।৩॥	।২	।৮	•	।৪	/৬১৫	।৮	•	।৩	/৮	।০॥	•
ঐ মুঙ্গী	•	•	•	•	•	॥৫	•	•	•	•	•	•	•
ঐ বালাম	•	•	•	•	•	॥১।	•	•	•	॥০	•	•	•
ঐ খেজারি	•	•	•	•	•	•	॥৩।৶	॥৪।	•	•	•	•	•
ঐ সাপুই	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ঐ কাজলা আর লোনা আর পাজী চাউল	•	•	•	•	•	•	•	•	•	॥১	•	।৮	•
ঐ মোটাসাধারণ	•	•	•	•	॥০	॥৭॥	॥৭	।৮৶	•	॥১॥	॥১	•	•
ঐ শস্তারকম	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	।৮
লবণ উত্তম	/৮৸	•	/৯	/৮৸	।০৶	•	•	/২৸	•	/২॥	।০	•	•
ঐ দ্বিতীয়	•	•	•	[illegible]	•	•	•	•	/৪৶	।০॥	।০	•	•

ঐ মিশাল	ঐ	/২	/১৪৶	/২১	/১৮৶	/১৮৶	/২	/১৮৶	/২																		
তুলা	ঐ	॥০	॥২	॥০	।৮	॥২॥	।৬	।৮	।৮	।৭॥	।৬	॥২	।৪	।৫	।৭॥	॥০	।৫	।৬	।৮৸	॥০	।৪॥৶	।৪৸	।২॥	।১	।৬	।৫	/২
অরহর ডাইল	ঐ	॥২	॥০	।৭	॥১	॥০	•	।৮	।৮	॥০	•	।৯	।৪	।৫	॥০	।৯॥	।৬	॥০	।৫	।৪	/৯	।৫	।৭॥	।২	।৬	।৫	।০।
বুট ঐ	ঐ	৸১	॥৭।৶	॥২	॥২	।৬	॥২	॥০	॥০	॥৬	।৯	॥২	।৬	।৭	।৫	৸১	॥১	৸০	৸০৸	১।০	।৮	॥৭	॥৭	॥৫	৸৪	৸৫	।৮
খেসারি ঐ	ঐ	॥২	॥০৸৶	।৭	।৭	।৫	•	।৮	।৮	•	।৫	•	•	•	॥৩।	॥৯	॥১	•	।৮৸	॥১।	।৪॥৶	॥১	॥১॥	॥০	॥২	॥০	•
মাষকলাই ঐ	ঐ	॥১	।৮	।৭	।৭	।৪॥	•	।৮	।৬	॥১	।০	।৬	•	•	•	।৪	/১	।৬	।০॥	।৫	/১	।০॥	।১	/৮	।০	/৮	।০।
মুগ ঐ	ঐ	৸০	॥৬৶	॥২	॥১	॥২॥	॥৭॥	।১	॥০	॥৬	।৮	॥১॥	।৫	।৬	॥১।	॥৮	॥০	॥৭	॥৪	৸২	।৪॥৶	॥৪	॥২॥	॥৪	।০॥	৸০	•
মসুর ঐ	ঐ	॥০	•	•	।৪	•	•	•	।২	॥২	•	॥২	•	•	॥৫	॥৮	।৬	॥৭	॥২॥	১/	।৪॥৶	॥১	॥১।	॥৮	॥১	॥২	।৬
মটর ঐ	ঐ	৩/০	•	৩/	৩৸০	৩।০	৩/	/০	৪/০	৫/০	৬/০	৫/	১০/	•	৫/০	৪/	৫/০	৫/০	৫/	২/০	২৫৬ বাং	৬/০	৫॥০	৫/	৩॥০	২৸০	১০ বাং
জ্বালানি কাষ্ঠ	ঐ	/১॥	/১॥	/২১	/২৶	/২।৶	/২॥৶	/৶	/২১	/২৶	•	/১॥	/১	/১১	/১৸৶	/১৸	/১১	/১১	/১৸৶১৫	/২॥	/১।৶১০	/১॥৶	/১॥	/১	/২	/১।৶	/১৸
গাওয়া ঘৃত	ঐ	/২।/	/২॥	/২।৶	/২৴	/২॥	/২৸	/।৶	/২।৶	/২॥	/২১	/২॥	/২৸	/০	/২।/১০	/২	/২১	/২৶	•	•	/১॥১৫	/১॥৶	/২	/১৸৶	/১৸	/১।৶	/১৸৶
ভেরণ্ডা ঐ	ঐ	৸১	৸০।	॥৫	॥২	॥৬	•	॥১	॥৪	৸০	॥১	॥৫	॥০	॥১	৸২॥	৸২	॥৫	॥৪	৸০	৸২	।৪॥৶	।৮৸	॥৬৯	॥৫	।৮	•	।০।
বুট উত্তম	ঐ	৸৪	৸১	॥১	॥৬	॥৭	•	॥১॥	॥৫	৸১।	॥২	॥৬	॥১	॥২	৸০	৸৪	॥৬	॥৫	৸৫॥৶	৸৮৸	।৮	॥১	•	॥৭	॥০	•	•
ঐ মধ্যম	ঐ	৮০ বাং	•	১৭ বাং	২৪ বাং	•	•	২/	•	•	৩/০	•	•	•	•	১০ বাং	•	৩২ বাং	•	২ বাং	•	৭৫বাং	॥/০	।/০	৪ বাং	•	•
শুকনা মাছ	ঐ	॥৮	॥৭	॥১	॥৪	•	॥৬	•	॥০	॥৫	•	॥৬	•	•	॥৭॥	॥৪	•	।৮	•	•	•	•	•	•	•	•	•
তেজপাত	ঐ	/২১	/২৶	•	•	•	•	•	/২	/২	•	/২১	•	•	/১৸৶	/২	/১॥	/২	/২১	/৪	/১।৶১০	/২১	/১৸	/২	/২৸	/২১	•
নারিকেল তৈল	ঐ	/৪৸	/৪৸	/৪।	/৪॥/	/৫॥	/৪॥	৫৸	/৫	/৫॥	/৫	/৪॥	/৮	•	/২॥	/০৸	/৪৸	/০	•	/৪॥	/১৶	•	•	•	/২৸	•	•
মসিনা ঐ	ঐ	/৪॥	/৪।	/৪	/৪/	/৪	/৪	/৫	/৫॥	/৬	/৪॥	/৪।	/৮	•	/০৸	/৪।	/৪	/৫	/৫	/৫॥	/০।৶	/৪৶	/৪৸	/৪॥	/৪	/৪	/০
সরিষা ঐ	ঐ	৸২	৸১	•	॥৬	•	•	॥৬	।৮	৸০৸	॥৫	৸১	৸৪	৸৬	৸৭॥	৸১	৸৪	১/৫	৸০৸	১/৫	১/৭।	১/৫	৸৫	৸৫	৸৭॥	৸০৸	১/
ধানা	ঐ	[illegible]	[illegible]	১/০	৸২	১/	•	॥৬	১/	১॥০	•	•	৸৮	১/	১/	১/৫	•	৸০	।২৶১০	।৬	৸৬	॥৪	১৸০	॥০	।২	-	•
চাউল আতপ টেবিল আর উত্তমমানা	ঐ	।২	।১	•	•	•	•		।৪	•	।৮	।১	।৪	।৫	।৪	।১	।০	।৬	/৬	।০	/৫/	॥২।	•	।০।	/৭	।০	•
ঐ গরমানা	ঐ	।২॥	।১॥	•	•	•	•		•	•	•	।২	।৫	।৬	।৫	।৩॥	।২	।৮	• •	।৪	/৬(২৫	।৮	•	।১	/৮	।০॥	•
ঐ মুড়ী	ঐ	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	॥৫	•	•	•	•	•	•	•
ঐ বালাম	ঐ	•	•	•	•	•	•		•	•	•	।৭	•	•	•	•	•	•	•	॥১।	•	•	•	॥০	•	•	•
ঐ খেয়ারি	ঐ	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	॥০॥৶	॥৪।	•	•	•	•	•
ঐ মাপুই	ঐ	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ঐ কাজলা আর লোধা আর পাঙ্কী চাউল	ঐ	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	॥১	•	।৮	•
ঐ মোটাসাধারণ	ঐ	॥২	॥২	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	॥০	॥৭॥	॥৭	॥৮৶	•	॥১॥	॥১	•	•
ঐ শম্ভারকম	ঐ	॥০	।০	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
লবণ উত্তম	ঐ	/৮॥	/৮	/৫	/৬।	/৭	•	।৭	/৭	•	•	/৮৸	•	•	/৮৸	•	/২	/৮॥	।০৶	•	•	/২৸	•	/২॥	।০	•	/৮
ঐ দ্বিতীয়	ঐ	/১	/৮॥	[illegible]	[illegible]		•	৮॥	/৫॥	•	-	/২	•	•	•	•	•	/৮৸	•	•	•	•	•	।০॥	।০	•	•
ঐ সাম্বর	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	/৪৶	•	•	•	
ঐ পাঙ্গা	ঐ	/৮॥	/৮॥	•	৩।৶	•	/৮	/৮	/৭	/২	/৭	/২	/৮	/৮॥	•	/২	•	/৮৸	/২৸/	।৪	/২	।০৶	/৮॥	/২॥	।০	•	
ইক্ষু চিনি	ঐ	/৪	/০॥	/৪	/৪।	•	/৫	•	/৪	/৪।	•	৪	•	•	/০৶	/০৸	/৪	/০	/০॥/	/৪।	/২৸/	/০	/০	/৪	/০	/২৸	ইক্ষু
খেজুরীয়া ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	/৬	•	•	/০৸	•	/৪॥	/৮	খেজু
গম	ঐ	।৬	।৮॥৶	।৫॥	।৭॥	।৭॥	।৫॥	।৭	।৮	।২	।৫	।৬॥	।৮	।১	॥১।	॥২	।২	॥২	।৬৸৶	॥৫	॥৭	॥১	।২	॥১	।৪	॥৫	গম

CALCUTTA PUBLICK LIBRARY

অতিরিক্ত
গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, FRIDAY, MAY 6, 1859.

কলিকাতা শুক্রবার ১৮৫৯ সাল ৬ মে।

No. 34 of 1859.

NOTIFICATION.

FORT WILLIAM, FINANCIAL DEPARTMENT.

THE 30TH APRIL 1859.

REFERRING to paragraph 16 of the Notification of this department, No. 14, dated the 21st February last, it is hereby notified, that from and after the 1st of May next, the Sub-Treasurers at Calcutta, Madras and Bombay, the several Residents at Native Courts, the several Collectors of Land Revenue under the several Presidencies, and the Officers in charge of District Treasuries in the Territories immediately subordinate to the Government of India, will be authorized to receive money for the purchase of Treasury Bills, payable to Order, and bearing Interest at the rate of two-and-a-half Pie a day, for every one hundred Rupees.

2. On money being paid into their Treasuries, the said Sub-Treasurers and Officers aforesaid will issue Loan Certificates in the usual manner, which Certificates will be exchanged at the Offices of the Accountants General at the several Presidencies for Treasury Bills, as soon as possible.

The Loan Certificates will be issued in the following form :—

LOAN ACKNOWLEDGMENT.

No.

Calcutta (Madras or Bombay, as the case may be) General Treasury,

The

I hereby acknowledge that *has*

১৮৫৯ সালের ৩৪ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৫৯ সাল ৩০ আপ্রিল।

এই ডিপার্টমেণ্টের গত ফেব্রুআরি মাসের ২১ তারিখের ১৪ নম্বরের বিজ্ঞাপনের ১৬ দফার প্রতি লক্ষ করিয়া ইহাতে এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। আগামি মে মাসের ১ প্রথম তারিখঅবধি কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের সব-ত্রেজুরর সাহেবদিগকে ও এদেশীয় রাজদরবারের নানা রেসিডেণ্ট সাহেবকে, ও নানা রাজধানীর ভূমির রাজস্বের নানা কালেক্টর সাহেবদিগকে, ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের শামিল সকল জিলার ত্রেজুরীর ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবদিগকে ত্রেজুরী বিল ক্রয় করিবার জন্যে টাকা গ্রহণ করিবারি ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক। সেই বিলের টাকা যাঁহার নামে হয় তাঁহার আজ্ঞামতে দেওয়া যাইতে পারিবেক। ও সেই বিলের কিশত টাকার উপর দিনপ্রতি ইঙ্গরেজী আড়াই পাই হিসাবে সুদ চলিবেক।

২। উক্ত সব-ত্রেজুরর সাহেবেরদের ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারক সাহেবেরদের ত্রেজুরীতে টাকা দেওয়া গেলে তাঁহারা রীতিমতে লোনের সর্টিফিকট দিবেন। সেই সর্টিফিকট নানা রাজধানীর আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় দাখিল করা গেলে, তাহার পরিবর্ত্তে সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া ত্রেজুরীর বিল দেওয়া যাইবেক।

লোনের সর্টিফিকটের পাঠ এই।

লোনের রসীদ।

নম্বর।

কলিকাতার (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) জেনরল ত্রেজুরী।

সাল তাং

ইহাতে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রী অমুক কোম্পানির

this day paid into the Treasury at the sum of Company's Rupees , for which he is entitled to receive a Treasury Bill bearing Interest from the date of this Acknowledgment, of the tenor, and subject to the condition specified in Form No. (1 or 2 as the case may be) set forth in the Advertisement published in the Calcutta Gazette Extraordinary of the 30th of April 1859.

Company's Rupees

Sub-Treasurer.

এত টাকা অদ্য অমুক স্থানের ত্রেজুরীতে দিয়াছেন তাহার নিমিত্তে ১৮৫৯ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখের অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে যে ইশ্তিহার প্রকাশ হয় তদনুসারে উক্ত শ্রী অমুক ১ নম্বরের কিম্বা বিষয়বিশেষে ২ নম্বরের পাঠের লিখিত মর্ম্মমতে ও তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে একখান ত্রেজুরী বিল পাইতে পারেন। সেই বিলের উপর এই রসীদের তারিখঅবধি সুদ চলিবেক।

কোং টাকা।

সব-ত্রেজুরর।

The Treasury Bills will be issued, at the option of the subscriber, in either of the two following Forms, subject to the conditions specified therein :—

যাঁহারা টাকা দেন তাঁহারদের স্বেচ্ছামতে এই দুই পাঠের কোন এক পাঠে ও তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তাঁহারদিগকে ত্রেজুরী বিল দেওয়া যাইবেক।

No. 1.

১ নম্বর।

TREASURY BILL, BENGAL, (MADRAS OR BOMBAY, AS THE CASE MAY BE.)

The Governor General of India in Council does hereby acknowledge to have received from on this day of 18 the sum of Company's Rupees, as a Loan to the Secretary of State in Council of India, and does hereby, on behalf of the said Secretary of State in Council, promise to pay the said sum, together with any Interest that may be due thereon, at the rate of two-and-a-half Pies a day for every hundred Rupees to the said or his Executors or Administrators, or to his or their Order, at the General Treasury in Calcutta, (Madras or Bombay, as the case may be) on demand, at any time after the expiration of one year from the date hereof, and also in the mean time to pay Interest on the said sum at the rate aforesaid, half-yearly, at the said General Treasury, provided that the said sum shall be liable to be paid off at the option of the Governor General in Council at any time after the expiration of one year from the date hereof, upon notice being given in the Calcutta Gazette, at least three Calendar months before the time fixed for the proposed payment, after which time all further Interest will cease. After the expiration of one year from the date hereof, this Bill will be receivable for the amount of the Principal, and any Interest due thereon, in payment of Government Revenue at any Treasury in Bengal, the North-Western Provinces, Nagpore, Oude or the Punjab, (the Madras or Bombay Presidency, as the case may be,) or in subscriptions to any Loan that may be generally open, as well as in payment of any demand of Government, payable at the said General Treasury, or payable in Bengal, the North-Western Provinces, Nagpore, Oude or the Punjab, (to the Government of Madras, or to the Government of Bombay as the case may be,) on Account of Salt, Opium or Customs.

বাঙ্গলা দেশের (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) ত্রেজুরী বিল।

হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ইহাতে স্বীকার করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে কর্জ্জরূপে কোম্পানির এত টাকা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের স্থানে পাওয়া গিয়াছে। আরো তিনি হুজুর কৌন্সেলে রাজ্যের উক্ত শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের তরফে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, অদ্যকার তারিখঅবধি এক বৎসর ফুরাইলে পর উক্ত শ্রীঅমুক কিম্বা তাঁহার অছিরা কি আডমিনিষ্ট্রেটরেরা ঐ টাকা দাওয়া করিলে, তাঁহাকে কি তাঁহারদিগকে, কিম্বা তাঁহার কি তাঁহারদের আজ্ঞামতে কলিকাতার (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) জেনরল ত্রেজুরীতে ঐ টাকা, ও ফিশত টাকার উপর দিনপ্রতি ইঙ্গরেজী আড়াই পাইয়ের হিসাবে তাহার যত সুদ তৎকালে পাওনা থাকে তাহা দেওয়া যাইবেক। ইতিমধ্যে উক্ত জেনরল ত্রেজুরীহইতে ঐ টাকার উপর ছয়২ মাসে সেই হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবেক। কিন্তু এই বিলের তারিখঅবধি এক বৎসর ফুরাইলে পর কোন সময়ে হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ইচ্ছা করিলে ঐ টাকা শোধ করিতে পারিবেন, কেবল যে দিনে পরিশোধ করিবার মনস্থ করেন তাহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী হিসাবমতের অতিক্রম তিন মাস থাকিতে তাহার সম্বাদ কলিকাতা গেজেটে ছাপাইবেন ঐ তিন মাসের পরে ঐ টাকার উপর আর সুদ চলিবেক না। এই বিলের তারিখঅবধি এক বৎসর ফুরাইলে পর বাঙ্গলা দেশের কি উত্তরপশ্চিম দেশের কি নাগপুরের কি অযোধ্যার কি পঞ্জাবের (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর) কোন খাজানাখানাতে সরকারের মালগুজারীর বাবৎ, কিম্বা যে কোন লোন তৎকালে সাধারণমতে খোলা থাকে সেই লোনের জন্যে, কিম্বা নিমকের কি আফীনের কি হাসিলের বাবৎ উক্ত জেনরল ত্রেজুরীতে কিম্বা বাঙ্গলা দেশে কি উত্তরপশ্চিম দেশে কি নাগপুরে কি অযোধ্যাতে কি পঞ্জাবে গবর্ণমেণ্টের পাওনা (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টের পাওনা) যে কিছু টাকা দিতে হয় তাহার পরিশোধে ঐ বিলের আসল টাকা ও তাহার যে সুদ পাওনা থাকে তাহার সমান টাকার পরিবর্ত্তে ঐ বিল গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

No. dated the 1859.

নম্বর। ১৮৫৯ সাল তাং।

No. 2.

TREASURY BILL, BENGAL, (MADRAS OR BOMBAY AS THE CASE MAY BE.)

The Governor General of India in Council does hereby acknowledge to have received from

on this day of 18 , the sum of Company's Rupees, as a Loan to the Secretary of State in Council of India, for which interest shall be paid to the said or his Executors or Administrators, or to his or their Order, half-yearly, at the rate of two-and-a-half Pie per day for every one hundred Rupees.

The said sum shall be liable to be paid off, at the option of the Governor General of India in Council, at any time after the expiration of one year from the date of this Bill, upon notice being given in the Calcutta Gazette at least three Calendar months before the time fixed for the proposed payment, after which time all further Interest will cease. It shall be at the option of the lawful holder of this Note to obtain payment thereof three months after sight, by presenting the same at the Office of the Accountant General in Calcutta (Madras or Bombay, as the case may be) and obtaining a Memorandum in writing on the Note, signed by the Accountant General, or some other Officer duly authorized on that behalf, acknowledging the presentment and the date thereof, which acknowledgment shall be given on presentment. In case of presentment, as aforesaid, the Principal sum of Rupees will be payable at the General Treasury in Calcutta (Madras or Bombay, as the case may be) at any time after the expiration of three months from the date of such acknowledgment, together with Interest at the rate aforesaid up to the expiration of the period of three months, but all Interest shall cease from the expiration of that period.

No. dated the 18 .

Loan Acknowledgments issued from the Treasuries in the Presidencies of Madras and Bombay will be exchanged for Treasury Bills at the Offices of the Accountants General of those Presidencies respectively: Loan Acknowledgments issued from Treasuries in Bengal, the North-Western Provinces, Nagpore, Oude and the Punjab, will be exchanged for Treasury Bills at the Office of the Accountant General to the Government of India at Calcutta: Loan Acknowledgments issued by Residents at Native Courts, and Officers in charge of District Treasuries in Territories other than the above, immediately subordinate to the Government of India, will be exchanged for Treasury Bills at the Office of the Accountant General of the nearest Presidency.

The Bills will be issued in sums of Rupees 200, Rupees 500, Rupees 1,000, Rupees 5,000 and Rupees 10,000.

The Bills issued by the Accountant General to the Government of India will be signed by the Secretary to the Government of India in the Financial Department. Those issued by the Accountants

২ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) ত্রেজুরী বিল।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর স্বীকার করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের কৌন্সেলে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে কর্জ্জরূপে, কোম্পানির এত টাকা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী অমুকের স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাহার ফিশত টাকার উপর দিনপ্রতি ইঙ্গরেজী আড়াই পাইয়ের হিসাবের সুদ ছয়২ মাসে উক্ত অমুককে কিম্বা তাঁহার অছিদিগকে কি আডমিনিস্ট্রেটরদিগকে কিম্বা তাঁহার কি তাঁহারদের আজ্ঞামতে দেওয়া যাইবেক।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর মনস্থ করিলে, এই বিলের তারিখঅবধি এক বৎসর ফুরাইলে পর কোন সময়ে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ যে তারিখে পরিশোধ করিতে মনস্থ করেন তাহার অতিক্রম তিন মাস থাকিতে কলিকাতা গেজেটে সম্বাদ দিয়া শোধ করিবেন, সেই তিন মাসের পর ঐ টাকার উপর সুদ বন্দ হইবেক। এই নোট ন্যায্যমতে যাঁহার হয়, তিনি চাহিলে তিন মাস মুদ্দতে তাহার টাকা পাইতে পারিবেন, অর্থাৎ কলিকাতার (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের কাছে ঐ নোট দাখিল করিলে, তাহা যে দাখিল হইয়াছে এই মর্ম্মের রসীদ ও দাখিল করিবার তারিখের এক লিপি ঐ নোটের উপর লেখা যাইবেক, ও আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব কিম্বা সেই কর্ম্ম করিতে উপযুক্তমতের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিয়া ঐ রসীদ দাখিল করিবার সময়ে দিবেন। সেই প্রকারে দাখিল করা গেলে, সেই রসীদের তারিখঅবধি তিন মাস ফুরাইলে পর কোন সময়ে সেই আসল টাকা, ও সেই তিন মাসের শেষপর্য্যন্ত উক্ত হিসাবের সুদ কলিকাতার (কিম্বা বিষয়বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের) জেনরল ত্রেজুরীতে পরিশোধ হইবেক। কিন্তু সেই তিন মাসের পর সুদ বন্দ হইবেক।

নম্বর সাল তারিখ।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর ত্রেজুরীহইতে লোনের যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে ত্রেজুরী বিল ঐ২ রাজধানীর আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় পাওয়া যাইবেক। বাঙ্গলা দেশের ও উত্তরপশ্চিম দেশের ও নাগপুরের ও অযোধ্যার ও পঞ্জাবের ত্রেজুরীহইতে লোনের যে রসীদ দেওয়া যায় তাহার পরিবর্ত্তে কলিকাতায় ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় ত্রেজুরী বিল পাওয়া যাইবেক। এই দেশীয় রাজদরবারের রেসিডেণ্ট সাহেব, ও উক্ত সকল প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের শাসিত অন্য২ প্রদেশের ত্রেজুরীর জিম্মার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবেরা লোনের যে সকল রসীদ দেন, তাহার পরিবর্ত্তে ঐ প্রদেশের অতি নিকট যে রাজধানী আছে সেই রাজধানীর আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় ত্রেজুরী বিল পাওয়া যাইবেক।

২০০৲ ও ৫০০৲ ও ১০০০৲ ও ৫০০০৲ ও ১০০০০৲ টাকার মূল্যের ত্রেজুরী বিল বাহির হইবেক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব যে বিল দেন তাহাতে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব দস্তখৎ করিবেন। বোম্বাইয়ের ও মান্দ্রাজের আক্কৌ-

General at Bombay and Madras, by the Chief Secretaries to those Governments respectively.

Published by Order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

C. HUGH LUSHINGTON,
Secy. to the Govt. of India.

No. 35 of 1859.

NOTIFICATION.

FORT WILLIAM, FINANCIAL DEPARTMENT.

THE 30TH APRIL 1859.

Mr. Rickets' Report on Civil Salaries being now under the consideration of His Excellency the Governor General in Council, it is hereby notified that in the case of all Civil Appointments made after the date of this Notification, the Salaries of such Appointments will be held to be subject to such Reductions as may be determined upon by the Government of India, provisionally; and permanently, to such Reductions as shall be ordered by the Secretary of State for India.

Published by Order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

C. HUGH LUSHINGTON,
Secy. to the Govt. of India.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৬ মে।]

ষ্টেণ্ট জেনরল সাহেবেরা যে২ বিল দেন তাহাতে ঐ২ গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী সাহেব দস্তখৎ করিবেন।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

১৮৫৯ সালের ৩৫ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৫৯ সাল ৩০ আপ্রিল।

শ্রীযুত রিকেটস সাহেব সিবিলসম্পর্কীয় সকল কার্য্যকারকেরদের বেতনের কথার যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা এইক্ষণে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাধীন আছে। অতএব ইহাতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপনের তারিখের পর সিবিলসম্পর্কীয় কর্ম্মের যে সকল পদে কোন লোকদিগকে নিযুক্ত করা যাইবেক, সেই২ পদের বেতন ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট যেমন নির্দ্ধার্য্য করেন তেমনি কিঞ্চিৎ কালের নিয়মস্বরূপে কম করা যাইবেক, পরে ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নির্দ্ধারণমতে স্থিররূপে কম করা যাইবেক।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞামতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

Numb. 1029 ১০২৯)

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, MAY 10, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ১০ মে।

ACTS.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 30TH APRIL 1859.

THE following Act, passed by the Legislative Council of India, received the assent of the Right Honorable the Governor General on the 30th April 1859, and is hereby promulgated for general information :—

ACT No. IX. OF 1859.

An Act to provide for the adjudication of claims to property seized as forfeited.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to make provision for the adjudication of claims to property seized as forfeited, with a view to the speedy determination of the same; and whereas it is also expedient to remove doubts concerning the powers of Officers or other persons to whom Commissions may have been issued for the trial of heinous offences in certain districts, and concerning the validity of convictions and adjudications of forfeiture made by such Officers or other persons; It is enacted as follows :—

[Courts of Special Commission to be established. Proviso.]

I. It shall be lawful for the Executive Governments of the Lower and North-Western Provinces of the Presidency of Bengal, to establish within any part of the Territories subject to their respective Governments, Courts of Special Commission for the trial and determination of claims to property seized as forfeited, and to assign, from time to time, such local jurisdiction to the Courts so established as may appear proper. Provided that no additional expense shall be incurred by the establishment of

আইন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৩০ আপ্রিল।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে, শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুর ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই আইন সকল লোকের জানিবার জন্যে ইহাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৯ আইন।

জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার বিচার করিবার বিধানের আইন

[হেতুবাদ।]

জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, তাহার উপর যে দাওয়া হয়, তাহা অরায় নিষ্পত্তি করিবার জন্যে সেই দাওয়ার বিচার করিবার বিধান করা বিহিত। ও কোন২ জিলাতে গুরুতর অপরাধের বিচার করিবার কমিস্যান যে কার্য্যকারক সাহেবদিগকে কি অন্য ব্যক্তিদিগকে দেওয়া গিয়াছে তাহারদের ক্ষমতার বিষয়ে, ও সেই কার্য্যকারক সাহেবেরা কিম্বা অন্য ব্যক্তিরা যে দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন ও সম্পত্তি জব্দ হইবার যে হুকুম করিয়াছেন তাহার মাতবরীর বিষয়ে, যে২ সন্দেহ থাকে তাহা দূর করা বিহিত। এই২ কারণে এই বিধান হইল।

[বিশেষ কমিস্যানমতে আদালত সংস্থাপন হইবার কথা ও বর্জিত কথা।]

১ ধারা। বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও উত্তরপশ্চিম দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যকারি গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে, জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহার উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে আপন২ গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের কোন স্থানে বিশেষ কমিস্যানের আদালত স্থাপন করেন। ও সেইপ্রকারের স্থাপিত আদালতের যে সীমানাপর্য্যন্ত এলাকা নিরূপণ করা উচিত বোধ করেন সেইপর্য্যন্ত সীমানার এলাকা সময়ে২ নিরূপণ করেন। পরন্তু হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল

the rights of parties not charged with any offence for which upon conviction the property of the offender is forfeited, in respect of any property attached or seized as forfeited or liable to be forfeited to Government; provided that no suit brought by any party in respect of such property shall be entertained unless it be instituted within the period of one year from the date of the attachment or seizure of the property to which the suit relates.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

DRAFT OF ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

The 23rd April 1859.

The following Bill was read a second time in the Legislative Council of India, on the 23rd April 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 30th of July next :—

A Bill to amend Act III. of 1857 (relating to trespasses by Cattle).

[Preamble.]

Whereas, under the provisions of Act III. of 1857, fines may be levied from the owners of Cattle found trespassing and doing damage or straying in any public place, and all unclaimed Cattle so found may be sold after sufficient notice; and whereas it is provided in the said Act that the sums received on account of fines and the unclaimed proceeds of the sale of unclaimed Cattle shall be applied to the payment of the salaries of pound-keepers and other purposes connected with the execution of the Act; and whereas the amount of the said sums may be larger than is required for the said purposes, and it is expedient to provide for their legal application to other purposes; It is enacted as follows :—

[Appropriation of surplus fines, &c.]

I. When the amount of the sums received on account of fines and the unclaimed proceeds of the sale of unclaimed Cattle is larger than is required for the payment of the salaries allowed to pound-keepers and the expenses incurred for the construction and maintenance of pounds and other purposes connected with the execution of the said Act, any surplus which may remain after making full provision for the said salaries and expenses may be applied, under the direction of the local Government, to the construction and repair of roads and bridges, and other works of a like nature.

সম্পত্তি জব্দ হয়, এমত অপরাধের নালিশ যাহারদের নামে না হইয়াছে, সরকারে জব্দ হইল কি জব্দ হওবার যোগ্য বলিয়া ক্রোককরা কি ধরিয়া লওয়া কিছু সম্পত্তিতে তাহারদের যে স্বত্ব থাকে তাহা এই আইনের কোন কথাতে খর্ব্ব হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। পরন্তু সেই প্রকারের সম্পত্তির বিষয়ে কোন লোক কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ সম্পত্তি যে তারিখে ক্রোক করা যায় কি ধরিয়া লওয়া যায় সেই তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।
John Robinson, *Bengalee Translator.*

আইনের মুসাবিদা।

ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২৩ আপ্রিল।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২৩ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি জুলাই মাসের ৩০ তারিখে তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

ক্ষেত্রাদিতে গোমেষাদির প্রবেশ করণ বিষয়ের ১৮৫৭ সালের ৩ আইন শুধরাইবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

১৮৫৭ সালের ৩ আইনের বিধানমতে, যদি গোমেষাদি কোন পশুকে সরকারী কোন স্থানে গিয়া কিছু নোকসান করিতে কি বেড়াইতে দেখা যায়, তবে ঐ পশুর স্বামির জরীমানা হইতে পারিবেক ও সেই পশু যদি কেহ আপনার বলিয়া দাওয়া না করে, তবে উপযুক্ত সময়ের ইশ্‌তিহার হইলে পর তাহা নীলাম হইতে পারে। আরো ঐ আইনের বিধানমতে জরীমানার যত টাকা আদায় হয়, ও যে পশু কেহ আপনার বলিয়া দাওয়া না করে তাহা নীলাম করিয়া যে টাকা পাওয়া যায়, সেই টাকাও কেহ দাওয়া না করিলে, ঐ টাকাহইতে খোঁয়াড়ীরক্ষকের বেতন ও ঐ আইনমতে কার্য্য হইবার অন্য খরচ দেওয়া যাইবেক। কিন্তু সেই২ কারণে যত টাকা লাগে তাহার অধিক টাকা সেই প্রকারে কখন২ আদায় হইতে পারে, ও সেই অধিক টাকা আইনমতে অন্য কর্ম্মে খরচ করিবার বিধান করা বিহিত। এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[জরীমানাপ্রভৃতির ফাজিল টাকা খরচ করিবার কথা।]

১ ধারা। জরীমানার দ্বারা, ও যে পশু কেহ আপনার বলিয়া দাওয়া না করে তাহা নীলাম হইয়া, যে টাকা আদায় হয়, তাহাতে কাহার দাওয়া না হইলে যত টাকা আদায় হয় তাহা খোঁয়াড়ীরক্ষকের বেতন ও খোঁয়াড়ী করিবার ও মেরামৎপ্রভৃতি করিবার খরচ ও উক্ত আইনমতের অন্যান্য কার্য্যেতে যত খরচ লাগে তাহার অধিক যদি হয়, তবে ঐ বেতন ও খরচের সমুদয় দেওয়া গেলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে রাস্তা পুল বন্দিপ্রভৃতি করিবার ও মেরামৎ করিবার কার্য্যে খরচ হইতে পারিবেক ইতি।

[Act to be read as part of Act III. of 1857.]

II. This Act shall be read with and taken as part of Act III. of 1857.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

THE 23RD APRIL 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India, on the 23rd April 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 30th of July next :—

A Bill to empower Magistrates to decide certain disputes between contractors and workmen engaged in Railway and other works.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to empower Magistrates to decide disputes concerning wages and certain other disputes between contractors and workmen engaged in Railway and other works ; It is enacted as follows :—

[Who shall be deemed a contractor within this Act.]

I. Any person who has contracted or who may hereafter contract to construct any portion of a Railway, canal, or other public work, the construction of which is or shall be sanctioned by Parliament or by the Government of India, shall be deemed a contractor within the meaning of this Act.

[Magistrate to take cognizance of cases of non-payment of wages to workmen by contractors.]

II. If any person being a contractor within the meaning of this Act shall employ or engage with any artificer, workman, or laborer for the execution of any work connected with or incidental to the performance of his contract (whether such work is to be performed by the person so employed or engaged or by others to be employed with, by or under him), and shall not from time to time pay all such sums of money and wages as shall be justly due to the person or persons so employed, it shall be lawful for the Magistrate of the Zillah or District where the work is performed, to take cognizance of the matter.

[To decide summarily after summoning the parties, &c.]

III. The Magistrate shall summon such contractor (or in his absence his local manager or agent) to appear at a time and place to be named in the summons ; and it shall be lawful for the Magistrate to examine witnesses upon oath or solemn affirmation and in a summary way to decide between the parties, which decision shall be final and conclusive to all intents and purposes.

[Order for payment. Distress.]

IV. The Magistrate shall order the payment of such sum of money as shall appear to him to be justly due to the person or persons so employed as

[১৮৫৭ সালের ৩ আইনের এক অংশ বলিয়া এই আইন পাঠ হইবার কথা।]

২ ধারা। এই আইন ১৮৫৭ সালের ৩ আইনের এক ভাগ বলিয়া পড়িতে ও ধরিতে হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২৩ আপ্রিল।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২৩ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি জুলাই মাসের ৩০ তারিখের পরে তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

রেলরোডের ও অন্য২ কার্য্যেতে যে কন্ত্রাক্টরেরা ও কর্ম্মকারকেরা নিযুক্ত থাকে তাহারদের মধ্যের কোন২ বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে ক্ষমতা দিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

রেলরোডের কর্ম্মেতে ও অন্য২ কর্ম্মেতে যে কন্ত্রাক্টরের ও কর্ম্মকারকেরা নিযুক্ত থাকে তাহারদের মধ্যে বেতন ও অন্য কোন২ কথা লইয়া যে বিবাদ হয় তাহা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে দেওয়া হিত এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[এই আইনমতে কন্ত্রাক্টর বলিয়া কাহাকে বুঝায় তাহার কথা।]

১ ধারা। পার্লিমেণ্ট কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট যে রেলরোড কি খাল কি অন্য সরকারী কর্ম্ম তৈয়ার করিতে অনুমতি করেন, কি করিবেন তাহার কোন ভাগ তৈয়ার করিতে যে কেহ কন্ত্রাক্ট অর্থাৎ চুক্তি করিয়াছে কি ইহার পরে করিবেক, তাহাকে এই আইনের অর্থের মতে কন্ত্রাক্টর বুঝায় ইতি।

[কন্ত্রাক্টরেরা মজুরদিগকে বেতন না দিলে তাহার বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা হইবার কথা।]

২ ধারা। এই আইনের অর্থমতে যে জন কন্ত্রাক্টর হয় এমত কোন লোক আপন কুরণের কার্য্য সিদ্ধ হইবার জন্যে তৎসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্যে যদি কোন কামার কি ছুতার কি রাজ কি মজুর-প্রভৃতিকে কর্ম্ম দেয় কি তাহার সঙ্গে করার করে, ও যাহাকে নিযুক্ত করে কি যাহার সঙ্গে করার করে, সেই লোকের নিজের সেই কর্ম্ম করিতে হইলে, কি তাহার সঙ্গে কি তাহার দ্বারা কি তাহার তাবে নিযুক্ত অন্য লোকের সেই কর্ম্ম করিতে হইলেও, সেই প্রকারের নিযুক্ত লোকের কি লোকেরদের যে কিছু টাকা কি বেতন ন্যায্যমতে পাওনা হয় তাহা যদি ঐ কন্ত্রাক্টর সময়ে২ না দেয়, তবে যে জিলার মধ্যে ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই কথার বিচার করিতে পারিবেন ইতি।

[উভয় পক্ষকে তলবপ্রভৃতি করিয়া সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিবার কথা।]

৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কন্ত্রাক্টরকে, (কিম্বা সে না থাকিলে তাহার সেই স্থানে নিযুক্ত অধ্যক্ষকে কি এজেণ্টকে) সমনের লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির হইবার সমন করিবেন। ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন, ও সরাসরীমতে উভয় পক্ষের ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। সেই নিষ্পত্তি সর্ব্বতোভাবে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবেক ইতি।

[টাকা দিবার হুকুমের ও ক্রোকের কথা।]

৪ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতের নিযুক্ত লোকের কি লোকেরদের যত টাকা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ন্যায্যরূপে পাওনা হয় তিনি তত টাকা দিতে তাহাকে

[Examination, &c., of witnesses.]

XI. It shall not be necessary to take down the depositions of the witnesses in writing at length; but the Court, as the examination of each witness proceeds, shall reduce into writing the substance of what such witness deposes, and the deposition so taken shall form part of the record. In all other respects the provisions of the Regulations and Acts for procuring the attendance of witnesses and for the examination, remuneration, and punishment of witnesses in suits before the Civil Courts, shall be of equal force and effect in cases tried under this Act.

[সাক্ষিরদের জোবানবন্দী প্রভৃতি লইবার কথা।]

১১ ধারা। সাক্ষিরদের জোবানবন্দী বিস্তারিত করিয়া লেখাইয়া লইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এক২ জন সাক্ষির জোবানবন্দী যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে আদালত তাহার মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন ও জোবানবন্দীর সেই প্রকারের লিখিত কথা মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবেক। অন্য সকল বিষয়ে, দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে উপস্থিতথাকা মোকদ্দমাতে সাক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার ও মেহনতানা দিবার ও দণ্ড করিবার যে২ বিধান আইনেতে ও আরটে থাকে, তাহা এই আইনমতের বিচারকরা মোকদ্দমাতেও সমানরূপে বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক ইতি।

[Decisions.]

XII. The rules contained in Act XII. of 1843 *(concerning the time at which and the language in which the decisions of the Judges in the Courts of the East India Company are to be written)* shall be applicable to decisions passed under this Act.

[নিষ্পত্তির কথা।]

১২ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের জজেরা যে সময়ে এবং যে ভাষাতে আপন২ নিষ্পত্তি লিখিবেন তদ্বিষয়ে ১৮৪৩ সালের ১২ আইনে যে২ বিধি আছে সেই২ বিধি এই আইনমতের নিষ্পত্তিতেও খাটিবেক ইতি।

[No appeal.]

XIII. No appeal shall lie from any decision passed under this Act, nor shall any such decision be open to revision.

[আপীল না হইবার কথা।]

১৩ ধারা। এই আইন মতে যে কোন নিষ্পত্তি হয়, তাহার উপর আপীল নাই, ও সেই নিষ্পত্তির পুনর্বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

[Execution of decrees.]

XIV. The decrees of the Courts of Special Commission established under this Act shall be enforced by the Civil Courts of the district in which the property in dispute is situate, under the rules applicable to the execution of decrees passed by those Courts.

[ডিক্রী জারী করিবার

১৪ ধারা। এই আইনমতের স্থাপিত বিশেষ কমিসনের আদালত যে ডিক্রী করেন তাহা, বিবাদের সম্পত্তি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালত, আপনার ডিক্রী জারী করিবার যে বিধি আছে সেই বিধিমতে, জারী করিবেন ইতি।

[Records of cases where to be deposited.]

XV. The records of cases disposed of by Courts established under this Act shall be deposited amongst the records of the principal Civil Court of original jurisdiction in the district in which the property in dispute is situate.

[মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজপত্র যে স্থানে রাখিতে হইবেক তাহার কথা।]

১৫ ধারা। এই আইনমতের স্থাপিত আদালতে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার কাগজপত্র, বিবাদের সম্পত্তি যে জিলাতে থাকে সেই জিলাতে মোকদ্দমা প্রথম শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান যে দেওয়ানী আদালত থাকে সেই আদালতের কাগজপত্রের সঙ্গে গিরিশ্তায় রাখা যাইবেক ইতি।

[Validity of convictions of offences involving forfeiture of property not to be questioned by any Court.]

XVI. Whenever any person shall have been convicted of an offence for which his property was forfeited to Government, no Court has power in any suit or proceeding relating to such property, to question the validity of the conviction.

[যে অপরাধপ্রযুক্ত সম্পত্তি জব্দ হয় সেই অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার মাতবরীর বিষয়ে আপত্তি কোন আদালতের না করিবার কথা।]

১৬ ধারা। যদি কোন লোকের কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া তাহার সম্পত্তি সরকারে জব্দ হয়, তবে সেই সম্পত্তিঘটিত কোন মোকদ্দমায় কি কারকারীতে ঐ দোষ সাব্যস্ত হওয়া মাতবর নহে বলিয়া কোন আপত্তি কোন আদালতের করিবার ক্ষমতা নাই ইতি।

[Validity of conviction not to be questioned because the record does not show in what capacity the convicting Officer acted.]

XVII. Whenever any person shall have been convicted as above by an Officer having power to try and convict, the validity of any such conviction shall not be questioned upon the ground that the record of the conviction does not show in what capacity such Officer acted, or that it represents him to have acted in a different capacity from that in which he had power to convict.

[যে কার্য্যকারক সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি যে পদোপলক্ষে কর্ম্ম করিলেন, তাহা মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজপত্রে প্রকাশ হয় নাই বলিয়া, দোষ সাব্যস্ত হওয়ার মাতবরীর আপত্তি না হইবার কথা।]

১৭ ধারা। বিচার করিয়া দোষ সাব্যস্ত করিবার ক্ষমতা যে কার্য্যকারক সাহেবের থাকে, তিনি যদি উপরের উক্ত কোন লোকের অপরাধ সাব্যস্ত করিয়াছেন, তবে তিনি তৎকালে যে পদোপলক্ষে কর্ম্ম করিতেছিলেন তাহা দোষ সাব্যস্ত করিবার কাগজপত্রেতে প্রকাশ হয় না, কিম্বা ঐ অপরাধ সাব্যস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার যে পদেতে ছিল সেই পদভিন্ন অন্য পদে কর্ম্ম করিতেছিলেন ইহা ঐ কাগজপত্রেতে দৃষ্ট হয়, এই কথা বলিয়া ঐ দোষ সাব্যস্তহওয়া মাতবর নহে বলিয়া আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫১। ১০ মে।]

[Property attached without adjudication of forfeiture. Validity of such attachment not to be questioned unless offender surrender within one year and be acquitted, &c. Proviso.]

XVIII. Whenever any property shall have been attached or seized without either conviction or an adjudication of forfeiture by any Officer of Government as property forfeited or liable to be forfeited to Government for an offence for which upon conviction the property of the offender would be forfeited, the validity of such attachment or seizure shall not be called in question by any Court or other authority in any suit or proceeding, unless the offender or alleged offender shall, within one year after the seizure of his property, have surrendered himself for trial and upon trial before a competent Court shall have been or shall be acquitted of the offence and shall prove to the satisfaction of the Court that he did not escape or keep out of the way for the purpose of evading justice. Nothing in this Section shall extend to persons entitled to pardon under Her Majesty's proclamation published in the Calcutta Gazette Extraordinary dated the 1st November 1858, or to any person who, having surrendered himself within the period of one year after the seizure of his property, shall be discharged by order of Government without a prosecution.

[জব্দ হইবার হুকুম না হইয়া যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার কথা, ও অপরাধী এক বৎসরের মধ্যে আপনাকে ধরা না দিলে ও নির্দ্দোষিপ্রভৃতি না হইলে, ঐ ক্রোকের মাতবরীর কোন আপত্তি না হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

১৮ ধারা। যে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে অপরাধির সম্পত্তি জব্দ হইত, এমত অপরাধের নিমিত্তে সরকারে জব্দকরা কি জব্দ হইবার যোগ্য সম্পত্তি বলিয়া কোন সম্পত্তি, যদি গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা কাহারো দোষ সাব্যস্ত না হইয়া কিম্বা জব্দ করিবার হুকুম না হইয়া ক্রোক করা যায় কি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সেই অপরাধির, কিম্বা যাহাকে অপরাধী বলা গেল সেই লোকের সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর এক বৎসরের মধ্যে যদি সেই লোক বিচার হইবার নিমিত্তে আপনাকে ধরা দিয়াছে, ও উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে তাহার বিচার হইয়া যদি তাহাকে সেই দোষে নির্দ্দোষী না করা গিয়াছে, কিম্বা না করা যায়, ও বিচার হইবার ভয়ে সে পলায়ন করে নাই কি রূপোশ হয় নাই এই কথা যদি আদালতের খাতিরজমামতে প্রমাণ না করে, তবে কোন মোকদ্দমাতে কি ফরকারীতে কোন আদালত কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব সেই সম্পত্তি ক্রোক করা কি ধরিয়া লওয়া মাতবর মহে বলিয়া কিছু আপত্তি করিবেন না। পরন্তু ১৮৫৮ সালের ১ নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে ঘোষণাপত্র ছাপা হইয়াছিল, সেই ঘোষণাক্রমে যে লোকেরা ক্ষমা পাইবার যোগ্য হয়, কিম্বা সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর যে কোন লোক এক বৎসরের মধ্যে আপনাকে ধরা দিলে, তাহার নামে নালিশ না হইয়া তাহাকে গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, এমত কোন লোকের উপর এই ধারার কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

[Release of property attached as forfeited.

XIX. No Judge or other person acting as Commissioner under the provisions of Acts XIV. and XVI. of 1857 has power to release property attached or seized as forfeited or as liable to be forfeited to Government except under the provisions of Section VIII. Act XXV. of 1857, when the offender or alleged offender shall have surrendered himself for trial and shall be tried and acquitted by such Judge or Commissioner, and shall prove that he did not escape or keep out of the way for the purpose of evading justice; and any order passed by any such Judge or Commissioner for the release of any property attached or seized as forfeited or liable to be forfeited to Government, except upon the acquittal before him of the person accused, and upon proof that he did not escape or keep out of the way for the purpose of evading justice, is hereby declared null and void.

[জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহা ছাড়িয়া দিবার কথা।]

১৯ ধারা। সরকারে জব্দ হইল কি জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে কি ধরিয়া লওয়া গিয়াছে এমত সম্পত্তি, যে জজ সাহেব কি অন্য ব্যক্তি ১৮৫৭ সালের ১৪ আইনের ও ১৬ আইনের বিধানমতে কমিসানরস্বরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি কেবল ১৮৫৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার বিধানমতে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন, অর্থাৎ অপরাধী কিম্বা যাহাকে অপরাধী বলা গেল সেই ব্যক্তি বিচার হইবার নিমিত্তে আপনাকে ধরা দিলে, ও সেই জজ সাহেবের কি কমিসানর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে, ও বিচার হইবার ভয়ে সে পলায়ন করে নাই কি রূপোশ হয় নাই ইহার প্রমাণ করিলে, তাহার সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক। ও যাহার নামে অভিযোগ হইয়াছে সেই লোক ঐ জজ কি কমিসানর সাহেবের সম্মুখে নির্দ্দোষ না হইলে, ও বিচার হইবার ভয়ে সে পলায়ন করে নাই কি রূপোশ হয় নাই ইহার প্রমাণ না করিলে, সরকারে জব্দ হইল কি জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া তাহার কিছু সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে কি ধরা গিয়াছে তাহার যে সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার যে কোন হুকুম ঐ জজ কি কমিসানর সাহেব করেন সেই হুকুম ইহাতে বৃথা ও বাতিল, প্রকাশ হইল ইতি।

[Act not affect the rights of parties not charged with an offence punishable by forfeiture of property. Proviso.]

XX. Nothing in this Act shall be held to affect

[সম্পত্তি জব্দ করিয়া যে অপরাধের দণ্ড হয় এমত অপরাধের নালিশ যাহারদের নামে না হয় তাহারদের স্বত্ব এই আইনেতে খর্ব্ব না হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

২০ ধারা। যে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে অপরাধির

any such Court without the previous sanction of the Governor General of India in Council.

[Court to consist of three Commissioners.]

II. Every Court established under this Act shall consist of not less than three Commissioners who shall sit together for the trial and determination of claims; but any one or more of them shall have power to make all such orders as may be necessary for preparing the cases that may be instituted for trial and decision.

[Notification of Establishment of Court in any District.]

III. Whenever any Court shall be established under the provisions of this Act, with jurisdiction in any district or districts, notice thereof shall be given by a written proclamation, of which copies shall be affixed in the several Courts and in the Offices of the several Collectors and Magistrates of such district or districts; and the powers heretofore vested in the Courts of such district or districts in respect of all cases cognizable by the Courts established under this Act, shall be suspended until such Courts shall be informed, by an order under the signature of the Secretary to Government, that the local jurisdiction of such Court of Special Commission has ceased, of which notice shall be given by proclamation in the manner aforesaid.

[Transfer of pending suits.]

IV. Any case pending before any Court sitting as a Court of original jurisdiction at the time of the passing of this Act, in respect of a matter made cognizable by Courts established under its provisions, shall be transferred to the Court of Special Commission, within the limits of whose jurisdiction the property in dispute is situate, and such Court shall summon the defendant and proceed to dispose of the case in the same manner as if it had been instituted before it.

[Court where to be held.]

V. The Courts established under this Act shall be held at such place within the limits of their respective jurisdiction, as shall from time to time be appointed by the local Government.

[Form of plaint.]

VI. The plaint in suits instituted under this Act shall be written on the stamp paper prescribed for petitions of plaint in regular suits, and shall contain the following particulars, namely,

The name, description, and place of abode of the plaintiff, the relief sought for, the subject of the

বাহাদুরের অনুমতি না হইলে সেই প্রকারের কোন আদালতের সংস্থাপনেতে অতিরিক্ত কিছু খরচ না হয় ইতি।

[এক২ আদালতে তিন জন কমিস্যনর থাকিবার কথা।]

২ ধারা। এই আইনমতের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতে কমিস্যনর তিন জনের ক্ষম নিযুক্ত হইবেন না। দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে তাঁহারা একত্রে বৈঠক করিবেন। কিন্তু যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে যে২ হুকুম আবশ্যক হয়, সেই সকল হুকুম করিবার তাঁহারদের কোন এক কি অধিক জনের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

[কোন জিলাতে আদালত স্থাপন হইলে তাহার সয়াদ দিবার কথা।]

৩ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন এক কি অধিক জিলার উপর এলাকা দিয়া কোন আদালত স্থাপন হইলে, তাহার সয়াদ ঘোষণাপত্রে লিখিয়া দেওয়া যাইবেক। ও ঐ এক কি অধিক জিলার সকল আদালতে, ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ঐ ঘোষণাপত্রের এক২ কেতা নকল লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক। ও এই আইনমতের স্থাপিত আদালত যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন, সেই সকল মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ এক কি অধিক জিলার আদালতের যে ক্ষমতা পূর্ব্বাবধি হইয়া আসিতেছে সেই ক্ষমতা স্থগিত থাকিবেক। পরে সেই স্থানে ঐ বিশেষ কমিস্যনের আদালতের এলাকা রহিত হইয়াছে, এই মর্ম্মের সয়াদ গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎকরা হুকুমক্রমে ঐ জিলার আদালতে পঁহুছিলে সেই২ আদালতের ঐ ক্ষমতা পুনরায় চলিবেক। ও সেই কমিস্যনের আদালতের ক্ষমতা রহিত হইবার সয়াদ পূর্ব্বোক্তমতে ঘোষণাপত্রের দ্বারা প্রকাশ হইবেক ইতি।

যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার খারিজদাখিল হইবার কথা।]

৪ ধারা। এই আইনমতে স্থাপিত আদালতে যে২ বিষয়ের বিচার হইতে পারে, এমত কোন বিষয় লইয়া যে সকল মোকদ্দমা এই আইন জারী হইবার সময়ে প্রথমবার শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত বলিয়া কোন আদালতে মুলতবী থাকে, সেই সকল মোকদ্দমা ঐ আদালতহইতে খারিজ হইয়া, যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় সেই সম্পত্তি বিশেষ কমিস্যনের যে আদালতের এলাকার শামিল থাকে সেই আদালতে দাখিল করা যাইবেক ও সেই আদালতে মোকদ্দমা প্রথমে উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত যেমন করিতে পারিতেন, তেমনি আসামীকে তলব করিয়া ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

[ঐ আদালতের বৈঠক যে স্থানে হইবেক তাহার কথা।]

৫ ধারা। স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট এই আইনমতের স্থাপিত নানা আদালতের এলাকার অন্তর্গত যে স্থান সময়ে২ নিরূপণ করেন, সেই স্থানে ঐ২ আদালতের বৈঠক হইবেক ইতি।

[নালিশের আরজী লিখিবার পাঠ।]

৬ ধারা। জাবেতামতের মোকদ্দমাতে নালিশের আরজী যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার বিধি আছে এই আইনমতের উপস্থিতকরা মোকদ্দমার আরজী সেই প্রকারের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ও তাহাতে এই২ কথা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ,

ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান, ও যে প্রকারের উপকার চাহে তাহা, ও যে বিষয়ের উপর দা-

claim, and the cause of action; and if the suit be brought against a defendant other than the Government or some Officer on the part of Government, the name, description, and place of abode of such defendant.

[Verification of plaint. Punishment for false averment in plaint.]

VII. The plaint shall be verified in the manner prescribed for the verification of plaints in Section XXVII. Act VIII. of 1859 *(for simplifying the Procedure of the Courts of Civil Judicature not established by Royal Charter)*; and if the plaint contain any averment which the person making the verification shall know or believe to be false, or shall not know or believe to be true, such person shall be subject to punishment according to the provisions of the law for the time being in force for the punishment of giving or fabricating false evidence.

[Presentation of plaint.]

VIII. The plaint may be presented by the plaintiff in person or by his duly constituted representative, either in the principal Civil Court of original jurisdiction in the district in which the property or any part of the property in dispute is situate, or in the Court of Special Commission having jurisdiction over the claim under this Act. If the plaint be not presented in the Court of Special Commission, it it shall be forwarded to such Court without delay.

[Procedure before hearing of suit.]

IX. The Court shall fix a day for the appearance of the parties and for the hearing of the suit, of which due notice shall be given to the parties or their representatives, and on the day so fixed the parties shall bring their witnesses into Court, together with any documents on which they may intend to rely in support of their respective statements. If either party require the assistance of the Court to procure the attendance of a witness on such day, he shall apply to the Court in sufficient time before the day fixed for the hearing of the suit, and the Court shall issue a subpœna requiring such witness to attend the Court on that day. It shall be competent to the Court to require the personal attendance of the plaintiff on the day fixed for the hearing of the suit or at any subsequent stage.

[Procedure on hearing.]

X. On the day fixed for the hearing of the suit or as soon after as may be practicable, the Court shall proceed to examine the plaintiff or his representative (when his personal attendance is not required) and the witnesses of the parties, and upon such examination and after inspecting the documents of the parties and making any further enquiry that may appear necessary, shall proceed to pass such order in the case in respect both to the claim and to the costs of suit as it may consider just and proper.

ওয়া হয় তাহা, ও নালিশ করিবার মূল কারণ। ও যদি গবর্ণমেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টের তরফে কোন কার্য্যকারকছাড়া অন্য কোন আসামীর নামে মোকদ্দমা হয়, তবে ঐ আসামীর নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক।

[নালিশের আরজী সত্যহওয়ার কথা লিখিবার কথা ও আরজীতে অসত্য কথা থাকিলে তাহার দণ্ড।]

৭ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারার্থে যে২ আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন নামে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৭ ধারাতে নালিশের আরজী সত্যহওয়ার কথা লিখিবার যে বিধান আছে, সেই বিধানমতে ঐ নালিশের আরজীর কথা সত্য, ইহা লিখিতে হইবেক। ও যে জন তাহা সত্য বলিয়া দস্তখৎ করিয়াছে সে যাহা অসত্য জানে কি বিশ্বাস করে, কিম্বা সত্য বলিয়া না জানে কি বিশ্বাস না করে, এমত কোন এজহার যদি সেই আরজীতে থাকে, তবে তৎকালের চলিত আইনের কোন বিধানমতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কি সাজাইবার যে দণ্ড হয়, ঐ লোকের সেই দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

[আরজী দাখিল করিবার কথা।]

৮ ধারা। যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় তাহা কি তাহার কোন অংশ যে জিলার মধ্যে থাকে, সেই জিলাতে মোকদ্দমা প্রথমবার শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান যে দেওয়ানী আদালত থাকে, হয় সেই আদালতে, না হয় এই আইনমতে ঐ দাওয়ার উপর বিশেষ কমিস্যানের যে আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে, ফরিয়াদী আপনি, কিম্বা আপনার নিয়মিতরূপে নিযুক্ত স্থলাভিষিক্তের দ্বারা, ঐ আরজী দাখিল করিতে পারিবেক। আরজী যদি বিশেষ কমিস্যানের আদালতে দাখিল না করা যায়, তবে অগৌণে সেই আদালতে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

[মোকদ্দমা শুনিবার অগ্রের কার্য্যের কথা।]

৯ ধারা। আদালত উভয় পক্ষের হাজির হইবার ও মোকদ্দমা শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন। তাহার উপযুক্ত সম্বাদ উভয় পক্ষকে কি তাহারদের স্থলাভিষিক্তদিগকে দেওয়া যাইবেক। ও সেই নিরূপিত দিনে উভয় পক্ষ আপন২ সাক্ষিদিগকে আদালতে উপস্থিত করিবেক, ও যে সকল দলীলক্রমে আপন২ কথা সাব্যস্ত করিতে মনস্থ করে তাহাও আদালতে আনিবেক। কোন সাক্ষিকে সেই দিনে হাজির করাইবার জন্যে যদি কোন পক্ষ আদালতের সাহায্য চাহে, তবে মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনের আগে উপযুক্ত সময় থাকিতে আদালতে দরখাস্ত করিলে, সেই দিনে সেই সাক্ষির আদালতে হাজির হইবার সফীনা আদালত জারী করিবেন। মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহার পর মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার অন্য কোন সময়ে, আদালত ফরিয়াদীকে নিজে হাজির হইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[মোকদ্দমা শুনিবার সময়ের কার্য্যের কথা।]

১০ ধারা। মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহার পর অব্যাজে যে সময়ে হইতে পারে সেই সময়ে আদালত ফরিয়াদীর জোবানবন্দী লইবেন। কিম্বা যদি ফরিয়াদীর নিজে হাজির হইবার হুকুম না হইয়াছে, তবে তাহার স্থলাভিষিক্তের ও উভয় পক্ষের সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবেন, ও সেই জোবানবন্দী লইলে পর, ও উভয় পক্ষের দলীল দুষ্টি করিলে পর, ও অন্য যে প্রকারের তদন্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিলে পর, তিনি ঐ দাওয়ার বিষয়ে ও মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে যে হুকুম ন্যায্য ও উচিত বোধ করেন তাহা করিবেন ইতি।

aforesaid, and in default of payment of such sum immediately or within such time as the Magistrate shall direct, he shall issue his warrant to levy the same by distress and sale of the goods and chattels of the defaulting contractor.

[Property distrained.]

V. If any question shall arise whether any goods or chattels seized under the warrant of distress belong to the defaulter or are liable to be distrained and sold as aforesaid, the decision and order of the Magistrate shall be final and conclusive with respect thereto.

[Penalty for workmen neglecting or refusing to work.]

VI. Any artificer, workman, or laborer employed or engaged by a contractor within the meaning of this Act to execute any work of the nature mentioned in Section I., who shall wilfully and without lawful or reasonable excuse neglect or refuse to perform such work, shall be liable on conviction before the Magistrate to a fine not exceeding Rupees. The Magistrate may, at the request of the complainant or of any one authorized to act on his behalf, instead of fining such artificer, workman, or laborer, order him to perform or get performed the work according to the terms of his contract, and if he shall fail to comply with the order, the Magistrate may, upon proof to his satisfaction of such non-compliance, sentence such artificer, workman, or laborer to be imprisoned with hard labor for any term not exceeding months.

[Interpretation. 'Magistrate.']

VII. The word "Magistrate" in this Act shall include any person who may be specially empowered by the Executive Government to exercise the powers vested in a Magistrate by this Act.

[Operation of Act.]

VIII. This Act shall take effect only in those Districts or places to which it shall be extended by order of the Governor General of India in Council or of the Executive Government of any Presidency or place.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

The 30th April 1859.

The following Bill was read a first and second time in the Legislative Council of India on the 30th April 1859, and referred to a Select Committee who are to report thereon within a month :—

A Bill to provide for the more speedy disposal of Appeals in cases appealable to the Sudder Court and of applications for Special Appeals.

[Preamble.]

Whereas by reason of the large number of re-

আজ্ঞা করিবেন। ও সেই টাকা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া গেলে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে না দেওয়া গেলে, তিনি ঐ ত্রুটিকারি কন্ত্রাক্টরের মাল ও জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলাম হইয়া ঐ টাকা আদায় হইবার পরওয়ানা জারী করিবেন ইতি।

[ক্রোককরা সম্পত্তির কথা।]

৫ ধারা। ঐ ক্রোকী পরওয়ানামতে যে মাল কি জিনিসপত্র ক্রোক করা যায় তাহা ঐ ত্রুটিকারির বটে কি না, ও উক্তমতে ক্রোক ও নীলাম হইবার যোগ্য কি না, এই কথা লইয়া কিছু বিবাদ হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার যে নিষ্পত্তি ও হুকুম করেন তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবেক ইতি।

[মজুরপ্রভৃতি লোকেরা কর্ম্মেতে শৈথিল্য করিলে কি কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করিলে তাহারদের দণ্ড।]

৬ ধারা। এই আইনের অর্থমতের কোন কন্ত্রাক্টর ১ ধারার লিখিত প্রকারের কোন কর্ম্ম করিবার জন্যে যে কোন কামার কি ছুতার কি রাজপ্রভৃতিকে কি মজুরকে কর্ম্ম দেয় কি নিযুক্ত করে, সে যদি জানিয়াশুনিয়া, ও ন্যায্যমতের কি উপযুক্ত ওজর না থাকিতেও, সেই কর্ম্ম না করে, কি করিতে স্বীকার না করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার এত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক। ফরিয়াদী কিম্বা তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন লোক প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কামার কি ছুতার কি রাজপ্রভৃতিকে কি মজুরকে জরীমানা না করিয়া তাহার করারমতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কি অন্যের দ্বারা করাইয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও সেই লোক ঐ হুকুমমতে কর্ম্ম না করিলে, ও তাহার সেই হুকুমমতে কর্ম্ম না করিবার প্রমাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাতিরজমামতে করা গেলে, তিনি সেই কামার কি ছুতার কি রাজপ্রভৃতির কিম্বা মজুরের এত মাসের অনধিক কোন মিয়াদপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কয়েদ হইবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট এই শব্দের অর্থ।]

৭ ধারা। "মাজিষ্ট্রেট সাহেব" এই আইনের মধ্যে এই শব্দেতে, এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট যে কোন লোককে বিশেষমতে শক্তি দেন তাঁহাকেও বুঝায় ইতি।

[এই আইন আমলে আসিবার কথা।]

৮ ধারা। হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে এই আইন যে২ জিলাতে কি স্থানে প্রবল করা যায় কেবল সেই২ জিলাতে কি স্থানে চলিবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৩০ আপ্রিল।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে প্রথম ও দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। তাঁহারা এক মাসের মধ্যে তাহার রিপোর্ট করিবেন।

সদর আদালতে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিলে ঐ আপীল ও খাস আপীলের দরখাস্ত, আরো অন্য২ করিয়া নিষ্পত্তি করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সদর

gular appeals preferred in the Sudder Courts of the Presidency of Fort William in Bengal, much delay occurs in the hearing and determination of such Appeals; and it is expedient that measures should be provided for the more speedy disposal of the same: and whereas it is also expedient that in cases of application for special appeal any order passed by a single Judge of either of the said Courts for the admission or the rejection of any such appeal should be final; It is enacted as follows:—

[Appeals, in suits decided by Principal Sudder Ameens below Rupees 10,000, to lie to Zillah Judge.]

I. In suits decided by Principal Sudder Ameens in any part of the said Presidency where the amount or value of the suit shall be less than ten thousand Rupees, the appeal shall lie to the Zillah Judge, and shall not lie to the Sudder Court, any thing in Section IV. Act XXV. of 1837 to the contrary notwithstanding.

[Applications for special appeals to be heard by a single Judge of the Sudder Court. Proviso.]

II. All applications for special appeal, which are now pending in either of the said Sudder Courts, or which have been presented in any subordinate Court for transmission to the Sudder Court, and all such applications which may be hereafter presented under the provisions of Act XVI. of 1853, may be heard, and on hearing may be either admitted or rejected by a single Judge of the Sudder Court, and the order passed by such Judge either for the admission or the rejection of the appeal shall be final, any thing in Clause 4 Section VIII. of Act XVI. of 1853 to the contrary notwithstanding. Provided always that, except under the circumstances and for the purpose described in Clause 1. of the said Section, no case shall be remanded to the Court which passed the decree by the order of a single Judge; but when such Judge shall make an order for remand, the case shall be dealt with in the manner provided in Clauses 4 and 5 of the said Section.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

The 30th April 1859.

The following Bill, as settled in Committee of the whole Council, was ordered to be published for general information, and to be re-considered after two months:—

A Bill for the establishment of Courts of Small Causes beyond the local limits of the jurisdiction of the Supreme Courts of Judicature established by Royal Charter.

[Preamble.]

Whereas, with a view to the more easy recovery of small debts and demands, it is expedient to establish Courts of Small Causes beyond the local limits of the jurisdiction of the Supreme Courts of judicature established by Royal Charter at the several Presidencies of Calcutta, Madras, and Bombay; It is enacted as follows:—

আদালতে আবেদনমতের অনেক আপীল উপস্থিত হওয়াতে ঐ সকল আপীল শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার অনেক বিলম্ব হয়। ও তাহার আরো ত্বরা করিয়া নিষ্পত্তি করিবার উপায় করা বিহিত। ও খাস আপীলের দরখাস্ত হইলে উক্ত দেওয়ানী কি নিজামৎ আদালতের কোন এক জন জজ সাহেব তদ্রূপ আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার যে হুকুম করেন তাহা চূড়ান্ত হওয়া বিহিত। এই কারণে এই২ হুকুম হইল।

[১০০০০৲ টাকার কম মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইবার কথা।]

১ ধারা। উক্ত দেশের কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনেরা যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহা দশ হাজার টাকার কম কোন টাকার বাবৎ, কিম্বা তত টাকার কম মূল্যের বিষয়ের বাবৎ হইলে, তাহার উপর আপীল সদর আদালতে না হইয়া জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারাতে ইহার বিপরীত কোন বিধি থাকিলেও হইবেক ইতি।

[খাস আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের শুনিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

২ ধারা। খাস আপীলের যে সকল দরখাস্ত উক্ত সদর দেওয়ানী কি সদর নিজামৎ আদালতে এখন উপস্থিত থাকে, কিম্বা সদর আদালতে পাঠাইবার জন্যে অধীন কোন আদালতে দাখিল করা গিয়াছে, ও যে সকল দরখাস্ত ইহার পরে ১৮৫৩ সালের ১৬ আইনের বিধানমতে দাখিল করা যায়, সেই সকল দরখাস্ত সদর আদালতের এক কি জন জজ সাহেব শুনিতে পারিবেন, ও শুনিয়া হয় গ্রাহ্য, না হয় অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ও আপীল গ্রাহ্য করিবার কিম্বা অগ্রাহ্য করিবার যে হুকুম ঐ জজ সাহেব করেন সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। ১৮৫৩ সালের ১৬ আইনের ৮ ধারার ৪ প্রকরণেতে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও চূড়ান্ত হইবেক। পরন্তু ঐ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত স্থল ও অভিপ্রায় ছাড়া, ডিক্রী যে আদালতে হইয়াছিল সেই আদালতে কেবল এক জন জজ সাহেবের হুকুমমতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যাইবেক না। কিন্তু যদি সেই জজ সাহেব মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার হুকুম করেন, তবে সেই মোকদ্দমা লইয়া ঐ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণের লিখিত বিধিমতে কার্য্য হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৩০ আপ্রিল।

কৌন্সেলের সমুদয় সাহেবেরা কমিটি হইয়া আইনের এই মুসাবিদা, নির্দ্ধার্য্য করিলেন, ও তাহা সকল লোকের জ্ঞাত হইবার জন্যে প্রকাশ করা যায় ও দুই মাসের পরে তাহার পুনর্বিবেচনা হয় এমত হুকুম হইয়াছে।

রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমানার বাহিরে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপন করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

অল্প কর্জ ও দাওয়া আরো সহজে আদায় হয় এই কারণে, কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমার বাহিরে ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমার আদালত স্থাপন করা বিহিত। এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[Constitution of Small Cause Courts. Limits of territorial jurisdiction to be fixed.]

I. It shall be lawful for the Executive Government of any of the said Presidencies or of any place, with the previous sanction of the Governor General in Council, to constitute Courts of Small Causes, with the required establishment of Officers, at any place within the limits of their respective Governments, for the trial of suits under this Act. Whenever any such Court may be so constituted, the Executive Goverament shall fix the territorial jurisdiction of such Court, and may, from time to time, alter the same as may appear proper.

[ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমার আদালত সংস্থাপনের কথা ও তাহার এলাকার সীমা নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা।]

১ ধারা। উক্ত কোন রাজধানীর কি কোন স্থানের কর্ত্তৃস্থ কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের অনুমতি লইয়া, আপন২ কর্ত্তৃত্বাধীন দেশের সীমানার অন্তঃপাতি কোন স্থানে এই আইনমতের মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্যে ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমার আদালত স্থাপন করিতে পারিবেন, ও সেই২ আদালতের উপযুক্ত সিরিশ্তার নিয়ম করিতে পারিবেন। যখন সেই প্রকারের কোন আদালত তদ্রূপে স্থাপন হয়, তখন সেই আদালতের এলাকা যত দূর হইবেক তাহা কর্ত্তৃস্থ কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও যেমন উচিত বোধ হয় তেমনি সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তনও করিতে পারিবেন ইতি।

[Description of suits cognizable by Small Cause Courts. Proviso.]

II. The following are the suits which shall be cognizable by Courts of Small Causes constituted under this Act, namely, claims for money due, whether on bond or other contract, or for rent, or for personal property, or for the value of such property, or for damages, when the debt, damage, or demand does not exceed in amount or value the sum of five hundred Rupees. Provided that no action shall lie in any such Court on a balance of partnership account, unless the balance shall have been struck by the parties or their agents; or for a share or part of a share under an intestacy, or for a legacy or part of a legacy under a will; or for any claim for the rent of land or any other claim for which a suit may be brought before a Revenue Officer, if commenced in due time; or for the recovery of damages on account of alleged personal injuries, unless special damage of a pecuniary nature shall have resulted from such injury.

[ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

২ ধারা। এই আইনমতে ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমার যে আদালত স্থাপন হয় তাহাতে এই২ মোকদ্দমার বিচার হইতে পারিবেক। অর্থাৎ খৎ কি চুক্তিপত্রক্রমে, কিম্বা খাজানার কি ভাড়ার বাবতে, কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তির বাবতে, কিম্বা সেই সম্পত্তির মূল্যের বাবতে, কিম্বা খেসারতের বাবতে কিছু টাকা পাওনা হইলে, সেই কর্জ্জ কি খেসারতের টাকা কি দাওয়া যদি পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় কি পাঁচ শত টাকার অধিক মূল্যের না হয়, তবে সেই প্রকারের দাওয়ার বিচার হইতে পারিবেক। পরন্তু যৌতার কর্ম্মে, হিসাবের বাকীর বাবতে তদ্রূপ কোন আদালতে নালিশ হইবেক না। কিন্তু যদি ঐ হিসাবের বাকী উভয় পক্ষের দ্বারা কি তাহারদের মোখ্তারেরদের দ্বারা কাটা গিয়াছে তবে হইতে পারিবেক। ও কেহ উইল না করিয়া মরিলে তাহার সম্পত্তির ভাগ কিম্বা কোন ভাগের এক অংশ পাইবার জন্যে, কিম্বা উইলক্রমে দত্ত সম্পত্তি কি সেই সম্পত্তির এক ভাগ পাইবার জন্যে, ঐ আদালতে নালিশ হইবেক না। ও জমীর খাজানার কোন দাওয়ার, কিম্বা অন্য যে কোন দাওয়ার মোকদ্দমা উপযুক্ত সময়ে আরম্ভ হইলে রাজস্বের কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহার বাবৎ কোন নালিশ ঐ আদালতে হইতে পারিবেক না। ও ব্যক্তির আঘাতপ্রভৃতি হইয়াছে বলিয়া তাহার বাবতে ক্ষতির শোধের নালিশ ঐ আদালতে হইবেক না, কিন্তু যদি সেই আঘাতপ্রভৃতিতে টাকা ধরিয়া বিশেষ ক্ষতি হয় তবে সেই টাকার বাবতে ঐ আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

[Jurisdiction of the Courts.]

III. Every Court of Small Causes constituted under this Act shall have cognizance of all such suits as are mentioned in the last preceding Section, if the cause of action shall have arisen or the defendant at the time of the commencement of the suit shall dwell or personally work for gain within the local limits of the jurisdiction of such Court.

[আদালতের এলাকার কথা।]

৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারাতে যে সকল মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা করিবার কারণ যদি এই আইনমতের স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের এলাকার সীমানার মধ্যে হয়, কিম্বা মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার সময়ে যদি আসামী সেই সীমার মধ্যে বাস করে, কি লাভের নিমিত্তে আপনি কর্ম্ম করে, তবে সেই প্রকারের সকল মোকদ্দমা ঐ আদালত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

[Seal of the Court. Court to be generally subject to the Zillah Judge and Sudder Court.]

IV. Every Court constituted under this Act shall use a seal, bearing the following inscription in English and in the language of the Court—"Court of Small Causes of;" and every such Court shall be

[আদালতের মোহরের কথা, ও সেই আদালত সাধারণমতে জিলার জজ সাহেবের ও সদর আদালতের অধীন থাকিবার কথা।

৪ ধারা। এই আইনমতে যে কোন আদালত স্থাপন হয় তাহার মোহর থাকিবেক। তাহাতে ইঙ্গরেজী ভাষাতে ও আদালতের চলন ভাষাতে এই কথা থাকিবেক "অমুক স্থানের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আ-

subject to the general control and orders of the Judge of the District and of the Sudder Court.

[Suits cognizable by a Small Cause Court under this Act not to be cognizable in any other Court.]

V. Whenever a Court of Small Causes is constituted under this Act, all suits cognizable under the provisions of this Act, for any amount exceeding twenty Rupees which shall arise within the limits of the jurisdiction of such Court, shall be heard and determined in such Court and shall not be cognizable in any other Court.

[Saving of jurisdiction of Magistrates, &c. of Village Moonsiffs and Village or District Punchayets in Madras, of Military Courts of Request—of single Officers appointed to try small suits in Madras and Bombay, and of Military Punchayets in Madras.]

VI. Nothing in this Act shall be held to take away the jurisdiction which a Magistrate, or a person exercising the powers of a Magistrate, or an Assistant or a Deputy Magistrate, can now exercise in regard to debts or other claims of a Civil nature; or the jurisdiction which can be exercised by Village Moonsiffs or Village or District Punchayets under the provisions of the Madras Code, or by Military Courts of Request, or by Cantonment Joint Magistrates invested with Civil jurisdiction under Act III. of 1859, or by a single Officer duly authorized and appointed under the rules in force in the Presidencies of Fort St. George and Bombay respectively, for the trial of small suits in Military Bazars, in Cantonments, and Stations occupied by the troops of those Presidencies respectively, or by Punchayets in regard to suits against Military persons, according to the rules in force under the Presidency of Fort St. George.

[Courts where to be held.]

VII. Courts of Small Causes constituted under this Act shall be held at such place or places within the local limits of their respective jurisdictions as shall from time to time be appointed by the local Government to which such Courts are subordinate.

[Time of holding Courts, if they be directed to be held in more places than one.]

VIII. Whenever any such Court is directed to be held at more places than one within the local limits of its jurisdiction, the Judge of such Court, subject to the control of the Judge of the District, shall appoint the time at which the Court shall hold its sittings in every such place. Due notice of the time so appointed shall be given by a proclamation to be fixed up in some conspicuous place in the Court-house or other building in which the sittings of the Court are to be held.

[Procedure, Proviso.]

IX. The procedure to be observed in the trial of cases cognizable under this Act, shall be that prescribed in Act VIII. of 1859 *(for simplifying the*

দালত।" ও তদ্রূপ প্রত্যেক আদালত সাধারণমতে জিলার জজ সাহেবের ও সদর আদালতের কর্তৃত্বের ও হুকুমের অধীনে থাকিবেক ইতি।

[এই আইনমতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা অন্য কোন আদালতে বিচার্য্য না হইবার কথা।]

৫ ধারা। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত যখন এই আইনমতে স্থাপন হয়, তখন এই আইনের বিধানমতে বিচার্য্য বিশ টাকার অধিক মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা ঐ আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উদয় হয়, তাহা সেই আদালতে শুনা যাইবেক, ও বিচার হইবেক, ও অন্য কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতির, ও মান্দ্রাজে গ্রামের মুনসেফেরদের ও গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়তের, ও সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিকেষ্টের, ও মান্দ্রাজে ও বোম্বাইতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করিতে নিযুক্ত সেনাপতি সাহেবেরদের, ও মান্দ্রাজে পল্টনের পঞ্চায়তের ক্ষমতা বহাল থাকিবার কথা।]

৬ ধারা। কর্জের কি দেওয়ানী প্রকারের অন্য দাওয়ার সম্পর্কে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কার্য্যকারি অন্য লোকের, কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে তাহা কিম্বা মান্দ্রাজদেশের চলিত আইনের বিধানমতে গ্রামের মুনসেফেরা, কিম্বা গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়ত, কিম্বা সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিকেষ্ট, কিম্বা পল্টনের ছাউনি স্থানের যে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ১৮৫৯ সালের ৩ আইনমতে দেওয়ানী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁহারা, কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর চলিত বিধানমতে সেই২ রাজধানীর যে ছাউনি স্থানে ও মোকামে সৈন্যেরা থাকে সেই২ স্থানের পল্টনের বাজারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্যে উপযুক্তমতে ক্ষমতাপন্ন ও নিযুক্ত এক২ জন সেনাপতি সাহেব, অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীর চলিত বিধানমতে পল্টনের লোকেরদের নামে যে২ মোকদ্দমা হয় তাহাতে পঞ্চায়ত, যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন—সেই২ ক্ষমতা এই আইনের কোন কথাতে রহিত হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

[আদালত যে২ স্থানে বসিবেক তাহার কথা।]

৭ ধারা। এই আইনমতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালত স্থাপন হয়, তাহা স্থানবিশেষের যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকে সেই গবর্ণমেণ্ট ঐ আদালতের এলাকার সীমানার মধ্যে যে এক কি অধিক স্থান সময়ে২ নির্দ্ধার্য্য করেন, সেই স্থানে কি সেই২ স্থানে বসিবেক ইতি।

[যদি দুই কি ততোধিক স্থানে বসিবার আজ্ঞা হয় তবে বসিবার সময়ের কথা।]

৮ ধারা। যদি সেই প্রকারের কোন এক আদালতের এলাকার সীমার অন্তর্গত দুই কি ততোধিক স্থানে বসিবার আজ্ঞা হয়, তবে যে স্থানে যে সময়ে বসিবেক তাহা ঐ আদালতের বিচারকর্ত্তা, জিলার জজ সাহেবের অনুমতির অপেক্ষা করিয়া, নির্দ্ধার্য্য করিবেন। ও আদালতঘরের কিম্বা সেই আদালত অন্য যে কোন ঘরে বসিবেক সেই ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঘোষণাপত্র লট্‌কাইয়া, সেই নির্দ্ধারিত সময়ের উপযুক্ত এত্তেলা দিতে হইবেক ইতি।

[কার্য্য চলিবার বিধি ও বর্জ্জিত বিধি।]

৯ ধারা। "দেওয়ানী মোকদ্দমার যে২ আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন" নামে

Procedure of the Courts of Civil Judicature not established by Royal Charter), in so far as the same may be applicable and necessary. Provided that in all suits under this Act the summons to the defendant shall be for the final disposal of the suit, and provided also that, at the time of passing a decree under this Act, the Court may on the verbal application of the party in whose favor the decree is passed direct immediate execution of the same by the issue of a warrant directed either generally against the personal property of the judgment debtor wherever it may be found within the local limits of the Court's jurisdiction, or specially against any personal property belonging to the judgment debtor within the same limits which may be indicated by the judgment creditor.

১৮৫৯ সালের ৮ আইনে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই বিধি এই আইনমতের বিচার্য্য মোকদ্দমার বিচার করিবার কার্য্যেতে যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে ও আবশ্যক হয়, সেইপর্য্যন্ত তাহা মানিয়া কার্য্য হইবেক। পরন্তু এই আইনমতের সকল মোকদ্দমাতে, আসামীর নামে যে সমন দেওয়া যায় সেই সমন মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির নিমিত্তে সমন বলিয়া দেওয়া যাইবেক। আরো এই আইনমতে ডিক্রী হইবার সময়ে, যাহার পক্ষে ডিক্রী হয় সে যদি ঐ ডিক্রী জারী হইবার প্রার্থনা আপন মুখে করে, তবে আদালত তৎক্ষণাৎ ঐ ডিক্রী-জারী হইবার হুকুম করিতে পারিবেন, অর্থাৎ আদালতের এলাকার সীমা মধ্যহদ্দের মধ্যে যে কোন স্থানে ডিক্রীমতের খাতকের অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায়, সেই স্থানে ঐ সম্পত্তির উপর সাধারণমতের পরওয়ানা বাহির করিয়া, কিম্বা ডিক্রীমতের মহাজন ডিক্রীমতের খাতকের যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি ঐ সীমার মধ্যে দেখাইয়া দেয় সেই সম্পত্তির উপর বিশেষমতের পরওয়ানা বাহির করিয়া, ঐ ডিক্রী জারী করিবেন ইতি।

[Execution against immoveable property, if moveable property not sufficient.]

[অস্থাবর উপযুক্ত সম্পত্তি না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী হইবার কথা।]

X. In the execution of a decree under this Act, if, after the sale of the moveable property of a judgment debtor, any portion of a judgment shall remain due and the holder of such judgment desire to issue execution upon any immoveable property belonging to the judgment debtor, the Court, on the application of such judgment creditor, shall grant him a copy of the judgment and a certificate of any sum remaining due under it, and on the presentation of such copy and certificate to any Civil Court having general jurisdiction in which the immoveable property of the judgment debtor is situate, such Court shall proceed to enforce such judgment according to its own rules and mode of procedure in like cases.

১০ ধারা। এই আইনমতের ডিক্রী জারীক্রমে, ডিক্রীমতের খাতকের অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে পর, যদি ডিক্রীর কিছু টাকা শোধ হইবার বাকী থাকে, ও ডিক্রীমতের খাতকের কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হয় ডিক্রীদার যদি এমত ইচ্ছা করে, তবে ডিক্রীদার দরখাস্ত করিলে আদালত তাহাকে ঐ ডিক্রীর এক কেতা নকল দিবেন, ও সেই ডিক্রীমতে তাহার যত টাকা বাকী পাওনা থাকে তাহার এক সর্টিফিকট তাহাকে দিবেন। ও ডিক্রীমতের খাতকের ঐ স্থাবর সম্পত্তি যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে দেওয়ানী যে আদালতের সাধারণ এলাকা থাকে, সেই আদালতে ঐ নকল ও সর্টিফিকট দাখিল হইলে, সেই আদালত তদ্রূপ স্থলে যে বিধি ও নিয়মমতে কার্য্য করিয়া থাকেন সেই বিধি ও নিয়মমতে ঐ ডিক্রী জারী করিবেন ইতি।

[Decision in certain suits to be final. Proviso.]

[কোন২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।]

XI. In suits tried under this Act, all decisions and orders of the Court shall be final. Provided that it shall be competent to the Court, if it shall think fit, to grant a new trial if applied for within the period of thirty days from the date of the decision.

১১ ধারা। এই আইনমতে যে সকল মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে আদালতের সকল নিষ্পত্তি ও হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। পরন্তু নিষ্পত্তির তারিখঅবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি বিচার পুনরায় হইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উচিত বোধ করিলে পুনর্ব্বিচার হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

[Court may refer questions of law &c. to Sudder Court.]

[আইন প্রভৃতির কোন কথা হইলে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিবার কথা।]

XII. If in the trial of any suit under this Act any question of law or usage having the force of law or the construction of a document affecting the merits of the decision shall arise, on which the Court may entertain reasonable doubts, the Court may, either of its own motion or on the application of any of the parties to the suit, draw up a statement of the case and submit it, with its own opinion, for the decision of the Sudder Court.

১২ ধারা। এই আইনমতে কোন মোকদ্দমার বিচার হইবার সময়ে যদি আইনঘটিত কোন কথা, কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন আচারের কথা, কিম্বা যে দলীলেতে নিষ্পত্তির দোষগুণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় তাহার অর্থের কোন কথা উত্থাপন হয়, ও সেই বিষয়ে যদি আদালতের উপযুক্তমতে সন্দেহ হইতে পারে, তবে আদালত স্বেচ্ছামতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের দরখাস্তমতে সেই কথার বেওরা লিখিয়া, ও তদ্বিষয়ে আপনার মত লিখিয়া, সদর আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

[Court may pass decree contingent upon the opinion of the Sudder Court, pending which execution not to issue.]

[আদালত সদর আদালতের রায়ের অপেক্ষায় ডিক্রী করিতে পারিবেন, কিন্তু ডিক্রীজারীর পরওয়ানা না হইবার কথা।]

XIII. The Court may proceed in the case, notwithstanding a reference to the Sudder Court, and

১৩ ধারা। সেই কথা সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইলেও আদালতে মোকদ্দমার বিচার চলিতে পা-

may pass a decree contingent upon the opinion of the Sudder Court on the point referred; but no execution shall be issued in any case in which a reference may be made to the Sudder Court, until the receipt of the order of that Court.

[Full bench of the Sudder Court to decide cases referred under this Act.]

XIV. Cases referred for the opinion of the Sudder Court shall be dealt with by a full bench of that Court.

[Sudder Court to fix an early day for the hearing of the case. Proclamation thereof.]

XV. The Sudder Court shall fix an early day for the hearing of the case, and shall notify the same by a proclamation to be fixed up in the Court-house of that Court.

[Parties may appear and be heard in person or by pleader.]

XVI. The parties to the case may appear and be heard in the Sudder Court in person or by pleader.

[Decision of Sudder Court how to be transmitted.]

XVII. The Sudder Court, when it has heard and considered the case, shall transmit a copy of its judgment, under the seal of the Court and the signature of the Register, to the Court by which the reference was made; and such Court shall, on the receipt thereof, proceed to dispose of the case conformably to the decision of the Sudder Court.

[Costs of reference to Sudder Court.]

XVIII. Costs, if any, consequent on the reference of a case for the opinion of the Sudder Court shall be costs in the suit.

[No appeal from decision of any existing Court subordinate to a District Court in suits below 20 Rupees. Proviso.]

XIX. No appeal shall lie from a decree of any existing Court subordinate to a District Court in any suit of the description contained in Section II., when the debt, damage, or demand shall not exceed twenty Rupees, but every such decree shall be final, Provided that the provisions of Section IX. and the proviso in Section XI. shall be applicable to every suit in which the decree is by this Section made final.

[No special appeal from decision of any Court subordinate to the Sudder Court in suits below 500 Rupees.]

XX. No special appeal shall lie from any decision or order passed on regular appeal by any Court subordinate to the Sudder Court in any suit of the nature described in Section II., when the debt, damage, or demand for which the original suit shall be instituted, shall not exceed five hundred Rupees. But every such order or decision shall be final.

[*Government Gazette*, 10*th May*, 1859.]

রিবেক, ও যে কথা সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইয়াছে সেই কথার উত্তর পাইবার অপেক্ষায়, ডিক্রীও হইতে পারিবেক। কিন্তু কোন কথা সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইলে, যাবৎ সেই কথার উত্তর না পাওয়া যায় তাবৎ ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবেক না ইতি।

[এই আইনমতের জিজ্ঞাসাকরা কথার নিষ্পত্তি সদর আদালতের সমস্ত জজ সাহেবের দ্বারা হইবার কথা।]

১৪ ধারা। সদর আদালতের রায় জানিবার জন্যে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহার বিচার ঐ আদালতের সমস্ত জজ সাহেবের বৈঠকে হইবেক ইতি।

[সদর আদালতে সেই মোকদ্দমা শুনিবার দিন অবধারণ নিরূপণ হইবার ও তাহার এত্তেলা দিবার কথা।]

১৫ ধারা। সদর আদালত ঐ মোকদ্দমা শুনিবার দিন অবধারণ নিরূপণ করিবেন, ও সেই আদালত ঘরে তাহার ঘোষণাপত্র লটকাইয়া ঐ দিনের সম্বাদ দিবেন ইতি।

[উভয় পক্ষের স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া শুনা যাইবার কথা।]

১৬ ধারা। মোকদ্দমার উভয় পক্ষ নিজে কি উকীলের দ্বারা সদর আদালতে হাজির হইতে পারিবেক, ও তাহারদের কথা শুনা যাইতে পারিবেক ইতি।

[সদর আদালতের নিষ্পত্তি পাঠাইবার কথা।]

১৭ ধারা। সদর আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমা শুনিয়া বিবেচনা করিলে পর, আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎযুক্ত আপনারদের রায়ের এক কেতা নকল, যে আদালতহইতে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই আদালতে পাঠাইবেন। ও সেই আদালত তাহা পাইলেই সদর আদালতের নিষ্পত্তিঅনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

[সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিবার খরচের কথা।]

১৮ ধারা। সদর আদালতের রায় জানিবার জন্যে কোন মোকদ্দমা অর্পণ হইলে, তাহার যদি কিছু খরচ লাগে তবে তাহা মোকদ্দমার খরচা হইবেক ইতি।

[জিলার আদালতের অধীন আদালতে ২০৲ টাকার কম মূল্যের মোকদ্দমা হইলে ঐ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল না হইবার কথা ও বর্জিত কথা।]

১৯ ধারা। জিলার আদালতের অধীন যে কোন আদালত এখন থাকে, সেই আদালতে ২ ধারার লিখিত প্রকারের কোন মোকদ্দমাতে যদি বিশ টাকার অনধিক কর্জ কি খেসারৎ কি দাওয়ার বাবতে নালিশ হয়, তবে সেই মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইবেক না। তদ্রূপ প্রত্যেক ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক। পরন্তু এই ধারামতে যে ডিক্রী চূড়ান্ত করা গেল, সেই ডিক্রী যেং মোকদ্দমাতে করা যায় ঐ মোকদ্দমার উপর ৯ ধারার বিধান ও ১১ ধারার বর্জিত বিধি খাটিতে পারিবেক ইতি।

[সদর আদালতের অধীন কোন আদালতে ৫০০৲ টাকার কম মূল্যের মোকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর খাস আপীল না হইবার কথা।]

২০ ধারা। ২ ধারার লিখিত প্রকারের কোন মোকদ্দমাতে, যদি ৫০০৲ টাকার অনধিক মূল্যের কর্জ কি খেসারত কি দাওয়ার বাবতে আসল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে সেই মোকদ্দমাতে সদর আদালতের অধীন কোন আদালত জাবেতামতের আপীলমুখে যে কোন নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন তাহার উপর খাস আপীল হইবেক না। কিন্তু সেই প্রকারের প্রত্যেক হুকুম কি নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।